ওয়াল্টার ট্রবিশ

আই লাভড্ আ গার্ল

অনুবাদ :

নিজামউদ্দিন লস্কর

বাংলাবুক.অর্গ

সুদূর অফ্রিকার ক্যামেরুনের বাসিন্ধা দু'জন তরুন–তরুনীর নাটকীয় প্রেমের সত্য ঘটনা আই লাভ্ড আ গার্ল। আফ্রিকার শতাব্দি কালের গড়ে ওঠা সামাজিক প্রথা, ক্রমাগত পরিবর্তনশীল কুসংস্কারময় কৃষ্টি ও সভ্যতার বিপক্ষে প্রেমের এই দুঃসাহসিক যাত্রা। ফ্রাঁসোয়িস ও সিসিলের প্রেমপর্বে পর্যায়ক্রমে লেখা একান্ত ব্যাক্তিগত চিঠিগুলোর সংকলণ এটি। ফ্রাঁসোয়িস ও সিসিল কোনদিন ভাবেনি তাদের ব্যাক্তিগত চিঠিগুলো একদিন বই আকারে প্রকাশ পাবে এবং সারাবিশ্বের কোটি–কোটি পাঠকের হৃদয় জয় করবে।

ঘটনার মূল চরিত্র ফ্রাঁসোয়িস ও সিসিল দু'জনেই ধর্মযাজক ওয়াল্টার ট্রবিশ-এর সাথে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা করত তাদের প্রেম এবং জীবনঘটিত সমস্যাদি নিয়ে এবং তারা দু'জনে মিলেই একদিন দর্ম যাজক ওয়াল্টার ট্রবিশকে প্রস্তাব দিয়েছিল চিঠিগুলো বই আকারে প্রকাশ করার জন্য। তাদের বিশ্বাস, যে পরামর্শ তাদের জীবনকে একদিন উদ্ভাসিত করেছে, হয়তোবা একই পরামর্শ অন্য কারোর জীবনের অন্ধকারকেও দূর করতে পারবে। ১৯৬২ সালে আফ্রিকাতে সর্ব প্রথম বইটি প্রকাশিত হয়। এরপর থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্বের বহু ভাষায় অনুবাদ হয়ে কোটি কোটি পাঠকের প্রশংসা কুড়িয়েছে আই লাভ্ড আ গার্ল।

আই লাভ্‌ড আ গার্ল

আই লাভ্‌ড আ গার্ল

মূল : ওয়াল্টার ট্রবিশ

অনুবাদ : নিজামউদ্দিন লস্কর

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

সন্দেশ

ISBN-984-8088-66-0

আই লাভ্‌ড আ গার্ল

মূল : ওয়াল্টার ট্রবিশ

অনুবাদ : নিজামউদ্দিন লস্কর

অনুবাদসত্ত্ব © ২০০০ নিজামউদ্দিন লস্কর

প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ২০০০

দ্বিতীয় প্রকাশ : মার্চ ২০০৩

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

সন্দেশ, বইপাড়া, ১৬ আজিজ সুপার মার্কেট শাহ্‌বাগ ঢাকা-১০০০ থেকে
লুৎফর রহমান চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত

কম্পোজ : **সোহেল কম্পিউটার** ৫৬ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

ক্রিসেন্ট প্রিন্টিং ওয়ার্কস : ৪৩৫ ওয়ার্লেস রেলগেট, বড় মগবাজার, ঢাকা ১২১৭ থেকে মুদ্রিত

পরিবেশক : বুক ক্লাব ৫৩ আজিজ সুপার মার্কেট শাহ্‌বাগ ঢাকা-১০০০।

Web page: www.sandeshgroup.com

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। কপিরাইট অধিকারীর পূর্ব অনুমতি ছাড়া এই প্রকাশনার কোনো অংশ বৈদ্যুতিক, যান্ত্রিক, ফটোকপি, রেকর্ড বা অন্য কোনো উপায়ে রিপ্রোডিউস বা সংরক্ষণ বা সম্প্রচার করা যাবে না।

১২৫.০০ টাকা

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

উ ৎ স র্গ

সহধর্মিনী নাজিয়া সুলতানা-কে

পূর্বাভাষ

প্রিয় পাঠক, এক জোড়া তরুণ-তরুণীর জীবনের সত্য ঘটনা শোনাতে বসেছি আপনাকে । সুদূর আফ্রিকার ক্যামেরুণের বাসিন্দা তারা। অন্যান্য ঘটনার মতো এ কাহিনী আপনার কাছে তুলে ধরছিনা। প্রতিটি চরিত্রের মুখে তাদের বক্তব্য, পর্যায়ক্রমে তাদেরই লেখা চিঠি পত্রের ভাষায় পড়তে যাচ্ছেন আপনি। পড়তে বসে কিছু অসঙ্গতি হয়তো আপনার নজরে পড়বে, তাদের বক্তব্যের সরলতায় হয়তো কিছুটা বিব্রত বোধও করবেন মাঝে-মধ্যে। কারণ, তাদের একান্ত ব্যক্তিগত চিঠি কোনদিন আপনার হাতে এসে পড়বে, লেখার সময় ব্যাপারটি মোটেই তাদের মাথায় ঢোকেনি তখন । পরবর্তীতে ঘটনার মূল নায়ক ফ্রাসোয়িস ও নায়িকা সিসিল; দুজনে মিলেই আমাকে প্রস্তাব দিল চিঠিগুলো বই আকারে প্রকাশ করার জন্য। তাদের বিশ্বাস, যে পরামর্শ তাদের জীবনকে একদিন উদ্ভাসিত করেছে, হয়তোবা একই পরামর্শ অন্য কারোর জীবনের অন্ধকারকেও দূর করতে পারে। ১৯৬২সালে আফ্রিকাতে সর্বপ্রথম বইখানি প্রকাশিত হয়। এর পর থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্বের বহু ভাষায় অনূবাদ হয়েছে এবং কোটি কোটি পাঠকের প্রশংসা কুড়িয়েছে। একাদিক্রমে সাজানো চিঠিগুলো পড়ার পর, আমার মতো আপনার মনেও হয়তো নতুন এক বিশ্বাসের জন্ম হবে ঃ

" মানুষের হৃদয় পৃথিবীর সর্বত্রই সমান ;
হোক্‌না সে হৃদয় কালো অথবা সাদা,
যে কোন চামড়ার নীচে স্পন্দিত।"

ওয়াল্টার ট্রবিশ

অনুকথন

প্রায় ছ'মাস চোখের সামনে গড়াগড়ি খেয়েছে বইখানি। শিরোনাম দেখে ভেবেছি, হয়তো বা কোন গতানুগতিক প্রেমের কাসুন্দি। তাই পাতা উল্টানোর প্রয়োজন মনে করিনি। আমি একজন পাঠক। হাতের কাছে পড়ার মতো কোন কিছু না থাকায়, অনিচ্ছা সত্তেও সময় কাটানোর উদ্দেশ্যে একদিন বইখানি পড়তে বসি। একেতো বাস্তব, তাও আবার এমন একটি দেশের ঘটনা, তাই শেষ পর্যন্ত না পড়ে আর থাকতে পারলামনা। দেশটির নাম ক্যেমেরুণ। বিশ্বকাপ ফুটবলের বদৌলতে দেশটি আমাদের মনের ভূগোলের বেশ কাছাকাছি অবস্থান। তাই প্রচন্ড আগ্রহ নিয়ে পড়তে বসলাম। একজন যুবকের জীবন নাট্যের ঘাত- প্রতিঘাতের কাহিনীকে জানতে গিয়ে, গোটা একটি দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক অবস্থাকে এতো সুন্দর ভাবে জানা যায়, বইখানি না পড়লে, কোনদিন এ তথ্যটি জানা হতোনা। অজানা দেশের অজানা মানুষকে জানার মধ্য দিয়ে নিজেকেওযে জানা সম্ভব, তাও ভেবে দেখিনি এর আগে কোনদিন। অবশেষে একান্ত আপন জনা-কয়েক শুভাকাংখীকে পড়ে শোনালাম। বলতে গেলে তাদের সকলেরই তাগিদে হাজির হয়েছি আপনাদের কাছে।

তাদের তাগিদ না থাকলে কোনদিনই আসতে পারতামনা আপনাদের কাছে। প্রথমেই মনে আসে অরিন্দম দত্ত চন্দনের দেয়া খাতা কলম নিয়ে তাগিদের কথা। কবি দিলওয়ারের চোখে পড়ে তারপর। তিনি এর বাংলা রূপান্তরের নাম দেন "যখন হৃদয়ে প্রেম"। এই নামে তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগে সিলেটের সাপ্তাহিক পত্রিকা "জালালাবাদ"-এ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় বেশ কয়েক সপ্তাহ কাল। সাপ্তাহিক আগামী তারোকালোক, সম্পাদক জনাব আরেফিন বাদল,কবি সাজ্জাদ কাদির, উপন্যাসিক জনাব ইমদাদুল হক মিলন, ইশরাত নিশাত, উনাদের কাছ থেকে প্রচন্ড উৎসাহ পাই।

এ ছাড়া সাইফুল, সবিতা,পাপিয়া,পান্না এ'কটি নাম উল্লেখ না করলেই নয়। সম্পাদনার কাজে সহযোগিতা পেলাম প্রথমে শ্রদ্ধেয় বড়ভাই সুনির্মল কুমার মীনদা ও আমার ছোট ভাই মাহবুবের কাছ থেকে, এবং অবশেষে মনি ভাই, ফাত্তা ভাই, শুভেন্দু ইমামের তাগাদা ও সাহায্য না পেলে বোধ হয় কিছুই হতোনা। সবশেষে শতাব্দির প্রথম ২১শে বই মেলায় পাঠকদের হাতে তুলে দেবার অঙ্গিকার নিয়ে অঙ্গসজ্জা, প্রচ্ছদ, ঢাকার প্রকাশক আয়োজন ও মূদ্রণের সকল দ্বায়িত্ব শেষ করে ফেলেছেন আমার অনূজপ্রতিম নজরুল কবীর। এভাবেই বই আকারে আলোর মুখ দেখতে যাচ্ছে 'আই লাভ্ড আ গার্ল'।

নিজাম উদ্দিন লস্কর ময়না

চরিত্র পরিচিতি :

ফ্রাঁসোয়িস	: আফ্রিকার তরুণ যুবক
সিসিল	: আফ্রিকার তরুণী
ওয়াল্টার ট্রবিশ	: আফ্রিকায় কর্মরত জার্মান ধর্মযাজক
মাদাম ইনগ্রীড	: যাজক ট্রবিশের স্ত্রী
প্যাসটর আমোছ	: আফ্রিকার ধর্মযাজক
মঁশিয়ে হেনরী	: আফ্রিকার একজন সরকারী আমলা

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

জানুয়ারী.....৮

পত্রক্রম ঃ এক

স্যার,

নিজে না এসে চিঠিই লিখতে হলো শেষ পর্যন্ত। সামনে আসতে ভীষণ লজ্জা লাগছে, তার উপর ভাড়ার পয়সা নেই। কারণ, এখন আর আমি শিক্ষক নই; গেল শুক্রবারে চাকরিটা খুঁইয়েছি।

প্রিয় মহোদয়, একটি মেয়েকে আমি ভালোবেসেছিলাম। অথবা, ব্যাপারটিকে আপনি এভাবে ভাবতে পারেন যে, একটি মেয়ের সঙ্গে আমি ব্যভিচার করেছিলাম; অন্তত গীর্জা এবং সাদা চামড়ার মানুষেরা এ কথা বলছে।

কিন্তু মেয়েটিতো বিবাহিত ছিলোনা? আমাদের আফ্রিকার প্রচলিত নিয়ম অনুসারে কোন্নো প্রকার কনে-পণও তার জন্যে পরিশোধিত হয়নি । অতএব, সে অন্য কারো অধিকারভুক্তও নয়।

এরপরেও বুঝতে পারছিনা ভুলটা আমি কোথায় করলাম? অন্যায়টা আমার কোথায়? আমি নিজে অবিবাহিত এবং মেয়েটিকে বিয়ে করার কোনো উদ্দেশ্য আমার নেই, এমনকি তার নাম পর্যন্তও আমি জানিনা। এখন ধর্মীয় অনুশাসনে ব্যাপারটিকে যেভাবে দেখতে পাচ্ছি----"তুমি ব্যভিচার করবেনা," -আমার বেলায় সেটা বর্তায় বলে মনে হয় না। সে জন্যে বুঝতে পারছিনা, নিয়মানুবর্তীতার অধীনে গীর্জা কেন আমাকে ছ মাসের জন্যে ধর্মসভায় যোগ দেওয়া থেকে বঞ্চিত করলো? স্যার, আপনি আমাকে খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন, আপনার কাছ থেকেই আমি বিদ্যালয়ের পাঠ নিয়েছিলাম। বিভিন্ন সময়ে, মূল্যবান উপদেশাবলী আপনার কাছ থেকেই পেয়ে এসেছি, যার বদৌলতে আমি একজন প্রকৃত খ্রিস্টান হতে পেরেছি। আমার জন্মদাতার চেয়েও আপনি আমায় অনেক বেশী জানেন। তাই আপনাকে নিরাশ করার জন্যে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। সাথে সাথে স্পষ্ট ভাষায় লিখছি, নিজেকে এখন আর খুব বড় অপরাধী মনে করছিনা। এসব কাণ্ড-কারখানার জন্যে আমি লজ্জিত, কারণ, সবকিছুর পরেও আমি একজন খ্রিস্টান । হয়তো ভীষণ রাগ করবেন, তবুও খোলাখুলি কিছু প্রশ্ন করছি আপনাকে।

আমার জৈবিক আকাঙ্খাগুলো কি সন্তুষ্টির কোনো অপেক্ষাই রাখে না?

BanglaBook.org

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ কি ব্যবহারের জন্যে আমাকে দেওয়া হয়নি?
হাতের কাছে কোনো সুযোগ পেলে আপনার কি তা গ্রহণ করা উচিৎ নয়?
বিধাতা যা সৃষ্টি করেছেন, তা ব্যবহার করা পাপ হবে কেন?

যেহেতু সবাই আমার নিন্দা করছে, অতএব আপনার কাছ থেকেও কোনো উত্তরের প্রত্যাশা করছি না। আমার চিঠি এখানেই শেষ করবো, কেননা বলার বা লেখার আর কিছুই বাকি নেই।

আপনারই

একান্ত অসুখী,
ফ্রাসোয়িস

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

জানুয়ারি.....১৯

পত্রক্রম ঃ দুই

আমার প্রিয় ফ্রাঁসোয়িস

তোমার চিঠি পেলাম। যা ঘটেছে, অন্য কারো মুখ থেকে শোনার আগে, সরাসরি তুমি খুলে বলাতে নিজেকে আমি ধন্য মনে করছি। আমি অবশ্যই দুঃখিত। ব্যাপারটি বিব্রতকরও বটে। কেননা, আমারই আংশিক সুপারিশের জন্যে তুমি শিক্ষকতার চাকরিটি পেয়েছিলে। কিন্তু তোমার স্পষ্টবাদীতায় মোটেই রাগ করিনি, বরং গভীরভাবে আন্দোলিত হয়েছি এবং সে জন্যেই হয়তো তোমার সাহায্যে আসতে পারি।

তুমি যে রকম খোলামেলাভাবে প্রশ্নগুলো করেছো, আমি কি সেভাবেই উত্তর দেওয়া শুরু করবো? তোমার কথিত ঘটনাটিকে ব্যভিচার বলা যায় কি না, এ প্রশ্নটিকে--এসো আমরা কিছুক্ষণের জন্যে সরিয়ে রাখি। বিলকুল সঠিক তোমার ধারণা। যৌন আকর্ষণে কোন পাপ নেই। একটি সুন্দরী মেয়েকে দেখার পর কামনা-বাসনা জেগে ওঠা, এমন কি তার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করাটাও অন্যায় নয়। দৈহিক চাওয়া-পাওয়াকে তুমি এড়িয়ে যেতে পারোনা, যেমন করে পারোনা মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়া একটি পাখির পাক খাওয়াকে এড়িয়ে যেতে। তাই বলে, তোমার চুলের মধ্যে সেই পাখির নীড় তৈরীর প্রচেষ্টাকে অবশ্যই তুমি চাইলে ঠেকাতে পারো।

কামনা-বাসনা প্রকৃতির উপহার। তোমার তারুণ্যের সৌজন্যে অত্যন্ত মূল্যবান একটি উপহার তুমি প্রকৃতির কাছ থেকে পেয়েছো। কামনার অস্তিত্ব আছে বলেই কিন্তু তার সন্তুষ্টি বিচার্য নয়। শক্তির উপস্থিতি থাকার মানে এই নয় যে, অন্ধের মতো কেউ নিয়ন্ত্রিত হবে বল্গাহীনভাবে সেই শক্তিরই মাধ্যমে।

ঐ লোকটির ব্যাপারে তুমি কি বলবে? যে, বন্ধ একটি কসাইখানার সামনে দাঁড়িয়ে----------

'আমি এখন মাংস দেখতে পাচ্ছি। আমি ভীষণ ক্ষুধার্ত। এই মাংস আমার খাবার রুচিকে জাগিয়ে তুলেছে। সুতরাং এই মাংস আমার জন্যে, এবং আমার

BanglaBook.org

তা গ্রহণ করা উচিৎ, অতএব জানালা ভেঙে হাত লাগিয়ে আমার তা নেবার অধিকার রয়েছে। ----------এ রকম কিছু ভাবছে?

তুমি প্রশ্ন করেছো, যে জিনিসের অস্তিত্ব আছে, তা ব্যবহার করা কি উচিৎ নয়? হাঁ উচিৎ, তবে তার নিজস্ব সময় এবং স্থানে। একটি উদাহরণ দিচ্ছি তোমায় ঃ মনে করো, তোমার এক বন্ধু পুলিশের চাকরি পেয়েছে। জীবনে এই প্রথম তার কবজায় একটি রিভলবার এসেছে। এখন সে নিজেকে উদ্দেশ্য করে বললো, 'এই রিভলবার আমি নিজে থেকে যোগাড় করিনি, আমাকে দেওয়া হয়েছে; যেহেতু এই রিভলভার আমাকে ব্যবহার করার জন্যে দেওয়া হয়েছে, অতএব আমার মর্জি মাফিক আমি এটাকে ব্যবহার করতে পারি।' না। তার সে অধিকার নেই। রিভলবার তাকে দেওয়া হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেই রিভলবার যথাযথভাবে ব্যবহার করার জন্যে তাকে দায়িত্বশীল হতে হবে।

যৌন-আকাঙ্খাও অনুরূপ। কামনা-বাসনাসমূহের নিবৃত্তি হওয়া উচিৎ, কিন্তু তার উপযুক্ত স্থান এবং সময়ে, প্রকৃতির পরিকল্পনা অনুসারে । ঐ পরিকল্পনার অধীনে যৌন-প্রবৃত্তি উত্তম জিনিস, জীবনের একটি বলবর্ধক উপকরণ এবং দুজনের মধ্যকার ঐক্যের শৃংখল। প্রকৃতি-প্রদত্ত নিয়মের বাইরে যখন এই প্রবৃত্তিগুলো বিচরণ করবে, তখন ওরা নিষ্ঠুরতা দুর্নীতি ও ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তোমার চিঠির একটি লাইন আমাকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছে। তুমি লিখেছো 'আমি একটি মেয়েকে ভালোবেসেছিলাম।' না, বন্ধু, না। তুমি তাকে ভালোবাসোনি। বিছানায় যাওয়া এবং ভালোবাসা, সম্পূর্ণ পৃথক দুটি ব্যাপার। যৌন-সম্ভোগের অভিজ্ঞতা হলেও ভালোবাসার প্রকৃত অর্থ তোমার জানাই হয়নি।

এটা সত্যি, একটি মেয়েকে বলতে পারো, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি।' এই কথার মাধ্যমে তুমি আসলে যা বোঝাতে চাইছো, তা কিন্তু অনেকটা এরকম ঃ 'আমি কিছু চাই। তোমাকে নয়, কিন্তু পেতে চাই তোমার কাছ থেকে এবং দেরী না করে। পরে কি ঘটবে, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমরা একত্রে থাকলাম কি না, তুমি সন্তান-সম্ভবা হলে কি-না, তা নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। আমি শুধু এই মুহূর্তটিরই হিসেব রাখবো। আমার চাওয়াকে তুষ্ট করার খাতিরে তোমাকে ব্যবহার করবো। তুমি আসলে আমার মতলব হাসিলের একটি রাস্তা মাত্র। আমি পেতে চাই, সত্বর, কোনো ওজর আপত্তি ছাড়াই।

এই যে চিন্তা ভাবনা, এটা ভালোবাসার বিপরীত। ভালোবাসা, দিতে চায়, অন্যকে সুখী করতে চায়। সে কখনো নিজের সুখ চায়না। তোমার বক্তব্য থেকেই প্রমাণিত হয় যে, তুমি কট্টর ইন্দ্রিয় পরতন্ত্রীর মতোই আচরণ করেছো।

BanglaBook.org

'আমি একটি মেয়েকে ভালোবেসেছিলাম' বলার পরিবর্তে তোমার বলা উচিৎ ছিলো ঃ 'আমি কেবল আমাকেই ভালোবেসেছিলাম, আর তাই একটি মেয়েকে আমি বরবাদ করেছি।'

এবার আমাকে কিছু বলার সুযোগ দাও। কেউ যখন একটি মেয়েকে বলে- 'আমি তোমাকে ভালোবাসি,' তার এ কথার মূল অর্থ কি হওয়া উচিৎ জানো তুমি ফ্রাঁসোয়িস? উত্তরটা অনেকটা এমনটি হবে। তুমি, তুমিই, শুধুই তুমি। তুমি আমার হৃদয় জুড়ে বসবে। এই তুমি, যার প্রতীক্ষায় আমার দীর্ঘ সময় কেটেছে। তুমি ছাড়া আমার জীবন অসম্পূর্ণ। তোমার জন্যে সবকিছু আমি দিতে এবং ত্যাগ করতে প্রস্তুত। তোমার জন্যে আমি কাজ করে যাবো। অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষা করবো তোমার জন্যে। শুধু তোমারই জন্যে আমি বেঁচে থাকবো। তোমার প্রতি সবসময় ধৈর্যশীল থাকবো। কখনো তোমার উপর জুলুম খাটাবো না---- এমনকি, বাক্য দিয়েওনা। সবরকম ঝামেলা থেকে আমি তোমাকে মুক্ত এবং নিরাপদ রাখতে চাই। আমার চিন্তা, চেতনা, শরীর, মন, হৃদয় সব কিছু দিয়ে তোমার অংশীদার হতে চাই। তোমার কি বলার আছে আমি তা শুনতে চাই, তোমার তৃপ্তি ছাড়া কোনোকিছুই আমি গ্রহণ করতে চাই না। তোমার পাশে সবসময়ই আমি থাকতে চাই।

আমি কি বললাম, তুমি কি তা বুঝতে পারলে? বুঝতে পারলে কি, ভালোবাসার মূল অভিজ্ঞতার সাথে তোমার অর্জিত অভিজ্ঞতার তফাৎ কোথায়? মেয়েটির নাম পর্যন্ত জানো না। ভাবতেও অবাক লাগছে ! অর্থাৎ, তোমার কাছে একজন ব্যক্তি হিসেবেও সে গণ্য হয়নি। তার অতীত এবং ভবিষ্যৎ কোনোটারই প্রতি তোমার আগ্রহ নেই। তুমি যখন তাকে উপভোগ করছিলে, ঠিক তখন তার অন্তরে কি ঘটছিল, সে দিকেও তোমার কোনো খেয়াল ছিলনা। সে অন্তঃসত্তা হ'লে তোমার তাতে কিছু যায় আসেনা; ওটাতো তারই ব্যাপার !

না। তুমি তাকে ভালোবাসোনি। সত্যিকারের ভালোবাসায় থাকে পরস্পরের দায়িত্ববোধ, এবং সেটা স্রষ্টাকে সাক্ষী রেখে। প্রেম ভালোবাসা হয়ে যাবার পর তুমি আর বলতে পারোনা-'আমি'। তখন বলতে হবে 'আমরা'। পারস্পরিক দায়িত্ববোধ নিয়ে স্রষ্টাকে হাজির-নাজির জেনে দুজনেই একত্রে বলবে 'আমরা'।

শুধুমাত্র বিয়ের মাধ্যমেই এই 'আমরা' শব্দটি বাস্তবরূপ লাভ করে থাকে। বিয়ের মাধ্যমে ভালোবাসা পরিণত হয়, উন্মুক্ত হয়, স্থায়িত্ব আর বিশ্বস্ততা অর্জন করে। সত্যিকারের ভালোবাসা কোনোদিন শেষ হয়না; হতে পারেনা। অগত্যা এই মূল্যবান শব্দটিকে খুব ভেবে-চিন্তে ব্যবহার করবে। তুমি যাকে পরিণয়সূত্রে বাঁধতে চাও, সেই বিশেষ ব্যক্তিটির জন্যে শব্দটিকে সঞ্চয় করে রাখা উচিৎ। তোমার যৌন ক্ষমতাকে ব্যবহার করার একমাত্র উপযুক্ত স্থান হলো বিবাহ।

BanglaBook.org

সহধর্মিনীকে ভালোবাসতে এই ক্ষমতাটি তোমাকে সাহায্য করবে। প্রকৃতি প্রদত্ত অনেক মাধ্যমের একটি অনন্য মাধ্যম এটি, যার দ্বারা তুমি তাকে বোঝাতে পারো যে, তুমি তাকে ভালোবাসো।

যৌন-ক্ষমতাকে এ ধরনের ভালোবাসা ছাড়া যদি তুমি ব্যবহার করো, তাহলে একটি অসুখী বিয়ের জন্যে তুমি নিজেকে প্রস্তুত করছো, কথাটি একবার ভেবে দেখবে আশা করি।

আজ এখানেই শেষ করছি। আশা করি এ চিঠিখানা পড়ে যথেষ্ট ভাববার সুযোগ পাবে। মনে রেখো, সবকিছুর পরেও আমার বন্ধুত্ব এবং প্রার্থনা সবসময় তোমার পক্ষেই থাকবে। তোমার কাছ থেকে অনুরূপ স্পষ্ট ভাষায় লেখা আরেকখানা চিঠি আশা করছি আমি।

তোমারই বিশ্বস্ত,

ট্রবিশ

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

জানুয়ারি.....২৫

পত্রক্রম ঃ তিন

মহোদয়,

আপনার চিঠি পেয়েছি। এ জন্যে আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আমাকে ত্যাগ না করাতে আপনার কাছে সত্যিই আমি কৃতজ্ঞ। কঠোর ভাষায় সমালোচনা করলেও সাহায্য করেছেন ঠিকই, এ জন্যে ভীষণ খুশী হয়েছি আমি। আপনার মাঝে এমন একজনের খোঁজ পেয়েছি, যাঁর কাছে গুছিয়ে সবকিছু লেখা যায়। তবে একটা কথা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি, আপনার সব কথা বুঝতে পারিনি। সবচেয়ে বেশি অবাক হয়েছি, চিঠির শেষে আপনি যা লিখেছেন, তা পড়ে।

সুপ্রিয় মহোদয়, সুনির্দিষ্টভাবে যথার্থ একটি সুখী বিয়ের প্রস্তুতি গ্রহণের লক্ষ্যেই আসলে এরকম একটি ঘটনা আমি ঘটিয়েছিলাম, কিন্তু এখন আপনার কাছ থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যাখ্যা শুনছি? না শিখে, কোন কিছু জানা কি করে সম্ভব, বলুন? পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া কেউ কি কিছু শিখতে পারে? আমরা কি ফিজিক্স-কেমিস্ট্রির ক্লাশে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে জানতে শিখিনা?

আমাদের মাতৃভাষায় এরকম একটি প্রবাদ-বাক্য আছে ।

'শিকারে যাবার আগে একজন শিকারীকে তার বল্লম ধার দেওয়া উচিৎ।'

পর্যাপ্ত যৌন-প্রশিক্ষণের অভাবে কেউ যদি হিজড়া, অথবা নপুংসক হয়ে পড়ে, তা হলে তার বিয়ে করে কি-ই বা লাভ?

ব্যবহারে না লাগার কারণে আমাদের প্রত্যঙ্গগুলোর অপরিণত থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় কি?

আমি কি বোঝাতে চাইছি, আপনি কি তা বুঝতে পারছেন?

আরেকবার আমাকে উত্তর দেবার মতো সময় আশা করি আপনি খুঁজে পাবেন। এখানেই ইতি টানছি আজ।

ফ্রাসোয়িস

BanglaBook.org

ফেব্রুয়ারি.....৩

পত্রক্রম ঃ চার

প্রিয় ফ্রাঁসোয়িস,

অত্যন্ত আন্তরিকভাবে লেখা আরেকখানা চিঠির জন্যে তোমাকে পুনরায় ধন্যবাদ। এটাকে তোমার আত্মবিশ্বাসের লক্ষণ হিসেবে ধরে নিচ্ছি আমি। ভালোবাসা এবং মৃত্যু সম্পর্কে বাইবেলে চমকপ্রদভাবে তুলনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে "ভালোবাসা মৃত্যুর মতো শক্তিশালী।" প্রেম এবং মৃত্যুর একটি বিশ্বজনীন রূপ হচ্ছে এই যে, তুমি এদের কোনোটাকে আগে-ভাগে পরখ করে দেখতে পারবে না। উভয় ক্ষেত্রেই যার যার অভিজ্ঞতা প্রচণ্ড শক্তিশালী। তুমি কি মনে করো, গভীর নিদ্রামগ্নতার মাঝে মৃত্যুকে অনুভব করতে সক্ষম হবে? কয়েক মুহূর্তের যৌন-মিলনের সূত্র ধরে ভালোবাসার অনুভূতিকে তুমি কি বাজিয়ে দেখতে পারবে? আসলে, যে সমস্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রেমের অভিজ্ঞতা অর্জন করা যেতে পারে, তা অনেক উঁচুতে এবং সম্পূর্ণ ভিন্নতর পর্যায়ে বিদ্যমান।

তোমাকে আরেকটি উদাহরণ দিচ্ছি: মনে করো, প্যারাস্যুট থেকে লাফিয়ে পড়ার অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চাইছো তুমি। এই উদ্দেশ্যে যদি খুব উঁচু একটি গাছ অথবা আকাশচুম্বী কোন দালানকোঠা থেকে লাফিয়ে পড়ো, তাহলে চল্লিশ অথবা পঞ্চাশ ফুটের দূরত্বে প্যারাস্যুটটি খোলার আগেই তুমি মাটিতে পটকাবে এবং হয়তোবা পরিণামে তোমার ঘাড়খানাও মটকাবে। কোন দুর্ঘটনা ছাড়া প্যারাস্যুটটিকে খোলার পুরো সুযোগ দিয়ে যদি তুমি মাটিতে নামতে চাও, তাহলে কয়েক হাজার ফুট উপরে উঠে একখানা উড়োজাহাজ থেকে তোমাকে লাফ দিতে হবে। ভালোবাসার ব্যাপারটিও সেরকম। বিবাহের হাইফ্লাইটের অর্থাৎ, বিয়ের অবধারিত সত্যের বাইরে গিয়ে তুমি কখনো তা পরীক্ষা করে দেখতে পারবে না। কেবল তখনই প্রেমের বিস্ময়কর শক্তি তোমার বোধে উন্মোচিত হতে পারে। যৌন ইন্দ্রিয়সমূহ যে কারণে সৃষ্টি করা হয়েছে, কেবলমাত্র তখনই সেই যন্ত্রগুলি তাদের সঠিক কর্মক্ষমতা দেখাতে পারবে। একজন বিবাহিত লোকের জীবনে সম্পূর্ণ ভিন্ন মেজাজে যৌন-মিলন অনুষ্ঠিত হয়। এ ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো নেই, নেই কারো কাছে ধরা পড়ার ভয়, কারো মাধ্যমে প্রতারিত, পরিত্যক্ত অথবা সন্তান-সম্ভবা হবার ভীতিও এখানে নেই।

BanglaBook.org

এখানে রয়েছে তোমার হৃদয়কে উন্মুক্ত করার সীমাহীন অবসর, আরো আছে, ছোটখাটো ভুল-ভ্রান্তিকে উভয়ের অনুরাগ-সঞ্জাত ক্ষমার মাধ্যমে শোধরে নেয়ার মোক্ষম পরিবেশ। শুরুতে প্রায় সবার বেলাতেই টুক-টাক ঝামেলা স্বাভাবিক ভাবে হয়েই থাকে একজন সম্পন্ন ও পরিপূর্ণ মানুষের জীবনে।

ফ্রাঁসোয়িস এটা খুব ভালো কথা, তুমি নিজেকে বিয়ের জন্য প্রস্তুত করতে চাও। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তোমার যৌন ইন্দ্রিয়সমূহের কর্মক্ষমতা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন মনস্তাত্ত্বিক বিন্যাসের। অন্যভাবে বলা যায়, দুটি মন এবং দুটি হৃদয়ের অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎকারের বেশী প্রয়োজন। দৈহিক নানাবিধ অসুবিধার জন্যেই শুধু বিয়েতে যৌন সমস্যার উদ্ভব হবে এমন কোনো কথা নয়। হলেও বিয়ের আগে ডাক্তারি পরীক্ষার মাধ্যমে ওগুলো সারিয়ে তোলা যেতে পারে। মূল সমস্যা যা ওপরে উল্লেখ করেছি, সেটি হচ্ছে মনস্তাত্ত্বিক বিন্যাসের অভাব।

কোনো অর্কেস্ট্রাকে কখনো নির্ধারিত অনুষ্ঠানের আগেই সুরে বাঁধতে অথবা টিউনিং করতে শুনেছো? প্রথমে সানাই, পরে বেহালা, তার পরে আসবে বাঁশি। পরিচালক যদি ট্রাম্পেট এবং ড্রামগুলোকে আগেই সুরে বাঁধতে বসে যান, তাহলে ওগুলোর কানফাটা আওয়াজে সানাই, বেহালা আর বাঁশির সুর অবশ্যই ভেস্তে যাবে। বিয়ের অর্কেস্ট্রার বেলাতেও ঠিক তাই। হৃদয়ের ছোঁয়া পেলেই তবে মনের বীণায় সুর-লহরী বেজে উঠবে। ড্রাম আর সেক্সের ট্রাম্পেট না হয় পরেই শোনা যাবে।

মনস্তাত্ত্বিক বিন্যাস হচ্ছে সেই সুক্ষ্ম সুর-বাঁধন অথবা টিউনিং, যা তোমাকে শিখতে হবে। যদি তুমি নিজেকে বিয়ের জন্যে প্রস্তুত করতে চাও, এ জন্যে অবশ্যই প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। যে কোন মেয়ের সঙ্গে যৌনকর্মে লিপ্ত হয়ে এ ধরনের প্রশিক্ষণ তুমি নিজেকে দিতে পারছোনা, অধিকন্তু তোমার নিজের হৃদয়কে অসাড় করে ফেলছো। ড্রামের শব্দ যেভাবে বাঁশিকে চাপা দেয়, একই ভাবে তোমার অনুভূতিকে তুমি তিলে তিলে হত্যা করছো। যৌন ইন্দ্রিয়গুলোর অপূর্ণতাজনিত ভয়ের চেয়ে অপূর্ণ ভালোবাসার ভয় তোমার বেশী পাওয়া উচিৎ।

যদি তুমি শুধুমাত্র যৌন মিলনের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিয়ের প্রস্তুতি নিয়ে থাকো, তাহলে বলবো, বাহ্যিকভাবে ভালোবাসার একটি ধাপকে তুমি বড়জোর নকল করার চেষ্টা করছো; বলবো, যৌনমিলনের মহত্বকে তুমি মানবেতর এবং অনেকটা যান্ত্রিক পর্যায়ে ঠেলে দিচ্ছো। 'তুমি'-র মাঝে 'আমি'-র আত্মপ্রকাশের মতো অভিজ্ঞতা অবলোকনে ব্যর্থ হচ্ছো তোমার হৃদয়ের অসাড়ত্বের কারণে। এবং তুমি নিজেই বাধা দিচ্ছো, তোমারই ভাবী স্ত্রীর প্রাপ্য ভালোবাসার ক্ষমতাকে।

বিয়ের আগে যৌন উত্তেজনাপূর্ণ অভিজ্ঞতা তোমার মাঝে বহুগামিতার লালসাকে জাগিয়ে তুলতে পারে, এ কথাটি কি তুমি একবারও ভেবে দেখেছো?

BanglaBook.org

তুমি কি ভেবে দেখেছো, বৈচিত্রের স্বাদ গ্রহণের অভ্যেস তোমার ভবিষ্যৎ বিয়ের পরিকল্পনাকে নস্যাৎ করে দিতে পারে। তুমি এমন সব বদ অভ্যাসের দাসে পরিণত হবে, যার কবল থেকে মুক্তি পাওয়া কষ্টকর হয়ে দাঁড়াবেই শেষ পর্যন্ত। গুরুতর যৌনসংকটের মুখোমুখি হতে পারো তুমি। যেমন, পুরুষত্বহীনতা। তোমার বিবাহিত জীবনের সুখের বিরুদ্ধে চরম হুমকি হিসেবে এই একটিই যথেষ্ট।

যখন কারো বিবাহিত জীবনের চরম মুহূর্তে আমাকে আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা হিসেবে ডাকা হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মূল সমস্যাবলীর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে অতি সহজে আঁচ করতে আমি সক্ষম হই, কি ধরনের জীবন সেই দম্পতিরা বিয়ের পূর্বে যাপন করতো। যে পুরুষ বিয়ের আগে ইন্দ্রিয়সংযমী হতে শেখেনি, বিয়ের পরেও সে তা পারবেনা। অতএব বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই, তোমার ঘটনাটির সাথে বিয়ের একটি ঘনিষ্ট যোগ-সাজশ রয়েছে। কথাটিকে ঘুরিয়ে অন্যভাবে বলা যায়---তোমার ভাবী প্রীকে তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করছো, যদিও এখনও তুমি তাকে চেনো না। একই সঙ্গে তোমার ভবিষ্যতের সুখকে বিপন্ন করে তুলছো তুমি নিজেই।

প্রিয় ফ্রাঁসোয়িস, যুক্তি-তর্ক খাটিয়ে এই চিঠিতে উধৃত প্রত্যেকটি কথার মর্ম উপলব্ধি করার চেষ্টা করবে। কোনো আনন্দ লাভের সুযোগ থেকে আমি তোমাকে বঞ্চিত করতে চাইনা, বরং আমি চাই, তুমি নিরাপদ থাকো। জীবনের মধুরতম আনন্দ উপভোগের সেই মাহেন্দ্রক্ষণকে তুমি যেন নিজ হাতে ধ্বংস না করে বসো। কমলা লেবুর ফুল ছিঁড়ে ফেললে তার ফলের স্বাদ কখনো চেখে দেখতে পারবেনা। যখন আমি তোমায় 'ফুল ছিঁড়োনা' বলি, তোমার কাছ থেকে কিছু কেড়ে নেওয়ার জন্য বলিনা, বরং আরো সুস্বাদু একটি ফলের নিশ্চয়তা বিধানের জন্যেই বলি।

তোমার দেশীয় প্রবাদবাক্যের উত্তরে আমি কি আরেকটি প্রবাদবাক্য উচ্চারণ করতে পারি?

'বড় ধনী হওয়ার উদ্দেশ্যে, কোনো মানুষ মাঝে-মধ্যে নিজেকে অতিশয় দরিদ্র করে নেয়।

শুভেচ্ছান্তে,

ভ্রাতৃসম

ওয়াল্টার ট্রবিশ

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ফেব্রুয়ারি.....১০

পত্রক্রম ঃ পাঁচ

প্রিয় উপদেষ্টা,

আপনার গত চিঠি পড়তে বসে বাইবেলের একটি স্তবক মনে পড়লো। বহুবার শোনা এই চরণ, আপনার চিঠিখানা পড়ার সাথে সাথে যেন নতুন একটা অর্থ নিয়ে আমার কাছে ধরা দিলো---"ভালোবাসার সাথে ভয়ের কোন সম্পর্ক নেই। সত্যিকারের ভালোবাসা ভয়কে দূরে নিক্ষেপ করে। ভয় একজনকে শাস্তির উপযোগী করে তোলে। যে ভয় পায়, তার ভালোবাসাই অসম্পূর্ণ।"

সত্যি কথা বলতে কি, আমি আপনাকে মূল সত্যটা জানাতে ভয় পাচ্ছিলাম। সে রাতে মেয়েটির সাথে আসলে আমি খুব একটা আনন্দ পাইনি। যে ভয়ের কারণে সে রাতে এই কাজটি করেছিলাম, আপনার অবগতির জন্যে লিখছি । 'কটি দেশে প্রচুর পরিমাণে শুক্রকীট জমে থাকবার ভয়। মাঝে-মধ্যে স্বপ্নদোষ হয়ে থাকে। বন্ধুরা বলে, এ দোষের কবল থেকে পরিত্রাণ পাবার একটি মাত্র উপায় হলো, কোনো মেয়ের সাথে সহবাসে লিপ্ত হওয়া।' এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি?

বহুগামিতার বাসনা মনের মধ্যে জাগ্রত হতে না দেওয়ার জন্য আপনি আমাকে সাবধান করেছেন। একসাথে কয়েকজনকে ভালোবাসা কি সম্ভব নয়? বাইবেলের কোথাও বহুগামিতাকে নিষিদ্ধ করা হয়নি বলেই আমি জানি।

একান্ত গোপনীয় কিছু কথা এবারের চিঠিতে আপনাকে জানালাম। খুব বেশী আঘাত পেলেন কি? কি করবো বলুন? আপনি ছাড়া এমনতো কেউ নেই যে, এ ধরনের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করি। নিজের অভিভাবকদের সাথেও আলাপ করা যায়না। ডাক্তারি পরীক্ষার ব্যাপারে আমি খুব একটা আস্থাবান নই। কোনো সমস্যা নিয়ে বিশদ আলোচনা করার ব্যাপারে আমাদের চিকিৎসকরা তেমন উৎসাহ বোধ করেন না। আপনার ধৈর্যের জন্যে আবারো ধন্যবাদ।

আপনারই,

ফ্রাঁসোয়িস

BanglaBook.org

ফেব্রুয়ারি.....২০

পত্রক্রম ঃ ছয়

ভাই ফ্রাঁসোয়িস,

তোমার শেষ প্রশ্নের উত্তর দিয়েই আমার আজকের চিঠি শুরু করছি। একসঙ্গে কতিপয় মহিলাকে ভালোবাসা মোটেই সম্ভব নয়। সব কিছু নির্ভর করে ভালোবাসা নামক শব্দটি সম্পর্কে তোমার কি ধারণা, তার উপর; নয় কি?

কোনো মেয়ের সাথে বিছানায় যাওয়া, অথবা যৌনকর্মে লিপ্ত হবার নামই যদি ভালোবাসা হয়, তাহলে সেটা তোমার নিজস্ব চিন্তাধারা। 'সত্যিকারের ভালোবাসা' সম্পর্কে বাইবেলের চরণ থেকে তুমি যে উধৃতি দিয়েছো, তা পড়ে আমার মনে হয়েছে, তুমি তার অন্তর্নিহিত ভাব অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছো।

আমি নিশ্চিত যে, এই প্রবাদবাক্যটি তুমি জানো। 'যে হৃদয়ে রয়েছে কতিপয়ের স্থান, সেখানে শুধুমাত্র একজনের স্থান সংকুলান হয়না'। এটাই বাস্তব। মনস্তত্ত্ববিদ বালজ্যাক বলেছিলেন-"জীবনসঙ্গিনীকে একটানা ভালোবাসা অসম্ভব, একথা ঠিক নয়। এটা বিশ্বাস করলে ব্যাপারটা অনেকটা এরকম দাঁড়ায় যে, বহুবিধ যন্ত্রপাতি ছাড়া একজন সুরকার কোনো মধুর সঙ্গীতের জন্ম দিতে পারেন না।"

একটি মাত্র বাঁশির মাধ্যমে কি একটি মধুর সঙ্গীতের জন্ম দেওয়া যায় না !

শুধুমাত্র একজন মহিলার জীবনসঙ্গী হবার পূর্ণ দায়িত্ব তোমার পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব। ব্যাপারটি এর আগেও আমি তোমাকে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছি।

তুমি বলতে চাও যে, বাইবেলে বহুগামিতাকে নিষিদ্ধ করা হয়নি। এ সমস্যাটি নিয়ে বাইবেলে কি ভাবে আলোচনা করা হয়েছে, এ-নিয়ে বিশদ ব্যাখ্যায় পরে আসছি। খুব কম কথায় আপাতত এটুকু বলছি, -পুরাতন টেস্ট্যামেন্টে বহুগামিতাকে নিয়মবহির্ভূত এবং ব্যতিক্রম হিসেবে ধরা হয়েছে। নূহ্, ইসহাক, যোসেফ সকলেরই একজন করে স্ত্রী ছিলেন। মূলত. বহুগামিতার সূত্রপাত ঘটেছিল সন্তানহীনতাকে প্রেরণা যোগানোর উদ্দেশ্যে। বহুগামিতায় যে সমস্ত বিপদ ও অসুবিধা রয়েছে, বাইবেলে তা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন---বিদ্বেষ, দুঃখ এবং পক্ষপাতিত্ব। হিব্রু-- ভাষায় দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর অর্থ হচ্ছে -- প্রতিপক্ষ।

BanglaBook.org

বহুগামিতাকে শুধু নিষিদ্ধই করা হয়নি, এ সম্পর্কে আরো অনেক বলা হয়েছে। বাইবেলে বর্ণিত বিবাহের সংজ্ঞা অনুসারে আমরা অতি সহজে নির্ভুল একটি উপসংহারে উপনীত হতে পারি।

বাইবেল বলে--'অতঃপর একজন পুরুষ তার পিতা-মাতাকে ত্যাগ করে, এবং এককভাবে তার স্ত্রীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়। এভাবে দুজনে মিলে একাঙ্গ হয়ে যায়'। 'একাঙ্গ' শব্দটিকে একটি একক সত্তা হিসেবে বিশ্লেষণ করা চলে, অথবা আরো সুন্দরভাবে বলা চলে 'অভিন্ন মানুষ'।

বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রী আর দুজন থাকেনা, একজনেই পরিণত হয়। দুজন মানব-মানবীর মিলনে এই অভিন্ন সত্তার সৃষ্টি হয়। প্রয়োজনবোধে আবার দুজনকেই পৃথকভাবে চেনা যায়। এই বিবাহিত সত্তার দুটি প্রয়োজনীয় অংশ থাকে। একটি মাথা এবং অপরটি হৃৎপিণ্ড। পুরুষকে এই অভিন্ন সত্তার মাথা, আর স্ত্রীকে হৃৎপিণ্ড হিসেবে ধরে নেয়া যায়। দুজনের মিলনে গঠিত এই অভিন্ন সত্ত্বাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে মাথা এবং হৃৎপিণ্ড দুটি অঙ্গেরই বিশেষ প্রয়োজন। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটিকে বাঁচিয়ে রাখা অসম্ভব। আবার একটি সত্ত্বার দুটি মাথা এবং দুটি হৃৎপিণ্ড থাকাও সম্ভব নয়। অতএব, এখানে একটি হৃদয় এবং একটি মস্তিষ্ক থাকা অবশ্যই এবং অনিবার্যভাবেই দরকার। মোটামুটিভাবে ব্যাপারটি এখন এভাবে দাঁড়ালো যে, বহুগামি হলে, বিয়ে করার পরও তুমি আর তোমার স্ত্রী দু'জনে মিলে একটি অভিন্ন সত্ত্বার জন্ম দিতে পারছোনা। তোমাদের দুজনের মিলন স্রষ্টার ভাবমূর্তি রচনা করতে ব্যর্থ হচ্ছে। বিধাতা মানুষকে তার নিজস্ব সিদ্ধান্ত থেকে সৃষ্টি করেছেন।

"তিনি তার নিজস্ব প্রতিবিম্ব থেকে সৃষ্টি করেছেন পুরুষ এবং নারীকে।"

অতএব বহুগামিতা বিধাতার আনুকূল্য অর্জন করতে মোটেই সক্ষম নয়। বিধাতা বর্ণিত সত্যিকার ভালোবাসার প্রকৃতি এ ধরনের বিয়েতে প্রতিফলিত হয়না। শুধু একজনের সাথে দাম্পত্যবন্ধনই বিধাতাবর্ণিত সত্যিকার ভালোবাসার যথার্থতা ও সত্যতা ঘোষণা করে।

বন্ধুরা তোমাকে ডাহা মিথ্যা কথা বলেছে। সংযমী হবার ফলে এ যাবত কারো অসুখ হয়নি। স্বপ্নদোষ হওয়া কোন রোগের লক্ষণ নয় বরং স্বাভাবিকতার লক্ষণ। সৃষ্টির নিয়ম অনুযায়ী অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির হাত থেকে শরীর নিজেই নিজেকে ঠিক সময়ে মুক্ত করে নেয়। ব্যাপারটির পেছনে অস্বাভাবিক অথবা গোপনীয় কিছু নেই। একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝতে আর অসুবিধা হবে না।

অপরপক্ষে, যে কোনো মেয়ের সঙ্গে বিছানায় গেলে মারাত্মক ধরনের যৌন ব্যাধি অথবা নপুংসকতা অর্জন করার মতো বিপদের সম্মুখীন হওয়া বিচিত্র নয় ভাই।

বিয়ের আগে যৌন সম্ভোগ না করলে অসুখ হবার সম্ভাবনা রয়েছে বলে যারা তোমায় সাবধান করেছে, খোঁজ নিয়ে দেখো, তারা নিজেরাই সংযমী নয়।

BanglaBook.org

নিজেদের পক্ষে তাই ভিত্তিহীন একটি যুক্তি দাঁড় করানোর এটা একটা অপচেষ্টা মাত্র।

ফ্রাঁসোয়িস, তুমি নিশ্চিত জেনো, তোমার যেকোনো গোপন কথা, যে-কোনো ধরনের জিজ্ঞাসা আমাকে আঘাত দিতে পারবে না। আজকের পৃথিবীতে যেখানে কোনো যুবক তার অন্তরের জ্বালা বুকে নিয়ে অহরহ জ্বলছে, আমার হৃদয় সব সময়ই সেই জ্বলন্ত হৃদয়কে স্পর্শ করার প্রত্যাশায় প্রতিটি মুহূর্তে উন্মুখ হয়ে আছে। শুধুমাত্র তারা যদি তাদের হৃদয়কে উন্মুক্ত করার মতো এমন কাউকে খুঁজে পেতো, যিনি তাদের ঐ মুহূর্তে সাহায্য করতে পারতেন এবং সমস্যার অন্ধকার থেকে তুলে এনে সমাধানের আলোর পথে তাদের চলাফেরায় সহযোগিতা করতে পারতেন? তা হলে কিইনা হতো...?

বিধাতার সত্যিকার ভালোবাসার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি তোমাকে 'ধর্মের ভাই' বলে সম্বোধন করলাম। যাই ঘটুকনা কেন, তোমার এ ভাই তোমাকে অকৃত্রিম ভালোবাসাই দিয়ে যাবে।

তোমারই ভাই,

ট্রবিশ

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ফেব্রুয়ারি.....২৮

পত্রক্রম ঃ সাত

প্রিয় মহোদয়,

ক্রমবর্ধমান আনন্দ এবং নতুন সাহস বুকে নিয়ে এবারের চিঠিখানা লিখছি। এখন আর নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছেনা আগের মতো। পৌরুষকে জাহির করার জন্য আমি একটি কাণ্ড ঘটালাম, অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার, তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আপনি লিখলেন যে, এতে নানা রকমের জটিল রোগ ছাড়াও নপুংসক হবার প্রচুর আশঙ্কা রয়েছে। লুকোচুরি বাদ দিয়ে খুঁটিনাটিসহ আসল ঘটনাটি এবার তাহলে আপনাকে লিখতেই হয়।

সেই অশুভ দিনটির কথা আজো মনে পড়ে। এক বন্ধুর আমন্ত্রণে ওর মা-বাবাকে দেখতে যাচ্ছিলাম ওদের বাড়িতে। বন্ধুটিও সাথে ছিল। সন্ধ্যা তখন হয়-হয়। রাস্তায় যেতে যেতে ও আমার সঙ্গে ঠাট্টা মস্করা শুরু করলো, আমি নাকি মেনিমুখো। মেয়েদের সঙ্গে দহরম-মহরম না থাকলে নাকি পৌরুষটা জাহির হয় না। পৌঁছে দেখি ওর বোনটি ছাড়া বাড়িতে আর কেউ নেই। আলাপ-আলোচনার ফাঁকে বোনটি আমাদেরকে বিয়ার পরিবেশন করলো। হঠাৎ বন্ধুটি কোথায় যেন বেরিয়ে গেল। আমি আর মেয়েটি নির্জন ঘরে তখন একা হয়ে গেলাম। একসময় মেয়েটি আমাকে সহাস্যে আমন্ত্রণ জানালো। আমি তাকে প্রত্যাখ্যান করলাম। তখন সে আমাকে রং-তামাসার মাধ্যমে ফুসলানোর চেষ্টা করলো। এক পর্যায়ে সে আমাকে 'ডিসরাগ' বলে সম্বোধন করে বসলো। কোনো পুরুষকে ভীরু এবং কাপুরুষ বোঝানোর জন্যে এই শব্দটি আমাদের আঞ্চলিক ভাষায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

মহোদয়, সাদা চামড়ার মানুষ হিসেবে আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না, শব্দটি আমাদের সমাজের একজন পুরুষের পক্ষে কতটুকু অপমানজনক। শক্তির পরিচয় দিতে না পারলে সর্বত্র সে আমার নামে বদনাম রটাতোই।

অকপটে স্বীকার করছি, 'ভালোবাসার' যে অর্থ আপনি আমায় বুঝিয়েছেন, ঠিক সে অর্থে আমি তাকে ভালোবাসিনি। অন্তর থেকে সম্ভবত আমি তাকে

BanglaBook.org

ঘৃণাও করেছি। সমাজে হাস্যস্পদ এবং আজে বাজে গাল-গঞ্জনার খোরাক হবার ভয় থেকে মুক্তি পাবার জন্যেই মেয়েটির চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা ছাড়া আমার আর-কোনো গত্যন্তর ছিল না সেদিন।

মরদ হয়ে মরদের মতো কাজ দেখাতে না পারলে মরদের ইজ্জত কি কখনো পাওয়া যায়?

আপনারই বিশ্বস্ত,

ফ্রাঁসোয়িস

BanglaBook.org

মার্চ.....৬

পত্রক্রম ঃ আট

ভাই ফ্রাঁসোয়িস,

অবশেষে পুরো ঘটনাটি হুবহু জানিয়ে দেওয়াতে আমি ভীষণ আনন্দিত হয়েছি। দেখা যাচ্ছে, ঘটনাটি ঘটাতে তুমি যে কারণে তাড়িত হয়েছিলে, তার পেছনে ছিল না কোনো দৈহিক উদ্বিগ্নতা কিংবা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবার কোনো প্রকার সদিচ্ছা। মূলত পাড়া-পড়শি ও বন্ধু-বান্ধবের কাছে হাস্যস্পদ না হবার জন্যেই তুমি কাণ্ডটি ঘটিয়েছিলে। এতে আমারই লাভ হলো। তোমার শেষ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে আরো সহজ হয়ে এলো তাতে।

পুরুষের মতো আচরণ তুমি করোনি, আসলে আদত নপুংসকের মতোই আচরণ করেছো। প্রকৃত পুরুষ জানে সে কি চায়, তার সিদ্ধান্ত কি হবে, এবং এরই উপরে সে কাজ করে। তোমার ব্যক্তিত্বকে বর্জন করে যখন তুমি একটি মেয়ের কথায় চালিত হলে, এতেই প্রমাণিত হলো যে, তুমি একটি কাপুরুষের মতো কাজ করেছো। আমার ধারণা, যখন তুমি বিষয়টি নিয়ে ভাববে, নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে, গোটা গ্রামের কাছে হাস্য-পরিহাসের পাত্র হওয়ার চাইতেও মন্দ কাজটি করে বসে আছো তুমি নিজে। বন্ধুর বাড়িতে যাবার বেলায়ও পুরুষোচিত আচরণ দেখাতে ব্যর্থ হয়েছো তুমি।

এ জাতীয় ফাঁদের পরিণাম সম্পর্কে একজন প্রকৃত পুরুষের আগে-ভাগেই সচেতন হওয়া উচিৎ। পথিমধ্যে বন্ধুর কথাবার্তা শুনেই তোমার সন্দেহ করা উচিৎ ছিল। এ্যালকোহলের প্রভাব তোমার প্রতিরোধক্ষমতাকে অকেজো করে দিয়েছিল সেদিন। এরকম অবস্থায়-"যঃ পলায়তি, স জীবতি।" অর্থাৎ, যে পালাতে জানে সে বাঁচতে জানে। এ হেন পরিস্থিতিতে পালিয়ে যাওয়াটাই হচ্ছে সাচ্চা বাহাদুরির লক্ষণ।

পুরুষের মতো আচরণ তুমি দেখাতে পারোনি, আসলেই না। একজন প্রকৃত পুরুষ কারো হুকুমে যত্রতত্র নিজেকে জড়াতে পছন্দ করে না। সে নিজেই নিজের প্রভু।

একবার বেড়াতে বেরিয়ে আমরা একদল যুবক, হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে এক সময় স্বচ্ছ একটি ঝর্ণার কাছে যখন এসে থামলাম, দলনেতা তখন

BanglaBook.org

আমাদেরকে আধঘণ্টা যাবত পানি পান থেকে বিরত রাখলেন। আত্মসংযম শেখানোর উদ্দেশ্যে তিনি সেদিন এ কাজটি করেছিলেন।

প্রলোভন থেকে বাঁচার জন্যে নয়, নিজের আকাঙ্খাকে তোমার নিজস্ব খেয়ালের অধীনস্থ করা উচিৎ। নিজেকে নম্র-ভদ্র হিসেবে গড়ে তোলার এটি একটি উত্তম পন্থা। বিচক্ষণ একটি মেয়েকে উপভোগ করতে রাজি না হওয়ার জন্যে সে যদি তোমাকে অসম্মান করে, তাহলে তোমার বোঝা উচিৎ যে মেয়েটি ভালো নয় এবং সে তোমার জন্যে নয়। একটি মেয়ে তার অন্তর থেকে প্রকৃত একজন পুরুষকে পেতে চায়, এর চেয়ে মোটেই কম কিছু নয়।

পুরুষ-জীব হিসেবে নয়, সত্যিকারের পুরুষ হিসেবে যাতে নিজেকে প্রমাণ করতে পারো, সে জন্যে তোমাকে একটি উদাহরণ দিচ্ছি। যেমন, গাড়ি চালাতে গেলে তোমাকে প্রথমে শিখতে হবে, কিভাবে ব্রেইক এবং স্টিয়ারিং হুইল ব্যবহার করতে হয়। এক্সিলেটারের কাজ শেখা অনেক সহজ। ব্রেইক সম্পর্কে আরো একটি জিনিষ জানা তোমার বিশেষ প্রয়োজন। ব্রেইক চেপে রাখার মধ্যে নয়, বরং সময় মতো নিয়ন্ত্রণ করতে পারার মধ্যেই সত্যিকারের পৌরুষের লক্ষণ নিহিত। সমগ্র বিবাহিত জীবনে আত্মনিয়ন্ত্রণের এই কৌশল তোমার অনেক কাজে লাগবে। উদাহরণস্বরূপ, তোমার স্ত্রীর অসুখের সময়, অসুবিধার সময় অথবা এমন কোনো সময়, যখন দুজনের মধ্যকার কোনো একজনকে প্রয়োজনের খাতিরে দূরে থাকতে হয়; দাম্পত্যজীবনে ব্রেইকের প্রয়োজন এখানেই; নয় কি?

তুমি হয়তো এখন বলবে, প্রকৃত পুরুষ হতে পারা ভীষণ কঠিন। যৌবনের বিকাশের মুহূর্তে সম্পূর্ণ নুতন এই শক্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা মারাত্মক কঠিন কাজ। অনেকটা যুদ্ধের মতো। সর্বোপরি হাজারো প্রলোভনের বিপক্ষে দাঁড়ানোর এই প্রচেষ্টা, নিজের কামনা-বাসনাকে নিজেরই মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বড়ই কঠিন। প্রলুব্ধ হবার মুহূর্ত যখন তোমার সামনে আসে, তখন এ কথাটি মনে রাখার চেষ্টা করবে। মানব-মানবীর পবিত্র বন্ধনের একটি মাধ্যম হিসেবে, যৌন আকাঙ্খার মতো বিরাট একটি সৃজনশীল শক্তি আমাদেরকে প্রদান করা হয়েছে। নিজে একা এই বাসনাকে চরিতার্থ করার মানে এই পবিত্র উপহারকে তিরস্কার করা ছাড়া আর কিছু নয়। এ হেন প্রবৃত্তি তোমার মাঝে আত্মকেন্দ্রিক মনোভাবের জন্ম দেবে। দু-জনে একত্রে যে ফল ভাগ করে খাবার কথা, তুমি শুধু একাই উপভোগ করতে চাওয়াটা সঙ্গত হয় কি? এ কারণে তুমি তোমার মাঝে সীমাবদ্ধ হতে শুরু করবে; অথচ দয়িতের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ উজাড় করাই হচ্ছে প্রকৃত ভালোবাসার ধর্ম। তুমি যদি একাই তোমার কামনা-বাসনাকে চরিতার্থ করতে চাও, তাহলে পরাজয়, লজ্জা, আর গভীর শূন্যতার মাঝে নিজেকে একসময় আবিষ্কার করবে।

BanglaBook.org

এতদসত্ত্বেও পরাজিত হয়ে গেলে, এর জন্য নিজেকে মারাত্মক একজন অপরাধী, অস্বাভাবিক অথবা বিপথগামী মনে করার কোনো কারণ নেই। এটাকে তোমার জীবনের মারাত্মক ট্রাজেডি ভাবাও উচিৎ নয়। জানো, নিজেকে নিজের মতামতের সম্পূর্ণ মালিক হিসেবে দাঁড় না করানো পর্যন্ত এ যুদ্ধে জেতা বড়ই কঠিন। মানুষের দেহ বিধাতার অমূল্য উপহার। জ্ঞান, বুদ্ধি এবং মেধার মতো যৌন-ক্ষমতাও মানুষের কাছে বিধাতার পবিত্র আমানত। আমার সময় ও সম্পদ আমারই, আপনজনের মধ্যে তা ব্যয় করা উচিৎ---এ ভাবে ভাবতে শিখলে দেখবে, স-ব কিছু ধীরে ধীরে সহজ হয়ে আসবে। তোমার আত্মসংযমের মাত্রা যতো বেশি হবে, হৃদয় দিয়ে ভালোবাসার সামর্থ্য ঠিক তত বেশি বৃদ্ধিই পাবে।

ক্ষণিকের ইশারা, মধুর একটি কণ্ঠস্বর, এক চিলতে মুচকি হাসি, ভালোবাসার ক্ষমতাকে কতটুকু জাগিয়ে তুলতে পারে, তা উপলব্ধি করতে শিখবে। অত্যন্ত মৃদু, অনুচ্চ একটি মধুর সঙ্গীতের নাম ভালোবাসা। এই মনোরম সঙ্গীত শোনার জন্যে তোমাকে প্রচুর অনুশীলন করতে হবে। ড্রামের কান-ফাটানো হৈ-চৈ কে যত বেশি সুরে বাঁধবে, ঠিক তত বেশি করে সেই মনোরম সঙ্গীত তোমার শ্রবণ শক্তির আওতায় আসবে।

যৌন-সংযম অনেকটা হ্যারিকেনের মতো। সলতেটাকে তুমি নিয়ন্ত্রণে না রাখতে পারলে আগুনের শিখা অনেক উঁচু হয়ে যাবে, তখন ধোঁয়া এসে সমস্ত চিমনিকে অন্ধকার করে ফেলবে। যার ফলে এই বাতি তখন আর কোনো আলো দিতে পারবেনা। পরিমিত আলো পেতে হলে সলতেটাকে সঠিক ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা শিখতে হবেই।

দক্ষতার অনুপস্থিতিতে কোন শিল্পই বিমূর্ত হয়ে ওঠেনা। ভালোবাসাও একটি শিল্প, অতএব তা শিখতে হলে দক্ষতা অবশ্যই অর্জন করতে হবে। সকল দক্ষতাই শিখে নিতে হয়, কোন দক্ষতা তার নিজস্ব নিয়ম শৃংখলার বাইরে শেখা যায় না এবং তা সম্ভবও নয়।

তোমার যৌন ক্ষমতাকে ব্যবহার করার সেই বিশেষ মুহূর্ত আসার পূর্ব পর্যন্ত নিজেকে সৃজনশীল কিছু সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে নিবেদিত করার একটি মোক্ষম সুযোগ রয়েছে তোমার হাতে। ছবি আঁকা শিখতে পারো, লিখতে পারো, এমনকি সঙ্গীত সাধনাতেও মগ্ন হতে পারো। যে সকল বন্ধুরা তোমার কামনার বৃত্তিকে সুড়সুড়ি দিয়ে জাগিয়ে তুলতে চায়, দেখবে তারা আর পাত্তা পাবেনা তোমার কাছে। যে কাজে আনন্দ পাও, নিমগ্ন হয়ে পড়ো। তোমার সবচেয়ে প্রিয় হবি বা সখের প্রতি মনোযোগী হতে পারো। বিশেষ কোনো কারিগরি দক্ষতা অর্জনে মনোনিবেশ করলে কেমন হয়? কোনো বাদ্যযন্ত্র শেখার চেষ্টা করে দেখতে পারো। গ্রামের বাড়িতে অথবা বাইরে কোথাও কিছুদিনের জন্যে বেড়িয়ে আসতেই-বা দোষ কি? গঠনমূলক অথবা সৃজনশীল কোনো কর্মকাণ্ডের

BanglaBook.org

পেছনে তোমার পৌরুষদীপ্ত ক্ষমতাকে যথাযথ ব্যবহার করার মাধ্যমে তোমার কামনার প্রবৃত্তি সমূহকে ভিন্ন ছাঁচে ঢেলে সাজাতে পারবে তাহলে।

সবচেয়ে বড় কথা--এ যুদ্ধে, একা অবতীর্ণ হওয়া মোটেই সমীচীন নয়। তোমার বন্ধু হিসেবে এ মুহূর্তে পাশে এসে দাঁড়াতে পারলে খুব খুশী হতে পারতাম আমি। মনে রেখো, যে কোনো বিপদে সর্বশক্তিমান স্রষ্টাই হচ্ছেন তোমার সবচেয়ে বড় বন্ধু।

মানুষের কাছে হাস্যস্পদ হবার যে ভয় তোমাকে পীড়িত করেছে, পরিশেষে এ ব্যাপারে দুএকটি কথা উল্লেখ না করে পারছিনা। তোমার প্রভু যীশুকেও একদিন হাসির পাত্র হতে হয়েছিল। সেদিন ওরা তাঁর মুখে থুতু ছিটিয়েছিল। সামান্য একটি মেয়ের কাছে হাস্যস্পদ হবার ভয়ে নিজেকে এতো দুর্বল ভাবছো কেন তাহলে?

বিধাতার পক্ষ থেকে যীশুই একমাত্র তোমাকে প্রকৃত পুরুষ হিসেবে তৈরী করতে পারেন।

ধন্যবাদান্তে,

তোমারই

ট্রবিশ

BanglaBook.org

মার্চ.....১২

পত্রক্রম ঃ নয়

মহোদয়,

একদম চোখে আঙুল দিয়ে গত চিঠিতে আপনি আমায় আঘাত করেছেন। হয়তো, আমি মেয়েটির অবজ্ঞাকে সবচেয়ে বেশি ভয় পেয়েছিলাম।

পক্ষান্তরে মেয়েদের শারীরিক গঠন প্রণালী সম্পর্কে জানা বিশেষ প্রয়োজন বলে এখনো আমি মনে করি। মেয়েদের সম্পর্কে আমাদের সমাজে একটি কথা প্রায়ই শোনা যায়:– 'ওদের শরীরে পানি' থাকে। অনুরূপ মেয়েদের সাথে স্বাভাবিক যৌন-মিলন কখনো নাকি সম্ভব হয় না। বিয়ের আগে এ বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে চাইলে পাপ হবার তো কোনো কথা নয়? মেয়েটির জন্যেও এটা একটা মোক্ষম সুযোগ নয় কি? এতে মেয়েটিও একটি প্রীতিময় অভিজ্ঞতার সুযোগ লাভ করছে। আমাদের দেশীয় একটি প্রবাদবাক্য লিখছি–'যে সকল মেয়েদের শরীরে পানি থাকে, ওরা কদাচিৎ সন্তান প্রসব করার ক্ষমতা অর্জন করে।'

একজন পুরুষের কি জানা উচিৎ নয়, মেয়েটির সন্তান প্রসব করার মতো ক্ষমতা আছে কি না? তাতে অন্তত পুরুষটি দ্বিতীয় বিবাহের প্রতি আকৃষ্ট হবে না।

আপনি আমার প্রকৃত বন্ধু হবার আকাঙ্খা প্রকাশ করাতেই, ধানাই-পানাই না করে সরাসরি আমার মনের কথা আপনাকে ব্যক্ত করার সাহস পেলাম।

আপনারই স্নেহধন্য,

ফ্রাঁসোয়িস

BanglaBook.org

মার্চ.....১৮

পত্রক্রম ঃ দশ

প্রিয় বন্ধু,

অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্নের অবতারণা করেছ তুমি বিগত চিঠিতে। মারাত্মক স্পষ্ট এবং পরিচ্ছন্নভাবে মনের ভাব ব্যক্ত করাতে আবারো তোমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার আজকের উত্তর শুরু করছি। তোমার প্রশ্নমালা আমার ব্যক্তিগত চিন্তাশক্তিকে পরিশোধন করার পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে।

হ্যাঁ বন্ধু, আমি জানি মেয়েলি যৌনাঙ্গের গঠনপ্রণালীর উপর দাম্পত্য-জীবনের সুখ অনেকটা নির্ভরশীল বলে কেউ-কেউ মনে করে থাকেন। শুরুতে তোমার অবশ্যই জানা উচিৎ যে, একটি শরীর শুধুমাত্র কয়েক টুকরা হাড়ের সমষ্টি নয়, বরং অসংখ্য কোমল কোষ এবং নমনীয় ইন্দ্রিয়সমূহের উপস্থিতি রয়েছে এখানে। দাম্পত্যজীবনের শুরু হবার পর ধীরে ধীরে প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুবিন্যস্ত হতে শুরু করে। যৌন বিষয়ে পরীক্ষাদি চালিয়ে মেয়েদের দৈহিক গঠনতন্ত্র সম্পর্কে তুমি যতটুকু জ্ঞানার্জন করতে সক্ষম হবে, তার চেয়ে অনেক বেশী জানতে পারবে এতদসংক্রান্ত পত্র-পত্রিকা ঘেঁটে। বিশেষ কোনো শারীরিক অস্বাভাবিকতা থাকলে, এমনিতেই ডাক্তারি পরীক্ষা ছাড়া সারিয়ে তোলা সম্ভব নয়।

মেয়েদের শরীরে জলের অস্তিত্বের গূঢ় রহস্যটিও অনুরূপ। আমি নিজে কিছুই ভাবতে পারিনি এখনো এ ব্যাপারে। তোমার অবগতির জন্য লিখছি, এ যাবত কোনো পুরুষ এ ধরনের মহিলার সাক্ষাৎ পেয়েছে বলে আমার জানা নেই। যারা দীর্ঘকাল তোমার এলাকায় কাজ করেছেন এরকম অনেক ইউরোপিয়ান এবং আফ্রিকান ডাক্তারদের সাথে আমি ব্যাপারটি নিয়ে অনেক শলা-পরামর্শ করেছি। অদ্যাবধি এধরনের সমস্যা নিয়ে তাদের কাছে কেউ আসেনি বলে তারা সকলেই আমাকে জানিয়েছে।

যাহোক, যেকোনো মেয়ের সাথে বিছানায় গিয়ে তাদের শারীরিক গঠনপ্রণালী সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হতে পারার ভাবটি আসলে বোকামী ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং একটি মেয়েকে পাল্লায় বসিয়ে পৃথিবীর তাবৎ মেয়েজাতকে ওজন করা তোমার পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। সকল প্রাণী অদ্বিতীয়। একজন

BanglaBook.org

মানুষের সাথে পৃথিবীর দ্বিতীয় কোনো মানুষের মিল নেই। একটি মেয়ের সঙ্গে পাঁচ মিনিট ঝোপের আড়ালে কাটিয়ে এসে তার মন এবং তার হৃদয় সম্পর্কে কোনো কিছু জানা সম্ভব নয়। বড়জোর তার শরীর সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান আহরণ করতে পারো তুমি।

একটি বিশাল শব্দের নাম হচ্ছে 'জানা'। ঘনিষ্ঠভাবে কাউকে জানার মানে, তাকে ভালোবাসা, সম্মান করা এবং তার প্রতি যত্নশীল হওয়াকে বোঝায়, সে পুরুষ অথবা মহিলা যে-ই হোক না কেন। বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত সৃষ্টিতত্ত্ব নামক গ্রন্থ 'জেনেসিস'--জানা শব্দটিকে এভাবে ব্যবহার করেছে-"এ্যাডাম জানলেন ঈভকে তাঁর স্ত্রী রূপে।" একজন মহিলার স্বরূপ উদঘাটন করা অথবা মহিলারা দেখতে কেমন, এ ভাবে তোমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। শুধুমাত্র তোমার স্ত্রীকে জানতে পারো তুমি; যেখানে যৌন কার্যকলাপ ভালোবাসাকে প্রকাশ করার একটি পবিত্র পন্থা। শুধুমাত্র সেই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই একটি মেয়েকে জানতে পারো তুমি, অর্থাৎ বিয়ের পিঁড়িতে বসার পর। এরপরেও কি বিয়ের ঝুঁকি নিতে চাও? একটি সীমারেখা পর্যন্ত বিয়েটা একটা ঝুঁকিই বটে। অন্যথায় তা একঘেঁয়েমির কারণ হয়ে দাঁড়াতো। তবে যতটা ঝুঁকির ভয় তুমি করছো, আসলে ততটা ভয়ের কোনো কারণ নেই। ভালোবাসা যেখানে তার অলৌকিক শক্তি প্রদর্শনের জন্য রয়েছে, সেখানে ভয়ের কি আছে? তোমার সঙ্গে যৌন মিলনের মাধ্যমে একটি মেয়ে তার দৈহিক কর্মক্ষমতাকে পরীক্ষা করিয়ে নেবার সুযোগ পাচ্ছে মনে করাটাও বিরাট ভুল। পক্ষান্তরে সেই বিশেষ মুহূর্তের যৌন অভিজ্ঞতা মেয়েটির হৃদয়ে কি ধরনের প্রভাব বিস্তার করেছে, সে সম্পর্কে তুমি মোটেই অভিজ্ঞ নও। একটি মেয়ে তার হৃদয় এবং আত্মার অভিব্যক্তিকে নিজস্ব শারীরিক অনুভূতি থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন করতে পারে না। পুরুষেরা কিছুটা পেরে থাকে। মেয়েরা ভীষণ আবেগপ্রবণ হয় এবং প্রথম পুরুষের কাছে নিজেকে সমর্পণ করার স্মৃতিকে সর্বক্ষণ তার মনের গভীরে লালন করে। পরবর্তীতে সেই পুরুষকে প্রচণ্ড ঘৃণা করলেও মন থেকে তাকে সম্পূর্ণ ঝেড়ে ফেলতে পারে না। পরিণামে একান্ত ভালোবাসার মানুষকে বিয়ে করলেও প্রথম দিনের স্মৃতি, তাদের বুকের গভীরে থেকেই যায়। বাস্তবে একজন যুবকও তার প্রথম ঘটনার মেয়েটিকে নির্দিষ্ট সীমানা পর্যন্ত মনে রাখে।

প্রচণ্ড আবেগের বশবর্তী হওয়ার কারণে অধিকাংশ সময়ে একটি মেয়ে কি ধরনের ঝুঁকি নিচ্ছে সেটা তার মন থেকে বিশ্লেষণ করে উঠতে পারে না। তাই মেয়েটির সৌজন্যে ব্যাপারটি জেনে রাখা পুরুষের উপরই নির্ভর করে।

সেকেলে লোকদের মতো অনুদার মনোবৃত্তির অধীনস্থ না হয়ে বরং বিয়ের পূর্বে একটি মেয়ের বিশুদ্ধতাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার গুরুত্ব কতটুকু, তা ভাবতে শেখো, দেখবে ধীরে ধীরে সব কিছু বুঝতে শুরু করেছো। মেয়েদের সত্যিকার প্রকৃতি এটাই দাবি করে। অতএব একটি মেয়ের সঙ্গে পরিচয়ের প্রথম মুহূর্ত

BanglaBook.org

থেকে বিরাট এক দায়িত্ব তোমাকে পালন করতে হবে। হুট করে তোমার কাছে নিজেকে আত্মসমর্পণ করতে চাইলে, এমনকি নিজে আগ্রহী ভূমিকা পালন করলেও, পরিণামে কি মারাত্মক পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে, অবশ্যই তোমার তা গভীর ভাবে অনুধাবন করা উচিৎ। অনুরূপ সচেতনতা তোমার কামনা-বাসনাকে, বাগে আনার কাজকে সহজতর করে তুলবে। প্রিয় বন্ধু, রমণীসেবার এই অদ্ভুত মনোভঙ্গির মাধ্যমে সত্যিই কি তুমি মেয়েটির কোনো উপকারে আসতে পারছো?

"তুমি ব্যভিচার করবে না"- শাস্ত্রের এই বিধানকে লংঘন করলে কি না, বিবেচনায় না এনে বরং এসো, খৃষ্টের এই আদেশকে আমরা অনুসরণ করার চেষ্টা করি-"প্রতিবেশীকে তোমার নিজের মতো ভালোবাসবে।" প্রাকবৈবাহিক সম্পর্কে প্রতিবেশীকে ভালোবাসার পরিবর্তে তাদের আঘাত করার সমতুল্য হয়ে দাঁড়াতে পারে। যীশুর এই সর্বোচ্চ আদেশ তোমাকে এ জাতীয় কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকতে যথেষ্ট সাহায্য করবে আশা করি।

তোমারই–

ট্রবিশ

BanglaBook.org

মার্চ.....২৬

পত্রক্রম ঃ এগারো

প্রিয় উপদেষ্টা,

বিগত চিঠিতে আপনি আমাকে সম্পূর্ণ নুতন কথা শুনিয়েছেন। একটি মেয়ের আমন্ত্রণে তাকে উপভোগ করতে গিয়ে দেখছি এখন বিরাট একটি অন্যায় কাজ করে ফেলেছি। কথাটি কস্মিনকালেও এভাবে আমার মাথায় ঢোকেনি। ধারণা মোতাবেক বরং আমি তাকে সন্তুষ্ট করেছিলাম।

কিছু বন্ধু-বান্ধবের সাথে ব্যাপারটি নিয়ে ইতিমধ্যে শলা-পরামর্শ করেছি। ওদের চিন্তাধারা একটু অন্য রকম। তাদের ভাষ্য অনুযায়ী -অভিজ্ঞতা গ্রহণের খাতিরে অন্তত মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করা উচিৎ। সোজা কথায়, ইতিমধ্যে যে মেয়েটি 'ভ্রষ্টা' হিসেবে পরিচিত হয়ে গিয়েছে, অর্থাৎ, আমার মাধ্যমে যার নতুন কোন ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই, সে-রকম মেয়েদের সাথে।

উপরিউক্ত যুক্তিটি সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?

আমি জানার জন্যে ভীষণ আগ্রহী।

বন্ধ্যা স্ত্রীলোকসম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তরটি আজো পাইনি। একজন মহিলার গর্ভধারণের ক্ষমতা আছে কি না?

বিয়ের আগে আপনার কি তা খোঁজ নেয়া উচিৎ নয়? এতে অন্তত পরবর্তীকালে সন্তান লাভের আশায় একজন পুরুষকে দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহের কল্পনা থেকে রক্ষা করবে। সন্তানহীন বিবাহ অবশ্যই অর্থবহ নয়। আপনি কি মনে করেন?

আপনারই–

ফ্রাঁসোয়িস

BanglaBook.org

মার্চ.....৩০

পত্রক্রম ঃ বারো

আমার প্রিয় ফ্রাঁসোয়িস,

গত চিঠির আগের চিঠিতে সন্তানহীন দাম্পত্য জীবনের উপর তুমি যে প্রশ্নটি করেছিলে, বেখেয়ালবশত সেটির উত্তর তোমাকে দেওয়া হয়নি। এ জন্যে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। আজকের চিঠিতে প্রথমেই তোমার বন্ধু-বান্ধবের বাক-বিতণ্ডার ওপর আলোকপাত করতে চাই।

এমন কোনো মেয়ের সঙ্গে যদি তুমি সম্পর্ক স্থাপন করো, যার অন্তরে বিয়ে সম্পর্কে আদৌ কোনো পরিকল্পনা নেই, তাহলে ধরে নিতে পারো, সঙ্গী নির্বাচনে গোড়াতেই তুমি ভুল করে বসে আছো।

আলেকজান্ডার ডুমাস বলেছেন, "তোমার সমতুল্য কোনো মেয়ের যৌন অভিজ্ঞতায় অংশ নিলে, তুমি মেয়েটির ক্ষতি করছো, আর তোমার অযোগ্য কারো সাথে এ ব্যাপারে নিজেকে জড়ালে, ধরে নিও, সে তোমার ক্ষতি করছে।"

প্রাকবৈবাহিক যৌন-সম্ভোগ তোমাদের আফ্রিকায় এককালে মারাত্মক শাস্তি-যোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচ্য ছিল বলে শুনেছি। সমস্যাটির স্বরূপ সম্পর্কে তোমার পূ-পুরুষদের সঠিক ধারণা দেখে আমি বিস্মিত হচ্ছি। তোমার কি মনে হয় তাদের চিন্তাধারা ভুল ছিল?

যা হোক, হতেও পারে। কিন্তু স্রষ্টার পছন্দ কখনো অযৌক্তিক হয় না। তিনি তোমার চেয়ে ভালোই জানেন, কিসে তুমি সুখী হবে? স্ত্রী ছাড়া অন্য কোনো মহিলাকে তিনি জানতে নিষেধ করেন, তোমাকে ঠকবার জন্যে নয় কিন্তু।

সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার কি জানো? আমার জানা মতে প্রতিটি যুবকই চায় কুমারী মেয়েকে বিয়ে করতে। পক্ষান্তরে, নিজেরা অন্যত্র এর স্বাদ পরখ করে নেবার বেলায় একপায়ে খাড়া। কে জানে, হয়তো তখন সে অন্য কারোর বাগদত্তাকে নষ্ট করছে? তার ভালোবাসার মানুষের সাথে একই ব্যবহার করা কি উচিৎ নয়? বিষয়টি কতটুকু পরস্পরবিরোধী, তুমি কি বুঝতে পারছো না?

আলোচনাটি আমাদেরকে সন্তানহীন দাম্পত্য-জীবন সম্পর্কিত তোমার সেই প্রশ্নটির দিকেই এবার এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সমস্যাটি বিচার-বিবেচনাহীন যৌন-

BanglaBook.org

সম্ভোগের সাথে ঘনিষ্টভাবে জড়িত। আফ্রিকাতে বন্ধ্যা দম্পতির সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে উঠছে দেখে আমি মাঝে-মধ্যে আশ্চর্য হই, এমনকি জন্মদানে অক্ষম অনেক পুরুষও রয়েছে এদের মাঝে। ডাক্তারদের অভিমত হলো, প্রাক-বৈবাহিক বিশৃংখল যৌনজীবনই এই সমস্যার প্রধান কারণ। এ ধরনের অভ্যাস যৌনব্যাধির বিস্তারকে মারাত্মকভাবে উৎসাহিত করে। ডাক্তারদের ভাষ্য অনুযায়ী এটাই হচ্ছে বন্ধ্যাত্বের সার্বজনীন কারণ। বিয়ের আগে এ ধরনের যৌনপরীক্ষার কারণে অনেক মেয়ে কোনোদিন মা হতে পারবে না, অনেক পুরুষ চিরদিনের জন্য সন্তানের মুখ দেখা থেকে নিজেকেও বঞ্চিত করবে।

এ প্রসঙ্গে আমি কিছু কথা তোমাকে জানাতে চাই। আমার এই কথাগুলো তোমাদের সমাজে ব্যাপকভাবে পরিচিত নয়। সাধারণত মেয়েদের ভ্রূণকোষ থেকে যখনই ডিম্বানু নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়, তখনই একটি শিশুর জন্ম হয়।

একটি মেয়ের পরবর্তী রজঃস্রাবের চৌদ্দ থেকে উনিশ দিনের মধ্যবর্তী সময়ে প্রক্রিয়াটি সচরাচর ঘটে থাকে। অতএব গর্ভধারণের জন্যে শুভ দিনটি বাছাই করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এতদসত্ত্বেও তোমাকে আরেকটি কথা জেনে রাখতে হবে। একজন মহিলার সঙ্গে আরেকজনের কোনো মিলই নেই, সুতরাং শুধুমাত্র নিজের স্ত্রীর বেলাতেই তুমি দিনটি খুঁজে বের করতে সক্ষম হবে, তাও আবার দাম্পত্য জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকেই শিখে নিতে হবে। এখানে বিয়ের পূর্বের পরীক্ষাদি কোনো কাজে আসছে না বন্ধু।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের সর্বাধুনিক দক্ষতা এবং মানবদেহ সম্পর্কে আবিস্কৃত সমগ্র জ্ঞানভাণ্ডার উজাড় করে ঢেলে দেওয়ার পরেও একটি নবজাতকের পদার্পনকে এখনও আমরা বিধাতার এক অমূল্য উপহার হিসেবে গ্রহণ করে চলেছি। যে দম্পতি বিধাতার এই অমূল্য উপহার থেকে বঞ্চিত, তাদেরকে বুঝতে হবে, সন্তান লাভই বিবাহের মূল আদর্শ নয়। বাইবেলের মতে, "স্বামী-স্ত্রী দু-জনের মিলনে গঠিত এই অভিন্ন সত্তা একটি পরিকল্পনার চূড়ান্ত বাস্তবায়ন।" আমার বিশ্বাস, তুমি লক্ষ্য করে থাকবে, মাঝে-মধ্যে এরকম দম্পতিকে দিয়ে বিধাতা এমন সব মহান কাজ করিয়ে নেন, যা করার মতো সময় তারা মোটেই হয়তো পেতেন না, সন্তান-সন্ততি থাকলে।

যদি কোনোদিন নিজেকে তুমি এ ধরনের সমস্যার মধ্যে আবিষ্কার করো, তখন না হয় বিষয়টি নিয়ে আবার আলোচনা করা যাবে; আপাতত এটুকু বুঝতে পারলেই তোমার জন্যে যথেষ্ট। মা না হতে পারার অপরাধে স্বামীরা তালাক দেবে, এই ভয়ে তোমাদের মেয়েরা ভীষণ ভীত থাকে। বন্ধ্যা হবার এই মারাত্মক 'ভয়' ই একটি মেয়ের বন্ধ্যাত্বের মূল কারণ হবার পক্ষে যথেষ্ট। সে জন্যে তোমার বাগদত্তার অন্তরে কোন সন্দেহ ঢোকার প্রশ্রয় দিও না। তাকে নিশ্চিত জানতে দাও, তুমি তাকে ভালোবাসো, ঠিক যেমনটি সে তোমাকে ভালোবাসে, পরিণামে সে তোমাকে কোনো সন্তান উপহার দিতে পারুক অথবা না-ই পারুক, তাতে কিছু যায় আসে না।

BanglaBook.org

বিবাহ-উৎসবের দিনে স্রষ্টাকে হাজির-নাজির রেখে স্ত্রীর প্রতি তোমাকে এই অঙ্গীকার করতে হবে ঃ...

"আমি অঙ্গীকার করছি, তোমাকে ভালোবাসবো এবং প্রফুল্ল রাখবো। তোমাকে সম্মান ও পালন করবো, সুস্বাস্থ্যে, অসুখে-বিসুখে, দু-জনে যতদি.....ন.....বেঁচে থাকবো। সবাইকে ছেড়ে শুধুমাত্র তোমাকেই লালন করবো।"

তোমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হবে, উপযুক্ত জীবন-সঙ্গিনী খুঁজে বের করা। বিধাতা তোমায় পথ প্রদর্শন করুন।

শুভেচ্ছান্তে-

তোমারই অকৃত্রিম বঃ

ট্রবি

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

এপ্রিল.....৪

পত্রক্রম ঃ তেরো

আমার প্রিয় উপদেষ্টা,

এর আগে কেউ কোনোদিন কথাটি আমায় কেন বলেনি? এমনকি আমার অভিভাবক, অথবা আফ্রিকান ধর্মযাজকদের সাথে বিষয়টি নিয়ে আমি নিজে কখনো আলোচনা করিনি। যতটুকু মনে পড়ে, আমার বয়স তখন দশ, আফ্রিকান একজন মিশনারী ব্যভিচার সম্পর্কে সারগর্ভ একটি ভাষন দানকালে বিষয়টির ওপর আলোকপাত করেছিলেন। আমার মনে তখন অসংখ্য প্রশ্ন দেখা দেয়, কিন্তু এ-ব্যাপারে আমার বাবার সাথে আলোচনা করতে গিয়ে উল্টো তার হাতের মার খেতে হয়েছিল আমাকে সেদিন।

এখন আমি একজন অপরাধী। চার্চের বিধান মোতাবেক, নিয়মানুবর্তিতার অধীনে দিন যাপন করছি। আমার অপরাধ কি, এ প্রশ্নটির উত্তর দেবার প্রয়োজনও কেউ মনে করছেনা আমার কাছে। ছমাস চার্চের সংযুক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার পর আমার শাস্তির মেয়াদ যখন ফুরাবে, তখন কি সব কিছু আগের মতোই ঠিক-ঠাক হয়ে যাবে? আমি কি ধরে নেবো, বিধাতা আমার সব অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন? ইদানিং আরেকটি প্রশ্ন বার বার উঁকি দিচ্ছে মনে। মনে হয় এখন আমি বুঝতে শুরু করেছি যে, কোনো মেয়ের সাথে কিছু সময়ের পরিচয়, একটি মেয়েকে জানার ব্যাপারে বিশেষ কোনো কাজে আসছে না, কিংবা এধরনের পরিচয় মেয়েজাত সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো ধ্যান-ধারণা দিতে পারছে না আমাকে। কিন্ত মহোদয়, বিয়ের আগেই তো আপনাকে পছন্দ করতে হবে। পরিচিত না হয়ে আপনি কাউকে পছন্দ করবেন কি ভাবে? কোথায়.....?

কি ভাবে মেয়েদের সাথে পরিচিত হতে পারি? কোথায় কোথায় যাওয়া ঠিক হবে কিংবা কোথায় যাওয়া ঠিক হবে না.....? আফ্রিকার নাচের হলগুলো সম্পর্কে আপনার কি কোনো ধ্যান-ধারণা আছে? আমি দেখেছি, যখনই কোনো ছেলে কোনো মেয়ের সান্নিধ্য পেতে চায়, মেয়েটি মনে করে, ছেলেটি যৌন সম্পর্ক গড়ে তোলার খাতিরেই তার সঙ্গে মিশতে চাইছে। আচ্ছা বলুন না, ছেলেদেরকে সব সময় কেন ওরা এরকমই ভাবে?

BanglaBook.org

আপনার কথামত শারীরিক সম্পর্ক যদি একটি মেয়েকে বিয়ে করার একমাত্র মাপকাঠি না-ই হয়ে থাকে, তাহলে একটি মেয়েকে পছন্দ করার বেলায় আমি কোন মানদণ্ডের আশ্রয় নেবো? একটি মেয়ে আমাকে ভালোবাসে কি না, কখন কি ভাবে এ প্রশ্নটির উত্তর আমি খুঁজে বের করতে পারবো? অথবা কি করে বুঝবো যে, আমি একটি মেয়েকে সত্যিই ভালোবাসতে শুরু করেছি?

শুধু প্রশ্ন আর প্রশ্ন? আপনার ধৈর্যের বাঁধ আবার ভেঙেই না যায় !

আপনারই,

ফ্রাঁসোয়িস

BanglaBook.org

এপ্রিল.....১৫

পত্রক্রম : চৌদ্দ

প্রিয় ফ্রাঁসোয়িস,

সম্পূর্ণ সঠিক তোমার ধারণা। পছন্দ করার আগে একটি মেয়ের সঙ্গে অবশ্যই পরিচিত হওয়া উচিৎ, আফ্রিকার বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার আলোকে এ বিষয়ে অনুশীলন করার মতো তেমন কোনো উপদেশ এই মুহূর্তে দেওয়া বেশ কঠিন। খ্রিস্টধর্মের অনুশাসন অনুযায়ী মানব-মানবীর স্বাধীন মত বিনিময়ের মাধ্যমে ভালোবাসার অস্তিত্ব রচিত হয়ে থাকে। এ জাতীয় ধারণা তোমাদের সমাজে এখন পর্যন্ত স্বীকৃতিই পায়নি। অতীতে মেয়েদেরকে কঠোর পাহারায় রাখা হতো, মাঝে-মধ্যে জন্মলগ্নেই বিয়ের মন্ত্র পড়ানো হতো তাদের, এমনকি কখনো কখনো জন্মের আগেই পারিবারিক ভাবে পাকা-কথাও হয়ে যেতো।

এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সে দিন যে প্রথার জন্ম হয়েছিল, তা আজ অবধি বিদ্যমান। একদিনে তোমার পক্ষে বহুল প্রচারিত এই প্রথার পরিবর্তন করা মোটেই সম্ভব নয়। নতুন পথে পা বাড়ানোর সময় হয়েছে। সুখী বিয়ের পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপদানের লক্ষ্যে আমাদের সুযোগ সৃষ্টি করা উচিৎ। আজকের প্রজন্মের জন্যে সুন্দর পরিবেশ গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন, যেখানে তারা সত্যিকারের বন্ধুর মতো এসে জড়ো হবে; পরিচিত হবার সুযোগ পাবে একে অন্যের সাথে মনের সব দ্বিধা-সংকোচ ঝেড়ে ফেলে। এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন, যে পরিবেশ থেকে তারা একে অন্যকে সম্মান জানাতে শিখবে। ছেলে-মেয়েদের একত্রে শিক্ষাদানের প্রতিষ্ঠানসমূহ, যুব সংগঠনসমূহ এবং ছুটির সময় নানান রকমের বৃত্তিমূলক ট্রেনিং ক্যাম্পের মাধ্যমে এরকম পরিবেশ তৈরী করা সম্ভব হতে পারে। ব্যভিচারের বিরুদ্ধে ধর্ম-কথা না শুনিয়ে বরং চার্চের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে, গ্রামে-গঞ্জে বিভিন্ন ধরনের যুব-কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে তরুণ-তরুণীর মধ্যে একটি সুস্থ-স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে তোলা যেতে পারে।

জিজ্ঞেস করেছো--কোথায় যাওয়া ভালো? এ ব্যাপারে বাঁধা-ধরা কোন নিয়ম মেনে চলা সম্ভব নয়। সব কিছু নির্ভর করে পরিবেশের উপর। নিজের বিচার-বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে তোমাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে কোথায় এবং কখন তুমি নাচের আনন্দ উপভোগ করবে।

BanglaBook.org

পাবলিক ড্যান্স হলগুলোতে নাচতে যাওয়ার সমূহ বিপদ তোমাকে আগেই বিবেচনার মধ্যে আনতে হবে। বেরিয়ে যাবার কোন উপায় জানা না থাকলে, সে রকম পরিস্থিতিতে অংশগ্রহণ না করে বরং কি ভাবে এড়িয়ে যাবে সেই পথ তোমাকে খুঁজে বের করা শিখতে হবে।

নিজের সুবিধার জন্যে কিছু আইন তৈরী করে নিতে পারো। নিজেকে নিজে আদেশ দিতে পারো--'এমন কোথাও যাব না, যেখানে আমার উপস্থিতি সেই মানুষের চোখে পড়ুক, আমি চাই না, সে, অর্থাৎ যাকে আমি পৃথিবীর সব মানুষের চেয়ে বেশি ভালোবাসি ও সম্মান করি,------- আমাকে অন্য কিছু ভাবুক।'

ছেলেদের যৌন আকাঙ্খার পেছনে আংশিক তাদের স্বভাব আর আংশিক পুরনো বদ অভ্যেস কাজ করে বলে মেয়েরা সন্দেহ পোষণ করে থাকে। অন্য রকম আচরণ করাটা সম্পূর্ণ তোমার উপর নির্ভর করে। বিচক্ষণ একটি মেয়ে, প্রকৃত বন্ধু হিসেবে তোমার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগকে নিঃসন্দেহে স্বাগত জানাবে। স্বভাব-চরিত্রের মাধ্যমে একটি মেয়ের আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধাবোধ অতি সহজে অর্জন করা যায়। তোমার উদ্দেশ্য এরকম হওয়া উচিৎ 'আমি একজন খাঁটি পুরুষ হবো, যার সত্যিকার ঔদার্য দেখাবার ক্ষমতা রয়েছে।' এক কথায় বন্ধু মহলে তুমিই একমাত্র পুরুষ হিসেবে নিজের সুনাম প্রতিষ্ঠিত করবে, যার অন্তরে মেয়েদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ এবং সঠিক মূল্যায়নের যথার্থ গুণাবলী সবচেয়ে বেশি বিদ্যমান।

বিশেষ কাউকে পছন্দ করার দিন-ক্ষণ দেখবে, এমনিতেই তোমার সামনে একদিন এসে উপস্থিত হবে। তখন তাড়া-হুড়ো করে এমন কোনো সিদ্ধান্ত নেবেনা, যা দুদিন পরে নিজেকেই আবার পাল্টাতে হয়। স্রষ্টার দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী একটি বিয়েকে কখনো ভাঙা যায় না। যীশুর ঘোষণার পর একমাত্র মৃত্যু ছাড়া আর কোনো কিছু এ বন্ধনকে ছিন্ন করতে পারে না। "তারা আর দু-জন নয়, বরং একজন। স্রষ্টা যাদের একত্রিত করেছেন, আর কেউ তাদের পৃথক করার ক্ষমতা রাখে না।"

কাউকে পছন্দ করার আগে এই প্রশ্নমালার সাহায্য নিলে যথেষ্ট উপকৃত হবে তুমি :

১. প্রথমেই আসে বিশ্বাসের প্রশ্ন। এর আগের চিঠিতে তুমি বিধাতার ক্ষমা প্রাপ্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছো। তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, যীশুর আশীর্বাদ ছাড়া তোমার জীবনকে এখন আর কল্পনা করতে পারছো না। সে জন্যে তোমার প্রশ্ন হওয়া উচিৎ -- মেয়েটি কি খ্রিস্টধর্মে বিশ্বাসী?

দু-জনের একত্রীভূত এই বিশ্বাস দু-জনকে বিয়ের মাধ্যমে একত্রীভূত করার ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে কাজ করবে।

২. এবার তুমি নিজেকে প্রশ্ন করবে ---'আমি কি সত্যিই তাকে ভালোবাসি?'

উত্তরটি তোমার নিশ্চয়ই জানা, কিন্তু অনুভব করতে পারছোনা তুমি। কি ভাবে অনুভব করবে? কিছু লক্ষণ বর্ণনা করছি ঃ----

তাঁকে বাদ দিয়ে নিজের বেঁচে থাকাটাকে কি নিরর্থক মনে হয়?

BanglaBook.org

সে দূরে থাকলে তোমার কি খুব কষ্ট হয়?

তোমার সমগ্র চিন্তায় এবং চেতনায় সে কি এসে আশ্রয় নেয়?

শুধুমাত্র তাঁকে ঘিরেই কি তোমার স্বপ্নগুলো রচিত হয়?

নিজের সুখ থেকে তাঁর সুখকে কি বড় মনে হয়?যখন কোন মেয়ে তোমাকে ভালোবাসবে, অনুরূপ কিছু লক্ষণ তার মাঝেও খুঁজে পাবে ঃ–

সে কি মাঝে-মধ্যে তোমাকে চিঠি লিখে?

সে কি তোমাকে সবসময় খুশী রাখার চেষ্টা করে?

ছল-ছুতোর বিনিময়ে তোমার সঙ্গে যখন তখন দেখা করতে চায়?

তোমার কারণে সে কি অন্য সব ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা একেবারে বন্ধ করে দেয়? সবচেয়ে বড় লক্ষণই এটি।

৩. যদি তাকে ভবিষ্যতে তোমার স্ত্রী হতে হয়, তাহলে বোনের মতো ভালোবাসা মোটেই যথেষ্ট নয়। তাকে ভালোবাসতে হবে একজন মহিলা হিসেবে। নিজেকে প্রশ্ন করো :

'আমার ঔরসজাত সন্তান-সন্ততির মা হিসেবে আমি কি তাকে চাই?' দেহ সৌষ্ঠবের কারণে অন্য অনেক মেয়েকে ভালো লাগলেও দেখবে, আপনা-আপনি তারা তখন তোমার তালিকা থেকে বাদ পড়বে, নিজেকে এই প্রশ্নটি করার পর।

ঠিক একইভাবে, একটি মেয়েরও উচিৎ তার নিজেকে কিছু প্রশ্ন করা :

'তার কাছে আত্মসমর্পণ করার জন্যে আমি কি প্রস্তুত?'

'আমি কি তার ঔরসজাত সন্তান-সন্ততির মা হতে চাই?'

ঘোর মাতাল, উচ্ছৃংখল, বদমেজাজী, দায়িত্বহীন, স্বার্থপর, কুৎসিৎ এবং অলস একজন পুরুষকে সে নিশ্চয়ই তার ভবিষ্যৎ সন্তানের জনক হিসেবে পেতে চাইবে না।

(৪) সে কি এমন একজন মহিলা, যে তার দৃষ্টিভঙ্গি স্বভাব-চরিত্র, পছন্দ-অপছন্দ, শিক্ষা-দীক্ষা, খেয়াল-খুশী মন-মেজাজ এবং সামর্থ্য দিয়ে আমার অবসর মুহূর্তকে কানায়-কানায় ভরিয়ে দেবে?

আমার জীবনের সব আনন্দ বেদনায় সে কি অংশ নিতে রাজি থাকবে?

প্রকৃত আনন্দ বেদনার মুহূর্তে খাঁটি বন্ধু হিসেবে সে কি আমার পাশে এসে দাঁড়াতে পারবে?

উপরের প্রশ্নগুলোর সাহায্য নিলে তোমার অনেক জিজ্ঞাসার সমাধান খুঁজে পাবে আশা করি। তারপরেও আমার মনে হয় তোমার এমন একজন সঙ্গিনীর প্রয়োজন, কমপক্ষে যার মোটামুটি শিক্ষা-দীক্ষা রয়েছে, যার সঙ্গে তোমার শিক্ষকতা জীবনের অনেক সমস্যাদি নিয়ে আলোচনা করতে পারো এমন একজন। এটা অত্যন্ত দরকারি। সত্যিকারের ভালোবাসা আন্তরিক যোগাযোগ স্থাপন করে। যে ভালোবাসা নিজেকে প্রকাশ করার ভাষা খুঁজে পায়না, অতি সত্ত্বর তা ফুরিয়ে যায়।

BanglaBook.org

আরো দু-তিনটি প্রশ্ন তুমি এ ব্যাপারে নিজেকে করতে পারো : তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে, সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে।

তোমার স্ত্রীর বয়স তোমার চেয়ে সামান্য কম হওয়া উচিৎ, তবে বেশি কম নয়।

আমার ডাক্তার বন্ধুদের মতে, পঁচিশ বছর বয়সে একজন পুরুষের বিয়ে করা উচিৎ, আর মেয়েরা একুশে পা দেবার পর।

পরিবারের কাউকে খুশী করার জন্যে কোনোদিন বিয়ে করবেনা। কোনো মহিলাকে কোনোকিছুর শেষ অবলম্বন অথবা কোথাও পৌছানোর শেষ গন্তব্য হিসেবে মনে করবেনা। ভালোবাসো তাকে তার-ই জন্যে; সে তোমাকে কি দিয়ে লাভবান করবে -- তার জন্যে নয়।

তবে এগুলো কোনো ধরা-বাঁধা নিয়ম নয়, পথ চলার সহায়ক হিসেবে কিছু পরামর্শ মাত্র। প্রতিটি বিবাহ একটি শাশ্বত অভিজ্ঞতা, যা অজানা এবং অপ্রত্যাশিত অনেক অভিজ্ঞতায় পূর্ণ। একটি ঝুঁকি-বহুল, দুঃসাহসিক চমৎকার অভিযানের নাম বিবাহ। একমাত্র স্রষ্টার আশীর্বাদকে মূলধন করে এ দুঃসাহসিক যাত্রায় পা বাড়াতে পারো তুমি।

ঘুরিয়ে বলা চলে, স্রষ্টার পথ-নির্দেশনা তোমার একান্ত আবশ্যক। এ পর্যায়ে স্ত্রীকে পছন্দ করার আগে তোমার দ্বারা সংঘটিত অপরাধের ক্ষমাপ্রাপ্তির প্রশ্নটি দেখা দিচ্ছে। বিধাতার নিকট থেকে ক্ষমা না পাওয়া পর্যন্ত তিনি তোমাকে পথ দেখাতে পারছেন না। তাঁর নির্দেশকে লংঘন করে আমরা নিজেদের তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলি। বিষয়টি তোমাকে একটি উদাহরণের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করছিঃ-

মনে করো স্রষ্টা এবং আমাদের মাঝখানে একটি অদৃশ্য টেলিফোনের তার রয়েছে। যখন আমরা কোন পাপ করি, তখন সে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তার মানে, যখন অদৃশ্য টেলিফোনের এই তারটি সংযুক্ত থাকে, শুধুমাত্র তখনই আমরা বিধাতার কণ্ঠস্বর শুনতে পাই।

বিচ্ছিন্ন এই যোগাযোগব্যবস্থাকে মেরামত করা যত সহজ ভাবছো, আসলে ঠিক ততটা সহজ নয়--চার্চ কর্তৃক প্রদত্ত ছ'মাসের শৃংখলা-ভঙ্গের শাস্তি, এবং তারপর আপনা-আপনি ক্ষমাপ্রাপ্ত হওয়া? না---! বিধাতার করুণা অত সস্তা নয়। অনুতপ্ত অন্তরে নিভৃতে তাঁর কাছে নিজের অপরাধ স্বীকার করে নিতে হয়।

চার্চ-প্রদত্ত শাস্তি এটাই প্রমাণ করে যে, এ ধরনের কার্যকলাপের অনুমতি চার্চ কখনো কাউকে দেয়না। কিন্তু অনুতাপের বিকল্প হিসেবে সেই শাস্তি কোনোদিন বিবেচ্য হয়না। পাপের শাস্তি বিধান করা চার্চের দায়িত্ব নয়। এটা ভাবা মহান যীশুকে অপমান করার সামিল হবে, যিনি আমাদের জন্যে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে, আমাদেরই দেওয়া মৃত্যুদণ্ড হাসিমুখে গ্রহণ করেছিলেন। আমাদের পাপের কারণেই তিনি আঘাত পেয়েছিলেন। আমাদের অন্যায়-অবিচারের কারণে তাঁর প্রতিটি শিরা-উপশিরা জর্জরিত হয়েছিল। তাঁকে আহত করে সেদিন আমরা নিজেদের

BanglaBook.org

বাঁচিয়েছিলাম এবং তাঁকে প্রদত্ত আঘাতের মাধ্যমে আমরা আরোগ্যলাভ করেছিলাম।" (ইছাইয়া :৫৩:৫)

প্রার্থনা সঙ্গীতের ৩২ নম্বর স্তবকটি খুব ধীরে ধীরে পাঠ করার জন্যে আমি তোমাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। খ্রিস্টীয় জীবনের অন্যতম এক রহস্যের দ্বার এখানে এসে উন্মোচিত হয়। অনুতপ্ত হবার সাথে সাথে স্রষ্টার পথ প্রদর্শনের ইশারা পরিষ্কারভাবে টের পাওয়া যায়।

প্রার্থনা সঙ্গীত সামের রচয়িতা বলেন---"আমার পাপকে যখন আমি ঘোষণা করি না, তখন আমার শরীর পরিত্যক্ত হয়ে যায়', এখানে তিনি আরো সংযোগ করেন---'তাঁর কাছে আমার সকল অপরাধ স্বীকার করছি ।" বিধাতা উত্তর দেন, "আমি তোমাকে উপদেশ এবং শিক্ষা দেবো, তুমি কোন পথে চলবে।"

আগামী চিঠিতে তুমি কোন প্রশ্নটি করবে, এখনই তা আমি আন্দাজ করতে পারছি। তুমি জিজ্ঞেস করবে--

'আমি কি ভাবে অনুতাপ করবো?' প্রশ্নটি মানব জীবনের মূল চাবিকাঠি। অন্যান্য সব প্রশ্নের উত্তর এই একটি উত্তরের অন্তর্গত হয়ে যায়।

এ প্রশ্নের উত্তর চিঠিতে লেখা সম্ভব নয়। এখন আমরা চিঠি-পত্র আদান-প্রদানের একটি নির্দিষ্ট সীমারেখায় উপনীত হয়েছি। এদ্দিন ডাকযোগে আমি তোমাকে শিক্ষাদানের চেষ্টা করেছি। দু-জনে একত্রে বসে সরাসরি আলোচনার প্রয়োজন এখন---। ভ্রাতৃসম আলোচনা। আমার কাছে আসার জন্যে তাই তোমাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

খ্রিস্টের উপদেশ নিজেকে কখনো শোনানো যায়না। একজন ধর্ম ভাই বা ব্রাদারের উপস্থিতির প্রয়োজন এখানে, যিনি তা উচ্চারণ করে শোনাবেন। আমাদের সময়কার একজন বিখ্যাত ধর্মীয় পণ্ডিত, ডিটরিখ ফন হোফার সত্যটিকে এ ভাবে বর্ণনা করেছেন------আমাদেরকে সাহায্য করার সুবাদে মহান যীশু আমাদের ভাই হলেন, এখন তাঁর মাধ্যমে আমাদের ধর্ম ভাই (ব্রাদার) যীশুর মতো ক্ষমতাবান হলেন, সত্যের প্রতিভূ এবং স্রষ্টার মাহাত্ম্যের প্রতীক হিসেবে তিনি তখন আমাদের পক্ষে দাঁড়ান। আমাদের সাহায্যের জন্যে তাঁকে পাই আমরা। যীশুর পরিবর্তে আমরা তাঁর কাছে আমাদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের স্বীকারোক্তি করি.....।

যীশুর নামে তিনি আমাদের সকল অপরাধকে তখন ক্ষমা করেন।

আমি প্রস্তুত তোমার জন্যে----।

অপেক্ষারত----।

তোমারই ধর্মভাই,

ট্রবিশ

BanglaBook.org

বিঃ দ্র :--- যাতায়াত-খরচ বাবদ সাথে একখানা মানিঅর্ডারের রশিদ পাঠালাম।

মে.....২

পত্রক্রম ঃ পনেরো

প্রিয় খ্রিস্টভ্রাতা,

শুনে আপনি খুশী হবেন, বেড়ানোর আনন্দ উপভোগ করতে করতে বাড়ি ফিরে এসেছি। বলতে পারেন, খুব মজার যাত্রা উপভোগ করেছি বাড়ি ফেরার পথে। এ বিষয়ে পরে আপনাকে বিস্তারিত লিখবো।

আপনার আধ্যাত্মিক সাহায্যের জন্যে প্রথমেই অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আপনার কাছে আসতে গিয়ে আমাকে যে কতটুকু কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে, এখন আর তা স্বীকার করতে লজ্জা নেই। মোটেই আসার ইচ্ছা ছিলনা প্রথমে, কিন্তু রাহা-খরচের টাকা পাঠিয়ে অব্যাহতি পাবার শেষ ওজরটুকুও আপনি কেড়ে নিলেন। মনে মনে ঠিক করে আসলাম, কোনো কথা বলব না, শুধু আপনার মুখ থেকেই শুনবো। স্বীকার করতে লজ্জা নেই এখন আর, ভীষণ ভয় পাচ্ছিলাম আমি। চার্চের বড় কর্তাদের মুখোমুখি হতে বিন্দুমাত্র বিব্রত বোধ করছিলামনা, বরং আপনাকে মুখ দেখাবো কি করে, সেই ভয়েই মরে যাচ্ছিলাম।

অবশেষে পুরো ঘটনাটি ঘটলো আমার ধারণার বাইরে, সম্পূর্ণ ভিন্নরূপে। একজন বিচারকের সামনে দাঁড়ানোর উপলব্ধি আমার মনে সঞ্চারিত হবার কোনো অবকাশই দিলেন না আপনি। পক্ষান্তরে, মনে হলো, একজন ভাইয়ের পাশে বসে আছি আমি, যে নিজে আমারই মতো একজন অপরাধী।

আসলে আপনার নিজের ব্যর্থতার কাহিনী যখন খুলে বললেন আমার কাছে, ঠিক তখনই আমার মনের সব গোপন কথা আপনাকে শোনাতে ভীষণ উৎসাহ বোধ করলাম। ভেবেছিলাম, সেই কৃষকটির মতো করবো--যে তার ধর্মযাজকের কাছে গিয়ে প্রথমে এক টুকরো দড়ি চুরির অপরাধ স্বীকার করেছিল। সপ্তাহকাল পরে আবার যখন সেই কৃষকটির সাথে যাজকের দেখা হলো, তখন তার মন ভারি দেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন --- "দড়ির সাথে আর কি কিছু বাঁধা ছিল?"

সে তখন স্বীকার করলো---- 'হাঁ। একটা গাভী ছিল।'

জানিনা কি করে সম্ভব হলো, তবে আপনার কাছে গাভীর কথা স্বীকার করতে মোটেই কষ্ট হয়নি আমার। মনের ভার হালকা করার পর যে সীমাহীন

BanglaBook.org

আনন্দ পাওয়া যায়, আমার তা জানা ছিল না। বাস্তব পরীক্ষা ছাড়া এই অনুভবকে কোনোদিন জানাই সম্ভব নয়।

দুঃখজনক হলেও কিন্তু সত্যি, আপনার কাছে লিখার কারণ যে 'গাভী' এটিই প্রথম নয়। কথাটি স্বীকার করার আগে যথেষ্ট মনোবল সংগ্রহ করতে হয়েছে আমার। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, এই কথাগুলো আপনার কাছে প্রকাশ করতে গিয়ে একবারও আমার মন ভারি হয়নি, বরং প্রতিটি মুহূর্তে আনন্দিত হয়েছি, এমনকি হাসি-ঠাট্টাও করেছি দু-জনে। শেষের দিকে গোটা পরিবেশটাই যেন প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠেছিল। সেদিনকার আলোচনাকে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখকর অনুষ্ঠান বলে মনে হয়েছে আমার কাছে। বিশেষভাবে আরেকটি ব্যাপার লক্ষ্য করলাম: পুনের চেয়ে উঠে দাঁড়ানোটাই যেন বড় হয়ে দেখা দিল; মনে হলো, পাপের মোচনই যেন সব কিছু।

সঠিক লিখেছিলেন আপনি-----'নিজের কাছে কখনো নিজের পাপের স্বীকারোক্তি করা যায়না।'

আমি নিজে মাঝে-মধ্যে নিজেকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করেছি যে, প্রভু আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। কিন্তু জীবনে এই প্রথম প্রকৃত আশ্বাস পেলাম, যখন আমরা দু-জনে একত্রে প্রার্থনা করলাম এবং তখন আপনি আমার কানে ব্যক্তিগত ভাবে ইছাইয়া থেকে (৪৩:১) এই বিশেষ স্তবকটির ঘোষণা উচ্চারণ করলেন ঃ-- 'ভয় পেয়োনা--ফ্রাঁসোয়িস, আমি তোমাকে পুনরুদ্ধার করছি-- ফ্রাঁসোয়িস, আমি তোমার নাম ধরে ডাকছি--"ফ্রাঁসোয়িস, তুমি আমার।"

আমার পাওনা শাস্তির বোঝা যীশু বহন করবেন, কথাটি বিশ্বাস করতে মাঝে-মধ্যে আমার বেশ কষ্ট হয় এবং এই ভাবনা আমার মাঝে প্রশান্তি আনবে, ভাবতেও অবাক লাগে। একেক সময় মনে হয়, কৃতকর্মের কিছুটা শাস্তি ভোগ করতে পারলে আরো বেশি মানসিক শান্তি পোম; কেননা, আমি পাপ করেছি স্রষ্টার ক্ষমা লাভের জন্য নয়, বরং অনুতপ্ত হৃদয়ে প্রতিটি কাজ করলে হয়তো ভালো হতো। আবার আপনি বলেছেন, এতে কেবল অহমিকার প্রকাশ ঘটবে। তবে আমার বিশ্বাস, যীশু আমার জন্যে সব কিছুই করেছেন।

এবার শুনুন, আপনার ওখান থেকে ফেরার পথে কি ঘটেছে। গাড়িতে বসে আমার মাথা ঝিম ঝিম করছে; আমি সম্পূর্ণ কিংকর্তব্যবিমূঢ়, পাশাপাশি নিজেকে নিয়ে ভীষণ আনন্দিত হয়ে পড়েছি। আমি...জানিনা...আসলে সংক্ষেপে বলছি, একটি 'মেয়ের সঙ্গে আমি পরিচিত হয়েছি।'

'মেয়ে?' ভুল বলে ফেললাম শব্দটি, আসলে বলা উচিৎ ছিল 'সম্রাজ্ঞী'। আচ্ছা, কারোর সাথে 'পরিচিত' হবার মানে কি? আমি শুধু এইটুকুন বলতে পারি---জীবনে এই প্রথম একটি মেয়ের মধ্যে একজন মানুষকে খুঁজে পেয়েছি, একজন ব্যক্তিকে দেখেছি।

ব্যাপারটি আপনার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, একটি সাক্ষাৎকার একজন মানুষের জীবনকে আমূল পাল্টে দেবার ক্ষমতা রাখে!

BanglaBook.org

আমি নিজে কিছুই বুঝে উঠতে পারছিনা। তার সম্পর্কে বর্ণনা দিয়ে বোধ হয় বোঝাতে পারবো না আমি। তার সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গেলে শব্দমালাকে ম্লান, বিবর্ণ এবং মূল্যহীন মনে হয় আমার কাছে। তবে এ টুকু বলতে পারি, আমি সেই মেয়েটির সাক্ষাৎ পেয়েছি, যে আমার ভবিষ্যৎ স্ত্রী হবে।

এবার আমি আপনার মুখে শুনতে চাই। আরেকটি প্রশ্ন এসে বার বার উঁকি দিচ্ছে আমার মনে। আপনার সাথে দেখা হবার পর পর এতো কিছু ঘটে গেলো? আপনি কি মনে করেন, আমার এই বর্তমান অভিজ্ঞতার সাথে স্রষ্টার দিক নির্দেশনার কোনো সম্ভাবনা রয়েছে? অর্থাৎ, স্রষ্টার কাছে আমার স্বীকারোক্তির সাথে এই বন্ধুত্বের কি কোনো সম্পর্ক রয়েছে?

আপনি আমাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, অদৃশ্য 'টেলিফোন' লাইনটি মেরামত হবার পর স্রষ্টা আমাকে পথ দেখাবেন। তাই বলে এতো তাড়াতাড়ি? স্রষ্টার অস্তিত্ব কি এতো কাছাকাছি? আমি কাঁপছি.....?

বলার ছিল অনেক কিছু। তবুও বন্ধ করছি আজ এখানে। 'তাকে' লিখতে বসবো এখন।

আপনারই হতবুদ্ধি,

ফ্রাঁসোয়িস

BanglaBook.org

মে.....৬

পত্রক্রম ঃ ষোল

আমার প্রিয় হতবুদ্ধি ফ্রাঁসোয়িস,

তোমার চিঠির জন্যে অশেষ ধন্যবাদ। অন্য কোনো খবর শুনে এর চেয়ে বেশি খুশী হতে পারতাম না আমি। আমার অভিনন্দন গ্রহণ করো তুমি। যদি তোমাকে আমি ঠিক মতো বুঝতে পেরে থাকি, তাহলে বলবো, এবারে তুমি সত্যিকারের প্রেমেই পড়েছো। তোমাকে এই অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য স্রষ্টাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বিশ্বাসের দুয়ারে পা ফেলতে না ফেলতেই মেয়েটির দেখা পেলে তুমি। ব্যাপারটির মাঝে অদৃশ্য কোন যোগসূত্র রয়েছে বলে আমার স্থির বিশ্বাস। এতো তাড়াতাড়ি স্রষ্টার দাক্ষিণ্য সবসময় পাওয়া যায়না। ধৈর্যের প্রশিক্ষণ আর বিশ্বাসের অনুশীলনের জন্যে অনেক সময় তিনি আমাদেরকে দীর্ঘকাল অপেক্ষমান রাখেন। তিনি এতো তাড়াতাড়ি এবং পরিষ্কারভাবে যদি তোমার প্রার্থনার উত্তর দিয়ে থাকেন, তাহলে বুঝতে হবে, নিশ্চয়ই তিনি তোমার জীবনের নতুন পদক্ষেপকে উৎসাহ দেবার জন্যেই করেছেন। তুমি অনুভব করতে পারো-না-পারো, তিনি কিন্তু সবসময়ই আমাদেরকে নিরীক্ষণ করছেন ভীষণ কাছে থেকে। এই মুহূর্তে তোমার হৃৎপিন্ডে যে শিহরণ অনুভব করছো, আমার বিশ্বাস, তা তোমাকে কোনোদিন ছেড়ে যাবে না।

তোমাকে কয়েকটি প্রশ্ন করার অনুমতি আমাকে দিতেই হবে এবার।

মেয়েটি কে?

তার নাম কি?

এই দেবকন্যার সাথে তোমার পরিচয় হলো কি ভাবে?

সেও কি তোমাকে ভালোবাসে?

তুমি কি তার অভিভাবকদের সাথে ইত্যবসরে আলাপ করেছো?

এই শুভ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করার সুযোগ আমি কি পাবো?

এই বিশেষ অনুষ্ঠানের বাণী প্রস্তুতের কাজ কি এখন থেকেই শুরু করবো আমি? দয়া করে উত্তর দিও তাড়াতাড়ি।

তোমারই চির উৎকণ্ঠিত,

BanglaBook.org

ট্রবিশ

জুন.....৩

পত্রক্রম ঃ সতেরো

প্রিয় খ্রিস্টপ্পি,

চার সপ্তাহ আগে আপনার চিঠি পেয়েছি। বিয়ের অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি গ্রহণ করার কোনো দরকার হবেনা স্যার। নিদেনপক্ষে কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হবে সে জন্যে, তাও যদি আমাদের বিয়েটা আদৌ হয় কোনোদিন।

মারাত্মক আঘাত পেয়েছি আমি। ঘটনাটি আগে আপনার শোনা দরকার। ওর নাম সিসিল। চলন্ত বাসের ভীড়ে আমাদের প্রথম দেখা হয়। ওর কোলে তখন একটি বাচ্চা ছিল। আমি তাকে বিবাহিত মনে করেছিলাম প্রথমে। তার সঙ্গে দুটো স্যুটকেস, এবং বাসন-হাঁড়ির একটি বোঁচকা ছিল। বসার জায়গা ছিলনা বলে, দু-জনেই আমরা দাঁড়িয়ে যাচ্ছিলাম। গাড়িটি যখন রাস্তার বিভিন্ন মোড়ে বাঁক নিচ্ছিল, আমরা তখন একে অন্যের উপর ভর দিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করছিলাম বাধ্য হয়ে। এটা-ওটা নিয়ে মাঝে-মধ্যে আলাপও হচ্ছিল আমাদের মধ্যে। প্রথমেই মনে হয়েছিল, সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির একটি মেয়ের সাথে আলাপ করছি আমি। অন্যদের চেয়ে অনেক খোলামেলা হলেও একই সাথে মারাত্মক সংযত। ব্যাখ্যা করে কথাটি আপনাকে বোঝাতে পারবো না আমি।

গাড়ি যখন 'ওর' গন্তব্যে পৌঁছুলো, সে আমাকে তার স্যুটকেস আর বাসন-হাঁড়ির বোঁচকাটি জানালা দিয়ে বাড়িয়ে দিতে অনুরোধ জানালো। কিন্তু মাল-পত্র ওর হাতে দিতে না দিতেই ড্রাইভার গাড়িটি দিল ছেড়ে। ড্রাইভারকে অনেক বলে কয়ে পাঁচ মিনিটের মাথায় গাড়ি থামালাম আমি।

অচেনা একজন মানুষের মালপত্র হাতে নিয়ে জনশূন্য নির্জন রাস্তায় নিজেকে আবিষ্কার করলাম গাড়ী থেকে নেমেই। কি করবো এখন? পেছন ফিরে উল্টো দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। প্রায় বিশ মিনিট হাঁটার পর মেয়েটাসহ বাচ্চাটির দেখা পেলাম। দু-জনেই ক্রন্দনরত।

ফেরত আসার কোন গাড়ি পাবার সম্ভাবনা না থাকায়, মেয়েটি তার গ্রামের বাড়িতে আমাকে আমন্ত্রণ জানালো। সড়ক থেকে গ্রামটি বেশ কয়েক মাইল দূরে।

ওর এক হাতে বাচ্চা, মাথায় বাসন-হাঁড়ির বোঁচকা, আর আমি তার স্যুটকেস দুটো হাতে করে গ্রামে এসে ঢুকলাম। সে এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। গ্রামের সব কটা চোখ যেন আমাদেরকে হাঁ করে গিলছিল। এক ধরনের শীতল

BanglaBook.org

অভ্যর্থনা পেলাম প্রথমে। ইত্যবসরে বিস্তারিত ঘটনাটি বাড়ির সকলকে বুঝিয়ে বললো মেয়েটি। তারপর এলো উষ্ণ মুখরোচক খাবার।

আপনার লেখা প্রশ্নগুলো নিজেকে হাজারবার করলাম। প্রত্যেকটি প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তর বেরিয়ে এলো মন থেকে সেই মুহূর্তেই।

হ্যাঁ, সেও আমার মতো খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী।

একজন ছাত্রী এবং শিক্ষকতার প্রতি আকর্ষণ রয়েছে তার।

আমার ভবিষ্যৎ সন্তান-সন্ততির 'মা' হিসেবে তার চেয়ে বেশি উপযুক্ত আর কাউকে কল্পনা করতে পারছি না এখন আর।

বয়সে আমার থেকে ছোট, ভালো স্বাস্থ্যের অধিকারী এবং মিলিয়ে দেখলাম, আমার সাথে তার বিশেষ কোন অমিল নেই।

যদিও নিজে থেকে সে আমাকে কিছুই বলেনি, কিন্তু তার চোখ জোড়া অনেক কিছু বলেছে সেদিন।

ওর সাথে রাত কাটানোর কোন মতলব মোটেই আমার মনে জাগেনি। প্রথম অবস্থায় হলে এটাই হতো আমার একমাত্র চিন্তা এবং ভাবনা। নিজেকে এখন আমার অপরিচিত মনে হচ্ছে নিজেরই কাছে।

পরদিন সকালে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রওয়ানা হলাম। তার অভিভাবকরা বেশ মার্জিত ব্যবহার করলেন বিদায় বেলা, কিন্তু মুখ ফুটে কিছুই বললেন না।

তা.....র....প....র। চিঠির পর চিঠি। বলতে গেলে রোজ একটা করে আসতে শুরু হলো। একখানা চিঠি পাঠাচ্ছি, যার প্রতিটি অক্ষর এখন আমার মুখস্থ। পড়া শেষ হলে আবার ফেরৎ পাঠিয়ে দেবেন দয়া করে। চিঠিখানা পড়লেই বুঝতে পারবেন, কতটুকু শক্ত মনের মেয়ে সে। অন্তহীন সুখে আমি সাঁতার কাটতে থাকলাম। বিচিত্র সব পরিকল্পনা মনের কোণে এসে ভীড় জমাতে লাগলো।

তারপর পেলাম হঠাৎ 'টেন্ডার নোটিশ'। আর কোন প্রতিশব্দ খুঁজে পাচ্ছি না কথাটি প্রকাশ করার জন্যে। তার বাবা বিক্রি করতে চান তাকে সর্বোচ্চ মূল্যদাতার কাছে, অনেকটা নিলামের মতো। অগ্রিম চারশো ডলার দাম হেঁকেছেন তিনি। তার বাবার ভাষ্য অনুযায়ী, ইতিমধ্যে আরো অনেক ডাক হাঁকা হয়ে গেছে। আমার বিশ্বাস, এটা শুধু প্রথম কিস্তির নগদ অংকের পরিমাণ মাত্র।

আমার স্বপ্নের অপ্সরীকে নিলামে চড়ানো হয়েছে? যাকে আমি ভালবাসি? ভাবলেই কান্না আসে।

এবার আপনি কি বলবেন? ভাবতেও পারেননি আপনি এতো বড় বাঁধা আসবে, তাই না? অথচ, হৃদয় এবং আত্মার ভালোবাসা সম্পর্কে কতো মিষ্টি-মধুর কথা আপনি আমায় শুনিয়েছেন। কথাগুলো এখন আমার কি কোনো উপকারে আসবে?

একটা কথা আপনাকে জানিয়ে রাখি। আমাদের উভয়ের ভালোবাসার ইচ্ছাকে কেউ আর আটকাতে পারবেনা। তাই বলে, শুধুমাত্র ভালোবাসার

BanglaBook.org

খাতিরে অমানবিক অনুশাসনে গড়া আমাদের সমাজ, এই বিয়েকে সহ্যও করবেনা, তা আমি খুব ভালোভাবেই জানি। এই নিয়মের আওতাধীনে একটি মেয়ে কখনো তার স্বামীর স্ত্রী হতে পারেনা, বড়জোর তাকে কনে-মূল্যের, অথবা যৌতুকের কেনা-বউ বলা যেতে পারে।

চারশত ডলার? ভেবে দেখুন একবার? আমার মতো লোক তা যোগাড় করার কল্পনাও করতে পারেনা এখন। অবিশ্বাস্য একটি অংক। আপনি আমায় স্বপ্ন দেখা শিখিয়েছেন, কিন্তু নিষ্ঠুর বাস্তব সব সময় স্বপ্নকে ধ্বংস করে। চোখের সামনে আশার কোনো আলো দেখতে পাচ্ছি না এখন আর।

নাকি, ধোপা হিসেবে চাকরি দেবেন আমায়। আপনার কাপড়গুলোর মতো আমার মাথার সব কটি চুল সাদা হয়ে যাওয়া পর্যন্ত শুধু কাপড় ধুতেই থাকবো?

বেয়াদবি করছি, অকৃতজ্ঞের মতো, সন্দেহ নেই তাতে। অন্তত তেমন কোন আচরণ আপনি আমার সঙ্গে আজ পর্যন্ত করেননি, যার প্রতিদানস্বরূপ এই সুরে আপনার সাথে আমি কথা বলতে পারি। কিন্তু কি করবো বলুন? আমার হতাশাকে প্রকাশ করার আর কোন রাস্তা খুঁজে বের করতে পারছিনা যে!

নামে মাত্র বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াটা অনেক ভালো মনে করি আমি। তাকে বাদ দিয়ে বেঁচে থাকাটাকে আমি নামে মাত্র বেঁচে থাকার সাথে তুলনা করছি, আশা করি আপনি তা আঁচ করতে পারছেন।

গলা ছেড়ে আজ আমার কাঁদতে ইচ্ছে করছে হাজার হাজার যুবকদের জন্য, যাদের ভালোবাসার অধিকারকে লুণ্ঠন করে ঠেলে দেয়া হয়েছে পতিতালয়ের দুয়ারে, কাঁদতে ইচ্ছে করছে সেইসব মেয়েদের জন্য, যাদের জোরপূর্বক বিয়ে দেয়া হচ্ছে বড়লোক বুড়োদের কাছে, যদিওবা তারা বহু নারীতে আসক্ত।

কিন্তু আজ আমার কান্না কে শুনবে বলুন?

আমি আজ দোষী সাব্যস্ত করছি সেই বড়লোকদের, যাঁরা সমাজে দায়িত্বপূর্ণ স্থান দখল করে বসে আছেন, যাঁরা মেয়েদের উপর সম্পদশালীদের একচ্ছত্র আধিপ্য ভেঙে, এই অমানবিক নির্দয় সামাজিক প্রথাকে ধ্বংস করার বদলে গরীবের সম্পদকে অপচয়ই করে চলেছেন।

অভিযুক্ত করছি এই স্বৈরতান্ত্রিক শোষণনীতিকে, যার ছত্রচ্ছায়ায় থেকে অভিভাবকরা তাঁদের মেয়েদের ব্যবহার করছে, অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য পার্থিব সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে।

সব স্বার্থপর বাপদের অভিযুক্ত করছি, যাঁরা কাজ না করে বেকার জীবন কাটায়, আর নিজের মেয়েকে বিক্রী করে সেই টাকা দিয়ে তার কর্জ মেটায়, নেশার টাকা যোগাড় করে এবং গাড়ি ও বউ কিনে নিজের জন্যে।

দোষারোপ করছি সেই সব মেয়েদের, যারা অভিশপ্ত কনে-পণের শিকার হবার পরেও প্রতিবাদ করার পরিবর্তে শান্ত থাকে, যারা তাদের অভিভাবকদের ঘৃণ্য উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করার সুযোগ করে দেয় এবং যখন তাদের পিঠ দেয়ালে এসে ঠেকে এবং দাম্পত্য জীবনটাকে যখন কাঁটাতারের বেড়ায় লটকে থাকার মতো মনে হয়, শুধুমাত্র তখনই প্রতিবাদ জানায়।

BanglaBook.org

অভিযোগ করছি মহান গীর্জার বিরুদ্ধে, পরামর্শ দেয়ার বদলে যে আমাকে জটিল আইনের মার-প্যাঁচে ফেলে এবং প্রায়শ্চিত্ত করার পর স্রষ্টার আনুকূল্য যখন আমার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, ঠিকই তখনই তা থেকে আমায় বঞ্চিত করে।

দায়ী করছি গীর্জা নামক উপাসনালয়কে, যে আমাকে সাহায্য করার পরিবর্তে শাস্তি প্রদান করে এবং আমার শেষ সম্বল চাকরিটি পর্যন্ত কেড়ে নেয়।

তথাকথিত স্রষ্টা, যিনি আমার বিয়ের সত্যিকার অভিভাবক, আমাকে তাঁর নির্দেশিত পথের সন্ধান দিলেন, অথচ সেই পথে আমাকে তিনি চলার সামর্থ্য কেন দিলেন না?

ভালোবাসা এবং বিয়ে যদি কেবলমাত্র ধনীদের বরাদ্দ হয়ে থাকে, তাহলে বিধাতা আজ, এখন-ই কেন আমাকে চার শত ডলার পাঠাচ্ছেন না, এই মুহূর্তে যে টাকাটির আমার বিশেষ প্রয়োজন?

তাঁর ক্ষমতার দৃষ্টান্ত কোথায়?

তিনি কি ঐ সব শোষক আর তথাকথিত প্রতিপত্তিশালীদের চেয়েও বেশি শক্তিশালী নন?

বিধাতা বটে!

যে অনুভবের বীজ আপনি আমার হৃদয়ে বুনেছেন, তাকে ধারণ করার বিশ্বাস আমি এখন হারাতে বসেছি। আপনি আমাকে ভালোবাসতে শিখিয়েছেন। এমন এক আগুন আমার হৃৎপিণ্ডে জ্বালিয়েছেন, যে আগুনের অনুপস্থিতিতে নিজেকে এখন আর একজন পুরুষ বলে মনে হয় না; কিন্তু সেই আগুন আমাকে এসে এখন গ্রাস করছে। অসহনীয় যন্ত্রণায় এই আগুনই আমায় পুড়িয়ে মারবে অবশেষে।

কোনো উত্তরের অপেক্ষা করছি না, কারণ, উত্তর দেবার মতো অবশিষ্ট কিছু আর আপনার ঝুলিতে থাকার কথা নয়।

আপনারই,

ফ্রাঁসোয়িস

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

পত্রক্রম ঃ আঠারো

প্রিয় পাঠক,

ফ্রাঁসোয়িসের লিখা চিঠিখানা পড়ার পর আমি প্রথমে বাকশক্তি হারিয়ে ফেলি। ব্যাপারটিকে কি ভাবে গ্রহণ করবো? সত্যি বলতে কি, তাও ঠিক ভেবে পাচ্ছিলাম না।

অন্তঃসারহীন প্রতিজ্ঞা আর সস্তা নীতি-বাক্যের আড়ালে বিষয়টিকে সামাল দেওয়ার কোন প্রচেষ্টা, অথবা সুতীক্ষ্ণ প্রশ্নবাণে পাল্টা তাকে জর্জড়িত করে তোলার কোন মনোবৃত্তি আমার মধ্যে কাজ করেনি।

যেমন : সেও কি এরকম একখানা চিঠি লিখতে পারতো, যদি সে নিজে বিবাহযোগ্য কোন মেয়ের বাবা হতো?

কারণ আফ্রিকার এই যুবকের আর্ত চিৎকারের মাঝে আরো হাজারো বিপন্ন হৃৎপিণ্ডের প্রতিধ্বনি যেন আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম।

এ রকম একখানা চিঠিতে ব্যবহৃত শব্দাবলীর ওজন নিয়ে কারো বেশি মাথা ঘামানো ঠিক হবে আমি মনে করি না; সর্বোপরি, লেখনির তিক্ত সুরের কারণে কেউ যদি নিজের চামড়া বাচাঁনোর চিন্তায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন, তাহলেও ভুল করা হবে। প্রথমে কান পেতে শোনা উচিৎ হৃদয়ের এই করুণ আর্তিকে। তার চিঠির একখানা সৎ উত্তর প্রস্তুত করার লক্ষ্যে এবং আমার নিজস্ব চিন্তাশক্তিকে আরো পরিশোধন করার উদ্দেশ্যে আপাতত কিছু দিন নীরব থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম আমিই।

বিষয়টির সঠিক মূল্যায়ন করা আমাদের পক্ষে সত্যিই কষ্টকর। যে অগ্রগতি আফ্রিকার সমাজ-ব্যবস্থায় মাত্র কয়েক দশকের মধ্যে ঘটতে যাচ্ছে, সেই একই সমস্যার বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসতে পশ্চিমা সমাজকে কয়েক শতাব্দী অপেক্ষা করতে হয়েছে। বিবাহের বন্ধনকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে আসলে সেদিন 'কনে-পণের' প্রবর্তন হয়েছিল। তখনকার আমলে গরু, ভেড়া, শূকর ইত্যাদি গৃহপালিত পশু এই প্রথা অনুযায়ী যৌতুক হিসেবে কনে-পরিবারকে দেওয়া হতো, পরিবারের উৎপাদনশীল কাজে মেয়েদেরকে হারানোর ক্ষতিপূরণ হিসেবে। তালাক অথবা বিবাহ-বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে এই সব সামগ্রী আবার ফেরত দিতে হতো। যার ফলে বিয়েটিকে টিকিয়ে রাখার প্রতি কনে-পক্ষ সবসময় সজাগ দৃষ্টি রাখতেন।

আজ নগদ টাকা দেওয়া হলো, আর কাল সব খরচ হয়ে গেলো; তাই নগদ অর্থের প্রচলন এই রীতি প্রবর্তনের আসল উদ্দেশ্যকে এসে নস্যাৎ করে দিলো। পশ্চিমা বিলাসসামগ্রীর ছড়াছড়ি আরো এক ধাপ সরিয়ে নিল এই প্রথাকে তার মূল উদ্দেশ্যের

BanglaBook.org

কেন্দ্রবিন্দু থেকে। একটি মেয়েকে দাসী হিসেবে সওদা করার বিভিন্ন কৌশল আজকাল প্রায়ই দেখা যায়। এক মেয়েকে দেখিয়ে কয়েকজন আগ্রহী পাত্রের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার অভিযোগে দায়েরকৃত অসংখ্য মামলার নথিপত্র আফ্রিকার একজন প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী আমায় দেখিয়েছেন।

পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থার সাথে নতুন চিন্তাধারার এই সংঘাতের মূল রণক্ষেত্র কিন্তু আমাদের হৃদয়। বিবাহজনিত কারণে মানবদেহের অন্য কোনো এলাকা এর চেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয় না। গোটা আফ্রিকার ধর্মীয়, সামাজিক এবং রাজনৈতিক সমস্যা, এই একই কেন্দ্রবিন্দুতে প্রতিফলিত হচ্ছে বর্তমানে। উন্নয়নের যে কোনো সিঁড়িতে পা রাখার আগে মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা উন্নীতকরণ আধুনিক আফ্রিকার যাবতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের প্রাথমিক পদক্ষেপ হওয়া উচিৎ বলে মনে হচ্ছে আজ। তখনই একজন পুরুষ তার চিন্তায়, চেতনায় স্বাধীন হতে পারে, যখন তার পাশে একজন স্বাধীনচেতা নারী থাকে। দায়িত্বশীল, স্বাবলম্বী দম্পতি ছাড়া রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য কোনদিন প্রতিষ্ঠিত হয় না।

এবার তাহলে আমাদেরকে শূন্য হাতেই দাঁড়াতে হয়। ভালোবাসার অন্তর্নিহিত অনুধাবনের ব্যর্থতাই যদি আফ্রিকাবাসীর সমস্যার মূল চাবিকাঠি হয়------বিশেষত : বিবাহিত জীবনের সাথে ভালোবাসার প্রকৃত যোগাযোগের ব্যর্থতাই যদি এ জন্যে দায়ী হয়ে পড়ে---আমরা তাহলে আর কিই-বা দিতে পারি। আফ্রিকার একজন মানুষ যখন ইউরোপ কিংবা আমেরিকাতে আসে, তখন এ বিষয়ে সে কি কোনো জ্ঞান লাভ করতে পারে? আমরা ইউরোপ-আমেরিকার বাসিন্দারাও কি সবেমাত্র বুঝতে শুরু করিনি যে, ভালোবাসাই হচ্ছে বিবাহিত জীবনের মূল চাবিকাঠি। আমাদের সমাজ-ব্যবস্থায় যদিও 'কনে-পণ' বা যৌতুক জাতীয় কোনো প্রথা নেই, কিন্তু পার্থিব অন্যান্য উপকরণের মাধ্যমে প্রকৃত ভালোবাসাকে প্রতিদিন কি আমরা ভীতি প্রদর্শন করছি না?

আমার ব্যক্তিগত অনুভবকে এতটুকু পর্যন্ত প্রসারিত করার পর সর্বপ্রথম আমি নিজেকে ফ্রাঁসোয়িসের জায়গায় উপস্থাপন করতে সক্ষম হলাম। অপরকে সঠিক ভাবে জানতে পারলে নিজেকে আরো গভীর ভাবে চেনা যায়। একটি মহাদেশকে জানার ব্যাপারে একই উক্তি ব্যবহার করা চলে। আফ্রিকাকে অনুভব করতে শুরু করলে নিজের দেশের ছবি ভিন্ন আদলে দৃষ্টিপথে এসে হাজির হয়। তখন আর নিজেদের উচ্চাসনে উপবিষ্ট দাক্ষিণ্য বিতরণকারী পুরোহিত বলে মনে হয় না, বরং মনে হয় আমাদেরও কিছু শেখার আছে, সাহায্যের প্রয়োজন আমাদেরও রয়েছে।

সিসিলের হাতের লিখা চিঠিখানা পেয়ে বিষয়টি আমার কাছে আরো খোলাসা হলো। ফ্রাঁসোয়িসের বিয়ের জন্য যুদ্ধ করার নতুন সাহস খুঁজে পেলাম তার ঐ চিঠিখানা পড়ে।

প্রীত্যর্থী

ওয়াল্টার ট্রবিশ

BanglaBook.org

জুলাই.....২

পত্রক্রম ঃ উনিষ

প্রিয় প্যাসটর ট্রবিশ,

চরম মানসিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়ে আপনাকে লিখছি। চার সপ্তাহ হতে চললো, ফ্রাঁসোয়িসের কোনো চিঠি পাইনি। আপনার সম্পর্কে অনেক কিছু ওর কাছ থেকে জেনেছি, যে কারণে আপনাকে লিখতে আজ সাহস পেলাম। স্কুলে আসার পর থেকে প্রায় প্রতিদিন আমরা একে অন্যকে লিখতাম। জুন মাসের শুরু থেকে আমাদের মধ্যকার সকল প্রকার যোগাযোগ বন্ধ হয়েছে।

ভীষণ ভাবনায় পড়েছি। কি করবো এখন? আপনি কি আমায় কোনো অবস্থায় সাহায্য করতে পারেন?

ইতি,

সিসিল

BanglaBook.org

জুলাই.....১০

পত্রক্রম ঃ বিশ

প্রিয় সিসিল,

তোমার চিঠি পেয়ে যারপর নেই আনন্দিত হয়েছি। কোনোদিন দেখা না হলেও ফ্রাঁসোয়িসের মাধ্যমে, ইত্যবসরে তোমাকে অনেকটা জেনে ফেলেছি।

ফ্রাঁসোয়িস যখন স্কুলে পড়ে, তখন থেকে ওকে আমি ভীষণ ভালোবাসি। তাকে সাহায্য করার খাতিরে এখন আমাদের উভয়ের মিলিতভাবে এগিয়ে যাওয়া উচিৎ।

তোমার সান্নিধ্য তার কতটুকু প্রয়োজন. হয়তো এখনও তুমি তা ঠিকমত অনুমান করতে পারছোনা।

তার চাকরি হারানোর ব্যাপারটি বোধহয় তুমি জানো। ব্যাপারটি ঘটে যাবার পর সে ভীষণ হতাশ হয়ে পড়েছিল। বিষয়টির একটি যুক্তিসঙ্গত বিশ্লেষণ খুঁজে বের করতে গিয়ে তার সাথে আমি বেশ কয়েকখানা চিঠি-পত্র দেওয়া-নেওয়া করেছি। তার ধারণা ছিল, গীর্জা তাকে পরিত্যাগ করেছে; আর আমি ভয় পাচ্ছিলাম, যদি এই ধারণা তার বিশ্বাসের মূলে চরম আঘাত হেনে বসে?

বিস্ময়কর হলেও ঘটলো কিন্তু ঠিক তার বিপরীত। তার বিশ্বাস আরো গভীর হলো। ক্ষমাপ্রাপ্তির জন্য সে ব্যাকুল হয়ে উঠলো। মানুষের সাধ্যে যা কুলায় না, স্রষ্টা তার জন্যে তাই করলেন। স্রষ্টার সম্মুখে সে নিজেকে একজন নগণ্য মানুষ হিসাবে উপস্থিত করার সাহস খুঁজে পেলো; আর তাইতো স্রষ্টার আনুকূল্য তার প্রতি বরাদ্দ হলো। নিজেকে সে বিধাতার আশ্রয়ে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিল আবার।

সে এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত। যাকে তুমি দু-দিন পর স্বামী হিসেবে বরণ করে নিতে যাচ্ছো, তার এ হেন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতাকে তোমার স্বাগত জানানো উচিৎ সিসিল।

আমার ওখান থেকে ফেরার পথে হঠাৎ তোমার সাথেই বা তার দেখা হলো কেন? নেহায়েত ঘটনার আকস্মিকতা? তার চেয়েও বেশি অর্থবহ ছিল তোমার এই বিশেষ সাক্ষাৎকারটি। মহান স্রষ্টা তাকে পরিত্যাগ করেননি, এটা তারই ইঙ্গিত। এতো কিছুর পরেও বিধাতা তাকে ভালোবাসেন, এটা তারই প্রমাণ। স্রষ্টার প্রতি তার বিশ্বাস আরো গভীর হলো তখন। তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর স্রষ্টাতে বিশ্বাস স্থাপন করা তার পক্ষে আরো অনেক সহজ হলো।

BanglaBook.org

তোমার বাবা যখন চারশত ডলারের কনে-পণ দাবি করলেন, তাই তখনই তার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো। তুমি কি এ ব্যাপারে কিছু জানো? সংবাদটি পাবার সাথে সাথে তার সমগ্র বিশ্বাসের ভিত আবার টলমল করে কেঁপে উঠলো। তারপর বেশ কড়া মেজাজের একখানা চিঠি পেলাম আমি তার কাছ থেকে। চিঠিখানার শেষাংশ আমি পাঠাচ্ছি তোমার কাছে, পড়লেই টের পাবে। ফ্রাঁসোয়িসের পক্ষে এ হেন আচরণ বেমানান। ইতিমধ্যে তুমিতো তাকে কিছুটা হলেও জেনেছো। কোন বাঁধার সম্মুখীন হলে সে--প্রেম, বিশ্বাস, স্রষ্টা, দেশ, গীর্জা এমনকি তোমাকে এবং আমাকে পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পিছপা হয় না ।

জুন মাসের তিন তারিখে তার লেখা শেষ চিঠি আমি পেয়েছি। এরপর আমিও আর কিছু জানি না।

জানো সিসিল, তার শেষ চিঠিখানা আমি বহুবার পড়েছি। বার-বার পড়েও, পড়া যেনো শেষ হয় না। প্রতিবারই নতুন কিছু অর্থ খুঁজে পাই আমি। ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ এই চিঠিখানা। রাগ প্রকাশের বেলাতেও তার সততার অভাব নেই। একমাত্র নিজেকে বাদ দিয়ে, বাদ-বাকি সকলকে সে দোষী সাব্যস্ত করেছে। তার আচরণ দেখে মনে হচ্ছে, সে-ই বোধহয় প্রথম, যে নাকি এই অভিশপ্ত কনে-পণের শিকার হতে যাচ্ছে।

কোনো সমস্যায় যখন কেউ পীড়িত হয়, তখন সে গায়ে মাখেনা, অথচ এই একই সমস্যা যখন এসে তাকে আক্রমণ করে, তখন সে একেবারে ভেঙে পড়ে । এই হলো আমাদের ফ্রাঁসোয়িসের চরিত্রের আরেকটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিক।

তার এই চিঠিখানার উত্তর না দিলেই নয়। বহু যুবকের অন্তরের কথা প্রকাশিত হয়েছে এই চিঠির মাধ্যমে। তোমার কাছে স্বীকার করতে লজ্জা নেই আমার, ওর চিঠিখানা পড়ার পর প্রথমে আমি বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলাম। পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম-------আমরা ইউরোপিয়ানরাও এই প্রথার নিন্দা না করার জন্যে অনেকাংশে দায়ী। কি ভাবে যুৎসই একখানা উত্তর লিখবো, তাই নিয়ে শুধু ভাবছিলাম যখন, ঠিক তখনই তোমার চিঠি পেলাম। তোমার চিঠি পড়ার পর মনে হচ্ছে, আমার চেয়ে তুমিই তাকে বেশি সাহায্য করবে এখন। আমার পরিবর্তে তাই তোমারই এই চিঠিখানার উত্তর দেয়া উচিৎ। এসো, তোমাদের বিবাহ-যুদ্ধে আমরা দু-জন মিত্র হয়ে যাই। ফ্রাঁসোয়িসকে প্রদর্শন করো---'ভালোবাসা' আফ্রিকাবাসীদের জন্যে কোনো নিষিদ্ধ ফল নয়, যদিও অনেকে তাই মনে করে থাকেন। তাকে দেখিয়ে দাও, আফ্রিকার বাসিন্দারা ভালোবাসতে জানে এবং পারেও।

টাকার চেয়ে এখানে বিশ্বাসের মূল্য অনেক বেশি । তোমার মাধ্যমে সে জানুক, 'ভালোবাসা' শুধু দোষারোপ আর নালিশ জানিয়েই ক্ষান্ত হয়না, যুদ্ধও করতে জানে । তার চিঠির এই প্যারাটি তুমি মনোযোগ দিয়ে পড়তে চেষ্টা করবে, যেখানটায় সে লিখেছে ঃ------'কনে-পণের অভিশাপ যখন আফ্রিকার

BanglaBook.org

মেয়েদের উপর নেমে আসে, তখন তারা নীরবে চোখ বুঁজে সেই অত্যাচারকে সহ্য করে, কোন প্রতিবাদ করে না'। আর তাই সে গোটা আফ্রিকার মেয়েজাতকে অভিযুক্ত করেছে ।

একমাত্র তুমিই পারো তার এই প্রশ্নের মোক্ষম জবাব দিতে । সে জানুক, আফ্রিকাতেও অনেক মেয়ে আছে, যারা আর সবার মতো নয়. কথা বলার সাহস তাদেরও আছে, প্রতিবাদের ভাষা তারাও জানে।

তোমার উপর আমি যথেষ্ট আস্থাশীল এবং আশা করি আমার ধারণা ভুল নয়।

ইতি.

ওয়াল্টার ট্রবিশ

BanglaBook.org

জুলাই.....২০

পত্রক্রম ঃ একুশ

প্রিয় প্যাস্টর ট্রবিশ,

আপনার কথামতো গতকাল ফ্রাঁসোয়িসের চিঠির উত্তর লিখেছি। লিখতে বসে দীর্ঘক্ষণ নিজের সাথে প্রায় একরকম যুদ্ধই করতে হয়েছে। একেকবার মনে হয়েছে, ওর চিঠির উত্তর লেখা আমার পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত একটা চেষ্টা অন্তত করা হলো। দেখা যাক পরিণামে কি হয়।

লিখতে বসে মারাত্মক কষ্ট হয়েছে আমার। এখনও ভয় পাচ্ছি চিঠিখানা পোস্ট করতে।

সারাটা রাত ভেবেও কুল-কিনারা খুঁজে পাইনি, কি করবো চিঠিখানা নিয়ে। হঠাৎ মাথায় এলো বুদ্ধিটা, তাই আপনার কাছেই পাঠালাম প্রথমে। দয়া করে আপনার স্ত্রীকেও পড়ে শোনাবেন চিঠিখানা। আপনারা দুজন একমত হলে, তবেই আমি পোস্ট করবো।

কাউকে আহত না করে সরাসরি সত্যি কথা বলাটা আসলে মারাত্মক একটি কঠিন কাজ। ফ্রাঁসোয়িসের উত্তরের কথা ভেবে ভয়ে আমি এখনই মরে যাচ্ছি। শেষের চারটি শব্দ হয়তো বাদ দেওয়া দরকার। খুবই শক্ত হয়ে গেলো নাকি? আপনার কি মনে হয়?

ইতি,

সিসিল

BanglaBook.org

জুলাই.....১৯

পত্রক্রম ঃ বাইশ

প্রিয় ফ্রাঁসোয়িস,

আমি একজন তরুণ পুরুষকে ভালোবাসি, নাম তার ফ্রাঁসোয়িস। চিঠিটি পড়ার সময় এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ যেন তোমার মনে একটি মুহূর্তের জন্যেও না ঢোকে।

চলন্ত বাসে প্রথম দেখাতেই তোমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম এবং তারপর জিনিস-পত্র বয়ে নিয়ে বাড়ি পর্যন্ত যখন আমায় সঙ্গ দিয়েছিলে.....। সেই স্মরণীয় রাতটিতে আমায় কাছে পাবার নেশা তোমায় আচ্ছন্ন না করায় আরো বেশি আকর্ষণ অনুভব করেছিলাম তোমার প্রতি। তখন আমার মনে হয়েছিল– শরীর নয়, আমার প্রতি তোমার সত্যিকারের আগ্রহ রয়েছে। ঘন্টাখানেকের আবেগ প্রশমনের ভাবনা নয়, বরং একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন গঠনের ইঙ্গিত অনুভব করেছিলাম সেদিন তোমার প্রতিক্রিয়া দেখে।

ভালোবাসি বলেই, অকপটে নিজেকে উন্মুক্ত করে তুলে ধরার সাহস পাচ্ছি আজ তোমার কাছে।

প্যাস্টর ট্রবিশ, তাঁর কাছে তোমার লেখা তেসরা জুনের একটি চিঠির বিশেষ কয়েকটি অংশের উধৃতি দিয়ে আমায় লিখেছেন; এ বিষয়ে আমার মতামত তোমাকে ব্যক্ত করার জন্যে তিনি আমাকে পরামর্শ দিয়েছেন।

চিঠিটি পড়ার পর প্রথমে আমি কিছুটা হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলাম, তবে এবার, তোমার দীর্ঘকাল যাবৎ নীরব থাকার কারণ বুঝতে পারছি।

ফ্রাঁসোয়িস, তোমাকে জানতে আর বাকি নেই আমার। তোমার হাতের সব কখানা চিঠি আমি তুলে রেখেছি। বার বার পড়ার পর বুঝতে পেরেছি, কতটুকু ভালোবাসো তুমি আমায়। তাই বাবার দেয়া চারশত ডলারের প্রস্তাব তোমায় কি নিদারুণ আঘাত দিয়েছে, বুঝতে আমার মোটেই কষ্ট হয়নি। তোমার আর্থিক অসঙ্গতির খবরও আমার অজানা নয়। চাকরি হারিয়েছো, সেও জানি আমি। কতটুকু ভালোবাসো আমায়, তাও অনুভব করতে পারি-----।

তোমার কথাই হয়তো সঠিক, আমাদের সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে চার্চ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। সঠিক তোমার ধারণা; আমাদের বর্তমান সমাজ-

BanglaBook.org

ব্যবস্থা বহুবিধ অন্যায় অবিচারের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। নতুন আর পুরাতনের অকস্মাৎ সংঘর্ষে চমকপ্রদ কোন কিছু আশা করা সম্পূর্ণ বৃথা। পাশ্চাত্যে যে ব্যাপার ঘটতে বহুকাল অতিবাহিত হয়েছে, সেই একই ব্যাপার আমাদের এখানে অতি দ্রুত ঘটতে যাচ্ছে।

যে কারণে কনে-পণের মতো একটি প্রাচীন প্রয়োজনীয় প্রথা আমাদের মাধ্যমে আজ তিরস্কৃত হচ্ছে, অন্তত প্যাসটর ট্রবিশের চিঠি পড়ে আমার কাছে তাই মনে হয়েছে। কিন্তু পাশ্চাত্যের ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে দিয়ে বসে থাকলে চলবেনা; দোষ আমাদেরও আছে।

বেশ কিছু ভালো দিক রয়েছে কনে-পণ নামক এই প্রথার। পুরুষদের কাছে আমাদের মেয়েদের মূল্যবান মনে করানোর একটি মাধ্যম এই প্রথা। আমরা তাকেই ভালোবাসবো, যে আমাদেরকে মূল্যবান মনে করবে। আমাদেরকে অধিকার করার জন্যে পুরুষকে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে। চিঠির শুরুতে লিখেছিলাম, 'আমি একজন তরুণ পুরুষকে ভালোবাসি।' একজন সত্যিকার পুরুষ, শুধু অভিযোগ আর নালিশ জানিয়েই ক্ষান্ত হয়না, সংগ্রামও করে থাকে সে। সমগ্র পৃথিবী এবং স্রষ্টাকে দোষারোপ করার পরেও কোন কিছু বদলানো সম্ভব নয়। সাহসী সৈনিকের মতো তুমি যখন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে, তোমার প্রতি শ্রদ্ধায় আমি আপ্লুত হবো। শ্রদ্ধা জানাতে না শিখলে ভালোবাসা যায় না। আমি তোমাকে আহ্বান করছি, আমার জন্যে সংগ্রাম করো, আমাকে সাথে নিয়ে আমাদের বিয়ের জন্যে যুদ্ধ করো।

তাই বলে তুমি একাই যুদ্ধ করবে? মোটেও না। আমিও আছি তোমার সাথে। লড়বো আমিও তোমার পাশে থেকে। তোমার সঙ্গে আমি একমত; পণ্য-সামগ্রীর মতো যখন মেয়েদের বেচা-কেনা করা হয়, তখন অনেকে তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা প্রকাশ করাতো দূরের ব্যাপার, বরং নীরবে তাই-ই ঘটতে দেয়। যদিও আমি তাদের রক্ষা করতে যাচ্ছি না, তবে জেনে রেখো, তোমার সিসিল নিজেকে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপে প্রকাশ করতে চায়।

এই যুদ্ধ যতো কঠিন হবে, ততো বেশি মধুর হবে আমাদের বিবাহিত জীবন। না চাইতেই পাওয়া গেলে খুব একটা মূল্যবান মনে হয় না কোনো জিনিসকে আমাদের কাছে। দু-জনের একত্রে পাওয়ার আনন্দ আর থাকে না তখন।

স্রষ্টার আশীর্বাদ আমাদের সাথে রয়েছে। এই বিশ্বাসের কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। শুধু এ টুকু বুঝতে পারছি, আমরা দু-জন তাঁরই ইঙ্গিতে এগিয়ে চলেছি।

কি ভাবে তুমি টাকা যোগাড় করবে?

আমার বাবা তার মত পাল্টাবেন, কি না?

তুমি আরেকটা নূতন চাকরি কি ভাবে যোগাড় করবে?

BanglaBook.org

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আমার জানা নেই। তবে আমার অন্তরের গভীরে প্রতিষ্ঠিত এক অনন্য বিশ্বাসের জোরেই লিখছি; পথ আমরা খুঁজে পাবোই। মনে রেখো, কোনো একদিন আমরা দু-জন একে অন্যের হতে পারবোই।

স্বর্গ থেকে স্রষ্টা আমাদের কোলে কোনোদিন টাকার বৃষ্টি ঝরাবেন না। তবে তিনি কঠিন সংগ্রামের প্রতিটি ধাপে আমাদেরকে সাহায্য করবেন, যদি তাঁর প্রতি গভীর আস্থা বজায় রাখতে আমরা অন্যথা না করি। টাকার আমাদের কোনো প্রয়োজনই নেই। রয়েছে প্রয়োজন বিশ্বাসের। স্রষ্টার প্রতি গভীর বিশ্বাসই আমাদের গন্তব্যে পৌঁছে দেবে একদিন।

তোমারই,

সিসিল

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

জুলাই.....২২

পত্রক্রম ঃ তেইশ

প্রিয় সিসিল,

তোমার কথামত ফ্রাঁসোয়িসকে লিখা তোমার চিঠিখানি, আমার স্বামী আমাকে পড়ে শুনিয়েছেন। প্রেমের অব্যর্থ হাতুড়ি দিয়ে পেরেকের ঠিক মাথায়ই আঘাত করেছো তুমি চিঠিখানিতে।

তোমার বয়সী কোন মেয়ে এমন সুন্দর একখানা চিঠি লিখতে পারে, এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। তোমার সাহসের জন্যে অজস্র ধন্যবাদ। একজন মেয়েলোক হিসেবে নিজেকে ধন্য মনে হচ্ছে আজ। আশা করি অচিরেই আমরা একে-অন্যের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পাবো।

কাউকে আঘাত না করে, তাকে সাহায্য করা কতটুকু কষ্টকর, তা আমি জানি। সংক্রামক ব্যাধির চিকিৎসা করার সময় কখনো ছোরা হাতে নিতে হয় একজন ডাক্তারকে।

আঘাত করার অনুমতি যে পায়, একমাত্র সে-ই পারে আরোগ্য লাভ করাতে। দয়িতের সার্বিক মঙ্গলের লক্ষ্যে একমাত্র ভালোবাসাই নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করতে সাহস পায়। সত্যিকার ভালোবাসার এহেন ক্ষমতা থাকা অবশ্যই উচিৎ। প্রকৃত ভালোবাসা দুর্বল চিত্তের আবেগের ফসল নয়, বরং প্রচণ্ড শক্তিশালী একটি স্থির সিদ্ধান্ত। শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসার গভীর সম্পর্ক তুমি অনুভব করতে পেরেছো জেনে আমি ভীষণ প্রভাবিত হয়েছি।

আমাদের ধর্মীয় অনুশাসনে আছে--'তুমি ব্যাভিচার করবে না'। মার্টিন লুথার এই কথার মর্ম উদ্ধার করে বলেন- "স্রষ্টাকে আমরা ভয় করবো এবং ভালোবাসবো; যৌন বিষয়াদিতে আমাদের কথাবার্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্মানজনক হবে এবং স্বামী-স্ত্রী একে অন্যকে ভালোবাসবে, সাথে সাথে পরস্পরকে সম্মানও করবে।"

শ্রদ্ধার সাথে ভালোবাসার একটি ঘনিষ্ট যোগাযোগ রয়েছে। হয়তো তোমার জানা নেই, 'শ্রদ্ধা' শব্দটির একটি গভীর অর্থও রয়েছে। শ্রদ্ধা প্রদর্শনের অর্থ হলো, কাউকে প্রশংসা করা, ভালোবাসার মতো উপযুক্ত কিছুর সন্ধান পাওয়া--যেখানে অন্য আরেকজন তা আবিষ্কার করতে ব্যর্থ

BanglaBook.org

হয়েছে। পরাজয়, ব্যর্থতা ও চরম বিপর্যয়ের সময়, যে মহিলা তাঁর স্বামীকে ভালোবাসতে পারে তাঁকেই শুধু সত্যিকারের প্রেমিকা বলা যায়।

চমৎকার একখানা চিঠি লিখেছো তুমি। অপেক্ষা না করে পাঠিয়ে দাও। সাহস আর সততাকে স্রষ্টা আর্শীবাদ করে থাকেন। ভয় পেয়ো না। ফ্রাঁসোয়িস ক্ষিপ্ত হলে কোনো অসুবিধা হবে না। তাকে সামলাবার একটা উপায় আমার স্বামী নিশ্চয়ই খুঁজে বের করতে পারবেন। তোমার চিঠি পোস্ট করে দাও। মনে রেখো---------ভালোবাসায় ভয়ের কোন অস্তিত্ব নেই।

তোমারই,

ইনগ্রীড ট্রবিশ

BanglaBook.org

জুলাই.....২৭

পত্রক্রম ঃ চব্বিশ

স্যার,

শেষ পর্যন্ত বাধ্য করলেন আমাকে আরেকখানা চিঠি লিখতে। এইমাত্র সিসিলের চিঠি পেলাম। আমার হাতে পৌঁছার আগেই আপনি ওটা পড়ে ফেলেছেন। বড় চালাকি করে তাকে ব্যবহার করেছেন আপনি। আমাকে সে খুব ভালো করে চেনে এবং কোথায় আঘাত করলে আমি বেশী দুঃখ পাবো, তাও তার খুব ভালোভাবে জানা আছে।

যে উদ্দেশ্যে তাকে দিয়ে চিঠিখানা লিখিয়েছিলেন, তা কিন্তু সফল হয়নি। ফল হয়েছে সম্পূর্ণ বিপরীত। সে আমাকে শুধু সমালোচনা করেনি, অপমান করেই তবে ক্ষান্ত হয়েছে।

অথচ, এই মেয়েটিকে একদিন আমার স্বপ্নলোকের রাজকুমারী হিসেবে কল্পনা করেছিলাম। অবশেষে রাজকুমারী তার বিষ-দাঁতের চক্কর আমায় দেখিয়েই ছাড়লো!

ভালোই হলো। অন্তত জানতে পারলাম, কোথায় আমি দাঁড়িয়ে আছি এখন। এজন্যে তার এই চিঠি পেয়ে আমি খুশীই হয়েছি। এখন আর আমি কল্পলোকের বাসিন্দা নই। আশাভঙ্গের এই যন্ত্রণা, ভাগ্যকে মেনে নেওয়ার প্রক্রিয়াকে সহজতর করে তুলবে।

প্রথম মেয়েটিকে আমি অধিকার করেছিলাম, কারণ সে আমাকে নপুংসক বলেছিলো; এবারেরটাকে আমি ত্যাগ করবো, কারণ সেও আমাকে নপুংসক বলেছে। একবার আমাকে আপনি লিখেছিলেন-সত্যিকারের সাহস বলতে এড়িয়ে চলাকে বোঝায়। এখন?

এ ব্যাপারে আপনার বাইবেল কি বলে? এফেসিয়ান্স—৫:২২-২৪? মিঃ প্যাসটর, আপনার অবগতির জন্যে লিখছি, যাতে আপনাকে আর কষ্ট করে খুঁজে বের করতে না হয়।

স্তবক ২২: "স্ত্রীগণ, তোমাদের স্বামীদের অনুগত হও, তোমাদের প্রভুর মতো।"

স্তবক ২৩: "যীশু যেমন চার্চের প্রধান, অনুরূপভাবে স্বামীরাও স্ত্রীদের প্রধান, তাঁর শরীর এবং তিনি নিজে এর ত্রাণকর্তা।"

BanglaBook.org

স্তবক ২৪: "গীর্জা যেমন যীশুর নিয়ন্ত্রণাধীন, অতএব স্ত্রীগণকে তাদের প্রতিটি ব্যাপারে স্বামীদের নিয়ন্ত্রণাধীন হতে দাও।"

'প্রতিটি ব্যাপার!' দয়া করে কথাটি খেয়াল রাখবেন। এখনই যদি তার সাথে আমার মতবিরোধ শুরু হয়ে যায় তা হলে বিয়ের পর কি হবে? আফ্রিকার অন্যান্য পুরুষদের মতো আমি এরকম একজন স্ত্রী পেতে চাই, যে আমাকে মান্য করবে কোন যুক্তি-তর্ক ছাড়া, শর্তহীন আনুগত্য মেনে চলে, ঠিক অনুরূপভাবে স্ত্রীদেরও তাদের স্বামীদের আনুগত্য স্বীকার করা উচিৎ।

জলের মতো পরিষ্কার কথা। কোনো কিন্তুর আর অবকাশ নেই এতে।

আমাকে সাবধান করা হয়েছে। অতএব আপনাকে ধন্যবাদ।

আপনারই,

ফ্রাঁসোয়িস

BanglaBook.org

আগষ্ট.....৩

পত্রক্রম ঃ পঁচিশ

প্রিয় ফ্রাঁসোয়িস,

যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই হয়েছে। আমার জানা ছিলো তোমার প্রতিক্রিয়া কি হবে? সত্যি; তুমি ভীষণ বোকা। কথাটির পুনরাবৃত্তি করছি----------ভীষণ, ভীষণ বোকা তুমি।

তোমার কাছে পাঠানোর আগে সিসিলের লেখা চিঠিখানা আমি পড়েছি। এমনকি তার অনুরোধে আমার স্ত্রীকেও চিঠিখানা পড়ে শুনিয়েছি। আমাদের দুজনের মনে হচ্ছিল, যদি এই চিঠিখানা আফ্রিকার তাবৎ মা-বাবারা, যুবক-যুবতীরা এমনকি সমগ্র পৃথিবীর অন্যান্য বাসিন্দারাও পড়ার সুযোগ পেতো, তাহলে অনেক ভালো হতো। মারাত্মক ব্যতিক্রমধর্মী একখানা চিঠি। আমরা দুজন গভীরভাবে আন্দোলিত হয়েছি এই চিঠিখানা পড়ে।

তোমার সিসিল কোন কাঠের পুতুল নয়, শিশু অথবা গৃহপালিত জন্তুও নয় যে, তার নিজস্ব কোন মতামত থাকবেনা। সে কোন সেবাদাসী নয় বরং পরিণত বয়সেরই একটি মেয়ে। এমন একটি মেয়ের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পেয়েছো বলে তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। তার মতো মেয়ের ভালোবাসা যে কত মূল্যবান একটি উপহার, সে সম্পর্কে তোমার বিন্দুমাত্র ধারণাও নেই।

চিঠিখানা একবার পড়েই মারাত্মক উত্তেজিত হয়ে পড়েছো তুমি। সেই উত্তাপের উদ্‌গীরণ ঘটিয়েছো আমাকে লেখা চিঠিতে। তড়িঘড়ি করে কোনো কিছু করা উচিৎ নয়। একটা রাত অন্তত অপেক্ষা করা উচিৎ ছিল। ভাবনার কোনো সুযোগ নিজের মনকে দেওয়া কি উচিৎ নয়? চিঠিখানা আবার পড়া উচিৎ তোমার। খুব ধীরে ধীরে, নীরবে। তুমি কি বুঝতে পারছোনা সিসিলের কত কষ্ট হয়েছে এই চিঠিখানা লিখতে গিয়ে? ভালো না বাসলে এ ধরনের শক্ত কথা কি সে তোমায় কোনোদিন বলতে পারতো?

ভালোবাসা কখনো অন্ধ নয়। ভালোবাসা দেখতে পায়। অতি সহজে সে তার দয়িতের দুর্বলতা, দোষ-ত্রটি সব দেখতে পায়, তদুপরি সব দোষ-ত্রটিসহ তাকে ভালোবাসে। একবার তুমি আমাকে প্রশ্ন করেছিলে, সত্যিকারের প্রেমে পড়লে কিভাবে টের পাবে? আমার উত্তর ছিলো-----একে অন্যের দোষ-ত্রটি

BanglaBook.org

তখন আর তারা গ্রাহ্য করেনা। এর মানে এটা নয় যে, ঐ ত্রটি-বিচ্যুতিকে সে ভালোবাসে, তবে ত্রটি-বিচ্যুতিসহ ঐ মানুষকেই তখন সে ভালোবাসে। দয়িতের জন্য নিজেকে সে দায়িত্বশীল মনে করে।

ঠিক এভাবে সিসিল তোমাকে ভালোবাসে। এমতাবস্থায় নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করার পরিবর্তে তুমি বরং তার উপর রাগান্বিত। তুমি কি নিজেকে একজন সম্পূর্ণ নির্দোষ মানুষ হিসেবে দাবি করো? দোষ-ত্রটিহীন কোনো মানুষকে হয়তো ভালোবাসাই সম্ভব নয়।

সত্যি বলছি আমি। সিসিল যা লিখেছে, তার একটি অক্ষরও মিথ্যা নয়। তোমাকে নিয়ে হচ্ছে বড্ড মুশকিল।

বড় তাড়াতাড়ি হাল ছেড়ে দাও তুমি।

সমালোচনা সব সময় পীড়াদায়ক হয় তা আমি মানি, বিশেষত প্রকৃত সমালোচনা। এ ব্যাপারে আমরা পাশ্চাত্যের লোকেরাও মারাত্মক সচেতন। পুরুষেরা একটু বেশিমাত্রায় প্রতিক্রিয়াশীল হয়, যদি কোন স্ত্রীলোক তার সমালোচনা করে, তাহলে তো কথাই নেই। আমাদের দেশেও ঐ একই অবস্থা। আফ্রিকার পুরুষেরা আমার মনে হয়, মারাত্মক সচেতন এ ব্যাপারে। কারণ, এখানে সাধারণত মেয়েদেরে সমপর্যায়ের প্রাণী হিসেবে ধরা হয় না, অতএব নিম্নপর্যায়ের কারোর সমালোচনা গ্রহণযোগ্য হবার প্রশ্নই আসেনা। এজন্যেই অধিকাংশ বিয়ের পরিণতি এখানে একঘেঁয়েমি এবং শূন্যতায় ভরে ওঠে।

বিয়ের বহুদিন আগে আমার এক বন্ধু তার বান্ধবীকে লিখেছিল, ভাবী প্রীর কাছ থেকে সে কি পেতে চায়? তার দীর্ঘ চাহিদার ফর্দ থেকে মাত্র কয়েকটি লাইনের উদ্ধৃতি আমি তোমার চোখের সামনে তুলে ধরছি। প্রথম লাইনটি এ ধরনের----

'তাকে অবশ্যই আমার সৎ সমালোচনার চূড়ান্ত সাহস রাখতে হবে।'

বাক্যটি আফ্রিকার পুরুষদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত; নয় কি?

আরো আছে ---------

'আমার মাঝে হতাশাব্যঞ্জক কিছু খুঁজে পেলে অবশ্যই সে আমার উপর থেকে তার আত্মবিশ্বাস প্রত্যাহার করবে না।'

'অক্লান্তভাবে সাহায্য করবে সে আমাকে, সকল দোষ-ত্রটি কাটিয়ে ওঠার ব্যাপারে।'

'সে কখনো ভান করবে না, অবশ্যই আমার কাছে স্বীকার করবে, কখন এবং কিভাবে আমি তাকে দুঃখ দিয়েছি।'

তুমি কি এবার বুঝতে পারছো? সে কি বলেছিল? আসায় কাজ করার কোনো চাকরানি নয়, সমতুল্য একজন বন্ধু, যে তার পাশে এসে দাঁড়াবে স্রষ্টার সম্মুখে। একমাত্র এরকমের বন্ধু পেলে, 'অভিন্ন' একটি সত্তার জন্ম হতে পারে, শব্দটির প্রকৃত অর্থ অনুযায়ী। একমাত্র প্রকৃত বন্ধুরই সমালোচনা করার অধিকার থাকে।

BanglaBook.org

এবার আসা যাক এফেসিয়ান্স : ৫ এর কথায়। বাইবেল কিংবা কোন ধর্মগ্রন্থের বিশেষ কোনো স্তবকের উধৃতি দিয়ে আমরা যখন কোনো বস্তুর সত্যতা যাচাই করার চেষ্টা করবো, তখন অবশ্যই সাবধান হতে হবে পাছে ভুল না হয়ে যায়। ধর্মগ্রন্থের চরণ কোনো রাবার ষ্ট্যাম্প নয় যে আমাদের ইচ্ছামাফিক ব্যবহার করবো, যাতে সময় মতো বলতে পারি--'চেয়ে দেখো, বিধাতাও আমাদের সাথে একমত।'

স্রষ্টার বাণী হাতুড়ির মতো : পাথরকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলে; বাটালির ন্যায়, কেটে বুকের ভেতরে প্রবেশ করে। এই আঘাতে ব্যথা পাওয়া অস্বাভাবিক নয়। আমাদেরকে পরিবর্তন করে প্রকৃত মানুষে রূপান্তরিত করার খাতিরে এই আঘাত এবং যন্ত্রণার প্রয়োজন রয়েছে। স্রষ্টার বাণী আমাদেরকে চূড়ান্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উদ্বুদ্ধ করে।

২২:২৪ নং স্তবকের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছো তুমি। যেহেতু, এই স্তবক দুটি প্রয়োজনের খাতিরে তোমার কাছে খুব যুৎসই মনে হয়েছে। আমার অবগতির নিমিত্ত চরণগুলি লিপিবদ্ধ করে দেবার জন্য তোমাকে অজস্র ধন্যবাদ। বাইবেল খুলে আমি একই চরণের ২১ থেকে ২৪ পর্যন্ত স্তবক নিবিষ্ট মনে পাঠ করলাম।

২১ নং চরণে পারস্পরিক সমর্পণের কথা জোরালোভাবে বলা হয়েছে। "যীশুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের সৌজন্যে একে অন্যের অধীনে অবস্থান করো।"

তারপর আসছে এই চরণখানি, যার উদ্ধৃতি তুমি বাদই দিয়েছো,

চরণটি এ'রকম---"স্বামীগণ তোমাদের স্ত্রীদের ভালোবাসো, যেভাবে যীশু গীর্জাকে ভালোবেসেছিলেন, এমনকি যার জন্যে তিনি জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছিলেন।"

বিস্ময়কর একটি বাণী। এই উক্তিটির অন্তর্নিহিত মর্মার্থ অনুধাবন করার জন্যে গোটা জীবনের তপস্যাও পর্যাপ্ত নয়।

কি ভাবে যীশু গীর্জাকে ভালোবাসতেন? তিনি কাজ করেছেন গীর্জার জন্যে, সেবা করেছেন, সাহায্য করেছেন, তাঁর শুশ্রূষা দিয়ে তাঁর রোগের উপশম ঘটিয়েছেন, তাঁর দুর্দশা থেকে তাঁকে মুক্তি দিয়েছেন, তাঁর জঞ্জাল পরিষ্কার করেছেন, এমনকি তাঁর পাদদেশ ধুইয়ে দিয়েছেন। যীশুর সময়ে একজন ক্রীতদাসের কাজ ছিলো অনুরূপ। গীর্জাই ছিলো যীশুর কাছে সব কিছু এবং তিনি তাঁকে তাঁর জীবনসহ সব কিছুই দিয়েছিলেন। দেখতে পাচ্ছো না? ধারালো বাটালির মতো কিভাবে স্রষ্টার বাণী আমাদের হৃৎপিণ্ডকে বিদীর্ণ করে মর্মে এসে আঘাত করে? দুধারী তরবারির চেয়েও তীক্ষ্ণ এবং সূক্ষ্মভাবে কাটার ক্ষমতা রাখে এই ঐশীবাণী।

যীশু কোনোদিন আমাদের মতো হতে চাননি। একজন বিরাট নেতা অথবা আয়েশি একজন শেখ, যে শুধু সেবা গ্রহণের আনন্দ উপভোগ করতে চায়! তিনি তাঁর গীর্জার ক্রীতদাস ছিলেন। শব্দটি বার বার তোমার অনভ্যস্থ কানে আঘাত

BanglaBook.org

করছে, তাই না? গীর্জার একজন সামান্য দাস হয়ে তিনি গীর্জার প্রধান হতে পেরেছিলেন।

তোমার স্ত্রীর বশ্যতা লাভের জন্যে----অথবা তার প্রধান হতে হলে এই মাপ কাঠিতে অন্য অর্থে তার দাসই হতে হবে প্রথমে।

এই গীর্জা কর্তৃক যখন তাকে অসহায়ভাবে পরিত্যাগ করা হয়েছিলো, এমনকি তখনো, তিনি বিশ্বাস হারাননি। এখনও একই অবস্থা বিরাজমান। গীর্জা সম্পর্কে তুমি অনেক সমালোচনা করতে পারো। আমিও করে থাকি। অনেক অসুন্দরের উপস্থিতি এখানে রয়েছে। প্রচুর বাক-বিতণ্ডা রয়েছে এ ব্যাপারে। তার পরেও গীর্জার তুলনা গীর্জাই। তিনি ভালোবেসেছিলেন গীর্জাকে। এই গীর্জার জন্য তিনি প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। তাঁর ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে তিনি তাঁকে ভালোবাসার যোগ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। গীর্জা তাঁর একান্ত বাধ্য হলে তিনি এই ত্যাগ প্রদর্শন কোনোদিনই করতে পারতেন না। তাঁর ভালোবাসা গ্রহণ করার জন্যেই গীর্জা তাঁর সঙ্গে এই নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছিলো। যেভাবে একটি শরীর মস্তক ছাড়া জীবিত থাকতে পারে না, একই ভাবে যীশুকে ছাড়া গীর্জাও বাঁচতে পারে না।

তুমি কি বুঝতে পারছো না, সিসিল তোমার কাছে শুধু একটি জিনিসই চায়; তোমার মস্তকের সাথে সংযুক্ত শরীরের অবিচ্ছেদ্য অংশ হতে? তোমাকে সমালোচনা করার মাধ্যমে সে একটি গন্তব্যে পৌঁছতে চায়, তুমিই হবে সেই মস্তক, যার সব আদেশ সে খুশী মনে পালন করবে।

এই জন্যেই সে তোমাকে, তার জন্যে যুদ্ধ করার আহ্বান জানাচ্ছে, ঠিক যে ভাবে যীশু তাঁর গীর্জার জন্যে যুদ্ধ করেছিলেন। এটাই তার জন্যে তোমার সেবা।

সত্যিকারের সাহসের অর্থ পালিয়ে যাওয়া নয়, বরং পরিণত হওয়াকেই বোঝায়।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার সঙ্গে গিয়ে তোমার কথা বলা উচিৎ।

শুভার্থী

ট্রবিশ

BanglaBook.org

আগষ্ট.....৩

পত্রক্রম ঃ ছাব্বিশ

প্রিয় স্যার,

অদ্ভুত একখানা চিঠি লিখলেন। আপনার সাথে ঘনিষ্ট পরিচয় না থাকলে ছিঁড়েই ফেলতাম চিঠিখানা। কি আর বলবো, খুব সুন্দর উপদেশ খয়রাত করেছেন! এক পা স্বর্গে আর অন্য পা মাটিতে রেখে মনে হয় সব কিছুর বিচার করে থাকেন আপনি। বাস্তব কোনো সমাধান দিয়ে আমায় সাহায্য করতে পারলেনই না।

শেষ পংক্তিতে এসে শুধু একটি কার্যকর পরামর্শ দিয়েছেন, যদিও ওটা বর্তমানে আমার কোনো কাজে আসবেনা। আপনি লিখেছেন, আমি যেন সিসিলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি।

তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা কি এখন আমার পক্ষে সম্ভব? স্কুল ছুটির পর তার সঙ্গে দেখা করলে সাথে সাথে শহরময় খবরটি রটবে, নোংরা আলোচনার ঝড় উঠবে এ নিয়ে। শহরে সে তার চাচার বাসায় থাকে। সরাসরি সেখানে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করাটাও বোকামি। শহরের কোথাও এমন কোনো পার্ক নেই যে, সেই পার্কের বেঞ্চির আশ্রয় নেবো। আমার নিজের কোনো গাড়ি নেই, থাকলে অবশ্যই টাকাও থাকতো, আর টাকা থাকলে তাকে বিয়ে করতে কোনো অসুবিধে হতো না।

টাকা সম্পর্কে আপনার চিঠিতে একটি শব্দও পর্যন্ত উচ্চারণ করেননি। আপনি শুধু ভালোবাসার কথা বলেন। অথচ আমাদের ক্যামেরুনে ভালোবাসা টাকারই একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। টাকা থাকলেই বিয়ে করা যায়। এ জন্যেই আমার টাকার প্রয়োজন। কাজ না করে টাকা উপার্জন করা যায় না। গীর্জার স্কুলে মাষ্টারি করতাম, আপনি নিজে জানেন, সেখান থেকেও বরখাস্ত হয়েছি।

পাশাপাশি একটা ব্যাপার আমার মাথায় ঢুকছে না--যীশুকে যদি গীর্জার প্রধান হিসেবে ধরে নেওয়া হয়, এবং গীর্জাকে তাঁর শরীর, অর্থাৎ উভয়ের মিলনে একটি অভিন্ন শক্তি--তাহলে এটা কি করে সম্ভব, একদিকে যীশু আমায় ক্ষমা করছেন অথচ গীর্জা আমায় ক্ষমা করছে না?

লক্ষণীয় আরেকটি ব্যাপার--আমার অভিভাবক আমি একাই। অন্যান্য যুবকের মা-বাবা, পরিবার-পরিজন রয়েছে তাদের পৃষ্ঠপোষণ করার জন্য।

BanglaBook.org

আমার হাল-হকিকত তাহলে শুনুন এবার। আমার দাদার ছিলো তিন ছেলে--টনি, ময়সি আর ওটো। বড় ছেলে 'টনি'। দু'টি বিয়ে করার কারণে তিনি খ্রিস্টান হতে পারলেন না। মেজো ছেলে 'ময়সি', তার একজন স্ত্রী এবং ছেলেমেয়ে চারটির মধ্যে দুটি ছেলে। ছোট ছেলে 'ওটো', একমাত্র স্ত্রীর নাম 'মার্থা', একমাত্র ছেলে, নাম তার য্যাক্স।

দাদার ছোট ছেলে ওটো মারা গেলেন। তার একমাত্র স্ত্রী মার্থা হলেন বিধবা। আফ্রিকার মেয়েদের জন্যে ভাগ্যের একটি চরম পরিহাস। বউ মারা গেলে স্বামীর বিশেষ কোন ক্ষতি নেই। সম্পদের ক্ষতি ছাড়া আর কিছু নয়। প্রয়োজন হলে সেই ক্ষতি আবার পূরণ করা যাবে। পক্ষান্তরে, একজন বিধবা হচ্ছে সেই সম্পদ, যার কোনো মালিক নেই। একেবারে অসহায়।

পুত্র য্যাক্সকে নিয়ে মার্থা হলেন বিধবা। আমাদের রীতি অনুযায়ী মেজো ছেলে ময়সির মার্থাকে বিয়ে করা উচিৎ ছিলো, কিন্তু সম্ভব হলোনা তার পক্ষে। কারণ, প্রকৃত খ্রিস্টান হিসেবে শুধুমাত্র একজন স্ত্রী থাকতে পারে তার, তা ছাড়া তিনি একজন ক্যাটাক্টিষ্ট, অর্থাৎ লোকের প্রশ্ন শুনে তাঁদের পরামর্শ দেওয়ার কাজ করেন। তার পক্ষে সাহস করাই সম্ভব হলো না। এটাই গীর্জার নিয়ম। বড় শক্ত আইন। সামাজিক নিয়ম-কানুন আরো নমনীয় হওয়া উচিৎ। ক্যাটাক্টিষ্ট এর কাজ করে ময়সির পক্ষে নমনীয় হবার কোনো উপায় ছিল না।

ময়সি অবশ্য দশ বছরের ছেলে য্যাক্সকে তার ঘরে আশ্রয় দিলেন, তার স্কুলে যাবার ব্যবস্থা করলেন, তবে এর বেশী তিনি আর কিছু করতে পারলেন না।

অতএব মার্থাকে টনির ঘাড়ে চাপতে হলো। তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী হয়ে তিনি ঢুকলেন টনির ঘরে। শুরু থেকেই টনি তাকে ঘৃণা করতেন। তা ছাড়া মার্থার ধর্মবিশ্বাসকেও তিনি দুচোখে দেখতে পারতেন না। তাকে তিনি ঘৃণা করলেন, দুর্ব্যবহার করলেন তার সাথে, উৎপীড়ন করলেন তাকে নানাভাবে। কাপড়-চোপড়, তেল-সাবান কোনোকিছুই মার্থার ভাগ্যে জুটলো না। রান্না করার কোনো জায়গা তার জন্যে বরাদ্দ হলোনা। তার উপর মার্থার গর্ভে টনির পক্ষে আরেকটি সন্তানের আগমন ঘটলো এই দুঃখের সংসারে।

সেই শিশুটিই আজকের হতভাগ্য ফ্রাঁসোয়িস। টনির দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রীর গর্ভে আমার আগেই আরেকটি ছেলের জন্ম হয়েছিলো। যিনি তার প্রিয়তমা স্ত্রী, কোনোদিনই তিনি আমাকে তার পুত্র-সন্তান হিসেবে স্বীকৃতি দেননি।

একমাত্র মায়ের কাছেই আমার আদরটা ছিলো। অযত্ন আর অবহেলার মাঝে বেড়ে উঠলাম আমি। আমাকে গোসল করানোর জন্যে একটুকরো সাবানও পেতেননা মা। অপরিচ্ছন্ন আর নোংরা থাকার দরুণ তাই চর্মরোগ হলো আমার। পরার মতো কাপড় না থাকায় লজ্জায় স্কুলে যাওয়া হতোনা আমার। বাড়ি থেকে পালিয়ে ঘুরতে ঘুরতে একদিন আপনাদের মিশনে এসে হাজির হলাম। পরের ইতিহাস আপনার অজানা নয়।

BanglaBook.org

এবার কি বুঝতে পারছেন, পারিবারিক কোনো সাহায্য কেন আমার পক্ষে পাওয়া সম্ভব নয়? বাবার কাছে আমার কোনো অস্তিত্বই নেই, বিশেষত খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হবার পর থেকে। ময়সি চাচা, আমার সৎ ভাই য্যাক্‌সসহ তার নিজের চারটি ছেলে-মেয়েকে প্রতিপালন করছেন। বাকি থাকলেন মা। ছোটখাটো একটি বাগানের আয় থেকে কোনোক্রমে দিন গুজরান করেন তিনি।

উত্তরাধিকারসুত্রে কিছু পাওয়ার ভরসা আমার নেই। আমার বাবার আদরের ছেলে মারা গেলেও ময়সি চাচার দুই ছেলে এবং আমার সৎভাই য্যাক্‌সের ভাগে আগে পড়বে, যা থাকে পাওয়ার মতো।

এই মুহূর্তে আপনি আমাকে সিসিলের কাছে ছুটে যেতে বলছেন? শূন্য হাতে? তা কি হয়? নাহ্!

ইতি,

ফ্রাঁসোয়িস

BanglaBook.org

আগষ্ট.....১৪

পত্রক্রম ঃ সাতাশ

প্রিয় ফ্রাঁসোয়িস,

তোমার জীবনের মর্মান্তিক ঘটনাটি পড়লাম। আমাকে খুলে বলার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিগত দশটি বছর থেকে আমরা একে অন্যকে জানি। এইটুকু জানতে এতো দেরী হলো আমাদের? কেন?

তোমার চিঠি পড়ার পর এই প্রথম উপলব্ধি করলাম, আমরা, গীর্জার যাজকরা, স্রষ্টার অনুপযুক্ত প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছি। আজ থেকে দশ বছর আগে, প্রথম যেদিন তুমি আমার কাছে আসো, সেদিন বলেছিলে, তোমার এবং তোমার মায়ের প্রতি, তোমার বাবা মারাত্মক উদাসীন, তাই না? অথচ আমি মোটেই আঁচ করতে পারিনি, কতটুকু ব্যথা এবং যন্ত্রণা, সেদিনের এই বেদনাবিধুর প্রেক্ষাপটকে রচনা করেছিল। তারপর আমি তোমাকে আমাদের ক্যাম্পে নিয়ে এলাম, আর কোনো প্রশ্ন করলাম না, জানতেও চাইলাম না তোমার অব্যক্ত যন্ত্রণার ইতিহাস।

এই ভুল, আমরা সব সময় করে থাকি। কোন বাড়তি প্রশ্ন করিনা। বেশী কিছু জানতে চাই না, বাড়তি দায়িত্বের ভারে থেঁৎলে যাওয়ার ভয়ে সদা-সর্বদা আমরা সন্ত্রস্ত থাকি। দায়িত্বকে আসলে আমরা ভয়-ই পাই।

আমরা ইউরোপের পাদ্রীরা, আফ্রিকায় পৌঁছেই মনে করি যথেষ্ট হয়েছে, অনেক করে ফেলেছি। তোমার সঙ্গে প্রার্থনায়, স্কুলে সব-সময় দেখা হলো, অথচ তারপরও তোমার ও আমার মাঝখানে বিশাল দূরত্ব থেকেই গেল। আসলে আমরা মারাত্মক অলস। তোমার জুতোয় একবার পা ঢুকিয়ে, তোমারি চোখ দিয়ে চারদিকে তাকাতে মোটেই রাজি নই আমরা, অধিকন্তু চোখ বন্ধ করে যীশুর বাণী শোনাতে থাকি।

কি লজ্জাই না পাচ্ছেন যীশু, আমাদের মতো অলস পাদ্রীদের জন্যে। তোমার চিঠিখানা পড়ার পর, লজ্জাবনত মস্তকে যীশুর সম্মুখে দাঁড়িয়েছি এবং যারপর নেই নিজের কাছে লজ্জিত হয়েছি। কি নিষ্ঠুর আমাদের অলস ভাবনাগুলো। যার একজন স্ত্রী, তিনি হয়ে গেলেন ক্যাটাক্টিষ্ট, অর্থাৎ লোকের প্রশ্ন শুনে পরামর্শ দেয়ার কাজে নিয়োজিত থাকলেন। তার বড় ভাই, দুই বউ থাকার কারণে গীর্জা থেকে বহিস্কৃত হলেন। তোমার মুখ থেকে শোনা কথা অনুযায়ী

BanglaBook.org

দেখতে পাচ্ছি, শেষ পর্যন্ত তিনিই সামারিটানের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন (সামারিটান, সামারিয়াবাসী : অর্থাৎ, যে ব্যক্তি অপরকে সাহায্য করে)।

এ রকম কোনো সমাধান নেই, যা সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এটা সবার জন্যে ভালো বা ওটা সকলের জন্যে খারাপ, এভাবেও বলা সম্ভব নয়। ভালোবাসা কোনো দিন অলস নয়। কষ্ট আমাদেরকে স্বীকার করে নিতেই হবে, প্রেমের কষ্ট--প্রত্যেকটি ব্যাপারে স্রষ্টার ইঙ্গিতকে খুঁজে বের করার কষ্ট? আমার বক্তব্য পরিচ্ছন্নভাবে তুলে ধরার লক্ষ্যে, কোনো নতুন প্রশ্ন এবারের চিঠিতে করিনি। আশা করি তুমি কিছু মনে করবে না।

এতদসত্ত্বেও, দুটি জিনিস আমার কাছে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেছে তোমার চিঠি পড়ার পর।

প্রথমত, বহুগামিতা-জনিত সমস্যাদির বাস্তব রূপ নিরীক্ষণ করার সুযোগ তুমি এখন নিজেই পাবে। মনে পড়ে একবার তুমি লিখেছিলে--একজন পুরুষের পক্ষে একসাথে কয়েকজন স্ত্রীকে কি ভালোবাসা সম্ভব নয়? এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো, সম্ভব হয় কি না? খেয়াল করলেই দেখতে পাবে, হয় পুরুষটির সাথে কোনো স্ত্রীর ঘনিষ্টতা নেই, নতুবা সে যে কোন একজনকে বেশী ভালোবাসে। তা ছাড়া অভাব-অভিযোগ শূন্যতা, পরশ্রীকাতরতা, হিংসা-বিদ্বেষের অভাব নেই এ ধরনের প্রত্যেকটি সংসারে। বাইবেলে বহুগামিতাজনিত সম্পর্ককে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ভাবোতো একবার? যদি এখন তোমার বাবার প্রথম পক্ষের বড় ছেলে, কোনো কারণে মারা যায়, উত্তরাধিকার নিয়ে কি ধরনের লংকাকাণ্ড বাঁধবে?

বিভিন্ন শরীকানদের ন্যায্য পাওনা হিসেব করে বের করা কোন্ মানুষটির পক্ষে সম্ভব হবে? ভোজবাজির খেলা শুরু হবে--। ভাই, আধাভাই, সৎভাই এবং চাচাতো ভাইরা সব মিলে তুলকালাম কাণ্ড বাঁধাবে একটা। আমরা এ ধরনের কোনো ঘটনা ঘটার কামনা অবশ্যই করছি না।

দ্বিতীয়ত, আরেকটি ব্যাপার তোমার চিঠিতে পরিষ্কার হয়েছে। ভেবে দেখো? স্রষ্টা কি সুন্দর পরিকল্পনার মাধ্যমে, তোমার পরিবারের এ হেন জগা-খিচুড়ি অবস্থা থাকা সত্ত্বেও, গীর্জার স্কুলে থাকাকালীন অপরাধ করার পরেও তোমাকে তাঁর রাজ্যে আহ্বান করেছেন।

সব কিছুতেই স্রষ্টা ছিলেন। তোমার মায়ের যন্ত্রণার সাথে, তোমার কৃপণ ভালোবাসার সাথে, সর্বত্র তিনি ছিলেন। তোমার সঙ্গে আমার যোগাযোগ তিনিই ঘটিয়েছেন। তাঁকে অমান্য করার পরেও তিনি তোমাকে হাত ধরে পথের সন্ধান দিয়েছেন, এমনকি আমি ভুল করার পরেও তিনি তোমাকে সিসিল পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন। বিস্ময়কর কর্মপদ্ধতি? তিনি অলসভাবে কখনো বসে ছিলেন না। আমরা সবাই ব্যর্থ হয়েছি, তিনি হননি কিন্তু।

আমার চিঠি বাস্তবানুগ হয়নি বলে তুমি লিখেছো। বিধাতা আমাকে যতটুকু দেখিয়েছেন, তার বেশি তোমাকে দেখাবার ক্ষমতা আমি রাখিনা। অনেক সময়

BanglaBook.org

স্রষ্টা আমাদেরকে চূড়ান্ত সমাধানের পথ দেখান না। তিনি শুধু গ্রহণযোগ্য পদক্ষেপের আভাসই দিয়ে থাকেন।

প্রার্থনা সঙ্গীত পি সাম-১১৯ এ বলা হয়েছে : "তাঁর বাণী দীপশিখার মতো জ্বলে আমার পায়ের কাছে। আমার চলার পথের আলোক বর্তিকা।" সমগ্র পথকে আলোকিত করার মতো বিরাট বাতির প্রতিজ্ঞা কখনো স্রষ্টা করেন না, তিনি একটি আলোর শিখা আমাদের পায়ের কাছে জ্বালিয়ে দেন। প্রদীপের আলোয় বহুদূর পর্যন্ত উদ্ভাসিত হয় না, কিছুটা পথ শুধু এগুনো যায়। তোমার প্রথম পদক্ষেপ হবে কাজ ফিরে পাওয়া। এ নিয়ে ভাবছো দেখে আমি ভীষণ আনন্দিত হয়েছি। প্যাসটর আমোছ-এর কাছে যাবার জন্যে আমি তোমাকে পরামর্শ দিচ্ছি। তোমাকে পুনর্বহাল করার জন্যে তাঁকে বলবো। আমি তাঁর কাছে লিখবো এবং তাঁকে সিসিলের বাবার সঙ্গে গিয়ে নিজে একবার আলাপ করে দেখার জন্যে অনুরোধ জানাবো। এই পদক্ষেপসমূহ কি বাস্তবনিষ্ঠ মনে হচ্ছে?

আবারো লিখছি, সিসিলের সাথে আলাপ করা তোমার একান্ত প্রয়োজন; এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কি ভাবে তার সঙ্গে দেখা করবে এ নিয়ে ভেবো না। একজন মেয়েমানুষ তার হৃদয় দিয়ে চিন্তা করে, মস্তিষ্ক দিয়ে নয়। উপস্থিত বুদ্ধিতে মেয়েরা অনেক সময় ছেলেদেরে ছাড়িয়ে যায়। সিসিলের উপর ভরসা করো। ভালোবাসার প্রচণ্ড কল্পনা শক্তি রয়েছে তার।

শুভকামনায়,

ট্রবিশ

BanglaBook.org

আগস্ট.....২০

পত্রক্রম ঃ আঠাশ

প্রিয় সিসিল,

ফ্রাঁসোয়িসের আরেকখানা চিঠি পেয়েছি। এ্যদ্দিন গা ঢাকা দেবার পর গর্ত থেকে বেরিয়ে এলো শেষ পর্যন্ত। তোমার সুন্দর চিঠিখানা তার এই নতুন আত্মপ্রকাশকে-ই উৎসাহিত করেছে। বন্ধ খোলার পর তুমি তৈরী থেকো। স্কুল ছুটি হবার পর তোমার জন্যে বাইরে দাঁড়িয়ে হয়তো সে অপেক্ষা করবে। দু-জনে মিলে নির্জনে বসার মতো কোনো চমৎকার জায়গার কথা মনে মনে এখনই ঠিক করে রেখো।

প্রীতিমুগ্ধ

ট্রবিশ

BanglaBook.org

আগস্ট.....২৯

পত্রক্রম ঃ ঊনত্রিশ

প্রিয় যাজক আমোছ,

ফ্রাঁসোয়িস সম্পর্কে আজকের এই চিঠিখানা আপনাকে লিখছি। তার ইতিহাস আপনার অজানা নয়। আমি তাকে খ্রিস্টধর্মে অভিসিঞ্চিত করেছিলাম, আর আপনি ছিলেন সেই অনুষ্ঠানের স্বীকৃতিদাতা। তারপর সে স্কুলের শিক্ষক হবার সুযোগ পেলো, এবং আমার ধারণা মোতাবেক বিগত তিনবৎসর ভালোভাবেই সে তার দায়িত্ব পালন করেছে।

ইতিমধ্যে একটি মেয়ের পাল্লায় পড়ে সে। ছাত্রদের চোখেও ঘটনাটি এড়িয়ে যায়নি। বরখাস্ত হলো সে চাকরি থেকে তারপর। আমার যদ্দুর মনে হয়, সু-পরিকল্পিত একটি চক্রান্তের শিকার হয়েছে সে। পরিণামে নিয়মানুবর্তিতার আওতাধীনে ছমাসের জন্যে তাকে গীর্জার সংযুক্তি থেকে খারিজ করা হলো।

চিঠি লিখে পুরো ঘটনাটি আমাকে জানালো সে তারপর। এ ব্যাপারে তার সাথে আমার বেশ কখানা চিঠি-পত্র আদান-প্রদান হয়েছে। আপনার অবগতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ কয়েকখানা চিঠি সাথে পাঠালাম। ওর সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবার সৌজন্যে, আমার মনে হয়, চিঠিগুলো আপনার পড়ে দেখা দরকার। লেখা-লেখির বিভিন্ন পর্যায়ে তুমুল বাক-বিতণ্ডা হয়েছে আমাদের মধ্যে। যাহোক, এক পর্যায়ে সে 'স্বীকারোক্তি' করার জন্যে ভীষণ আগ্রহ প্রকাশ করলো। আমার সামনে উপস্থিত হয়ে তার পাপের পূর্ণ স্বীকারোক্তি ঘোষণা করলো। এর বেশি আপনাকে আলোকপাত করতে পারছি না বলে আমি দুঃখিত, কারণ 'স্বীকারোক্তি' অনুষ্ঠানের গোপনীয়তা রক্ষা করার নিয়ম-কানুন আপনার অজানা নয়। আপনার সন্তুষ্টির জন্যে আমি আপনাকে এতটুকু নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, তার অনুতপ্ত হৃদয়ের এই সমর্পণে কোনো ফাঁকি-ঝুঁকি ছিল না সেদিন।

যীশুর ক্ষমালাভের আকুল আবেদন ছিল তার সেদিনের এই প্রার্থনায়। নতুন এক জীবনে পা বাড়ানোর শপথে উজ্জীবিত ছিল তার প্রাণ-মন-সত্তা।

জীবনের এই নতুন যাত্রায় আমাদের দু-জনের অবশ্যই তার পাশে গিয়ে দাঁড়ানো উচিৎ। এ ধরনের স্নায়ুবিক ওলোট-পালট প্রচণ্ড এক আত্মবিশ্বাসের

BanglaBook.org

বীজ বোনে মানুষের অন্তরে, বিশেষ করে যখন কোনো সৎ উদ্দেশ্য এর পিছনে কাজ করে। শয়তানের কাজ তখন বেড়ে যায়। যখন মানুষের অন্তরাত্মা পবিত্র কোনো সিদ্ধান্তের শপথে প্রজ্বলিত হয়, সাথে সাথে শয়তানও বিচলিত হয়ে পড়ে। ফন্দি-ফিকির খুঁজে বের করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয় তখন সে এই মানুষটিকে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে। অন্ধকার থেকে আলোর পথে পা বাড়ানোর এই নতুন যাত্রায়, ফ্রাঁসোয়িসকে আমাদের ভ্রাতৃসম ভালোবাসা দিয়ে উৎসাহিত করা একান্ত উচিৎ বলেই আমি মনে করি। প্রথমত আমার মনে হয়, খ্রিস্টীয় নৈশভোজের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার সুযোগ তাকে দেওয়া উচিৎ। বাইবেলের শেষ খণ্ডে আমি যা দেখেছি, তাতে শুধুমাত্র তারাই খ্রিস্টীয় ভোজে উপস্থিত হতে পারে না, যারা উপর্যুপরি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে প্রকাশ্যে অধর্ম করে বেড়ায় নাছোড়বান্দার মতো। অনুতপ্ত হৃদয়ে যীশুকে হাজির-নাজির জেনে অপরাধের স্বীকারোক্তি করার পরেও গীর্জা কর্তৃক জারিকৃত নিয়মানুবর্তিতার আইন কারো উপর বলবৎ থেকে যায় বলে আমার মনে হয় না। অপরপক্ষে, তার উপদেষ্টা হিসেবে আমি ভাবছি, আগামী প্রার্থনাসভায় তাকে ডাকা উচিৎ। ব্যর্থতার পর, এই প্রথমবারের মতো বুঝতে শিখবে সে, অপরাধ করার পরেও যীশু আমাদের সাহচর্য ত্যাগ করেন না।

যখন আমরা অনুতপ্ত অপরাধকারীদেরে খ্রিস্টীয় ভোজের তালিকা থেকে বাদ দিই, তখন ফল হয় বরং বিপরীত। নিরপেক্ষ অংশগ্রহণকারীরা এই ভোজে শরীক হতে পারার বদৌলতে নিজেদের সম্পূর্ণ নির্দোষ মনে করা শুরু করে। অথবা, তারা শাস্তি পাবার মতো কোন অপরাধ করেনি বলে নিজের ঢোল নিজেই পেটাতে আরম্ভ করে। এই ধারণা অধিকাংশের মনে এক ধরনের অহংবোধের জন্ম দেয়।

কোন উড়নচণ্ডি ছেলে যখন ব্যাভিচারের শাস্তি বরণ করার পর ঘরে ফেরে, তার বাবা তখন ছমাসের জন্যে তাকে বাড়ির পেছনের কোঠায় আটকে রাখেন না, সত্যিকারের অনুতাপ তার অন্তরে ছিল কি না তা-ও পরীক্ষা করে দেখেন না। বরং সাথে সাথে ছেলেকে জড়িয়ে ধরেন ছেলে হিসেবে। একত্রে তাকে নিয়ে খেতে বসেন। এটা ক্ষমা প্রদর্শনের একটি লক্ষণ।

ফ্রাঁসোয়িসের সম্মুখে এখন মারাত্মক সমস্যা। সে লিখেছে--'যীশু আমাকে ক্ষমা করলেন, অথচ গীর্জার ক্ষমা আমি পেলাম না। যীশু এবং গীর্জা কি সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি জিনিস?'

আপনার ধারণা কি? তার চাকরিটি কি এখন ফেরত পাওয়া যায়? এটা জ্বলন্ত উদাহরণ হিসেবে সাক্ষ্য দেবে যে, আইনের অনুশাসন নয় বরং খ্রিস্টের আদেশই গীর্জার ভিত্তি। শাস্তি বিধান নয়, ক্ষমা প্রদর্শনই খ্রিস্টের মূল আদর্শ। আমার এ কথা বলার পেছনে কিছু কারণ রয়েছে। একটি মেয়েকে ফ্রাঁসোয়িসের জানা প্রয়োজন। আমার ধারণা, ওরা পরস্পরকে ভালোবাসে। এবং উভয়ে একে

BanglaBook.org

অন্যের নিবন্ধনে জীবন-যাপন করতে আগ্রহী। কিন্তু কনে-পণের সেই চিরাচরিত দেয়াল ওদের দু-জনের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে। এই প্রশ্নটি ফ্রাঁসোয়িসের জীবনের মারাত্মক সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। পরিবারেও এমন কেউ নেই যে তার দিকে সাহায্যের হাত বাড়াবে। আশা করি গোটা পরিস্থিতি আপনি কিছুটা আঁচ করতে পারছেন এখন। মেয়ের বাবা চারশত ডলারের দাবি জানিয়েছেন, তাও আবার বিলম্বে গ্রহণযোগ্য নয়। ফ্রাঁসোয়িসের ভাষ্য অনুযায়ী, এটা শুধু প্রথম কিস্তির চাহিদা মাত্র আপনি কি এবার তার পক্ষ হয়ে মেয়েটির পরিবার-পরিজনের সাথে দেখা করতে পারেন? আফ্রিকাবাসী হিসেবে আপনি আমার চেয়ে বেশি অগ্রসর হতে পারবেন এবং সবকিছু আমার চেয়ে বেশি জরিপ করতে পারবেন বলে আমার ধারণা।

যাহোক, এ বিষয়ে আপনার মতামত এবং পরামর্শ অনুগ্রহপূর্বক আমাকে জানাবেন।

ধন্যবাদান্তে,

ওয়াল্টার ট্রবিশ

BanglaBook.org

সেপ্টেম্বর.....১৬

পত্রক্রম ঃ ত্রিশ

প্রিয় ধর্মোপদেষ্টা,

আমরা দু-জনে আবার দু-জনকে দেখলাম। মনে হলো, এই প্রথম দেখছি সিসিলকে। এর পর থেকে সব কিছু যেন আবার বদলে গেছে।

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে গ্রামের বাড়িতে বাস করছিলাম। ঘন্টার পর ঘন্টা প্রতিদিন অন্ধকার কুঁড়ে ঘরে কাটিয়েছি। চার দেয়ালের অভ্যন্তরে বসে অজস্র চিন্তার গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খাচ্ছিলাম। দেয়ালে সাঁটা আমারই হাতের বিভিন্ন ম্যাগাজিনের অসংখ্য ছবির দিকে তাকিয়ে থাকতাম ফ্যাল ফ্যাল করে। মনে হতো, ঐ ছবিগুলো হঠাৎ একসময় কথা বলে উঠবে; এবং, চিন্তার এই চক্রব্যূহ থেকে বেরুবার একটা পথ ওরা আমাকে বাৎলে দেবেই। কিন্তু ওরা শুধু নির্বাক ছবি হয়েই থাকলো আমার কাছে। অসহ্য হয়ে উঠলো ওদের অস্তিত্ব একসময়। আমি নিজের তৈরী কারাগারে নিজেই বন্দী হয়ে রইলাম। দেয়াল ভাঙলো অবশেষে। আবার চারদিকে হঠাৎ যেন মুক্ত হাওয়ার লুটোপুটি শুনতে পেলাম। অবশ্য বাহ্যিক কোনো পরিবর্তন ঘটেনি এখনও। অর্থনৈতিক অবস্থা আগের মতোই। পরিবর্তন একটাই ঘটেছে মাত্র---। ওর সাথে দেখা হয়েছে।

এক বন্ধু যাচ্ছিল গাড়ি নিয়ে ঐ শহরে। বিকেলেই আবার ফিরে আসবে। আমায় সঙ্গে নিতে রাজি হলো সে। হাতে মাত্র দু-তিন ঘন্টা সময় থাকে। ভাবলাম তা-ই সই।

স্কুলের গেটে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলাম। স্রোতের মতো বেরিয়ে আসছিল ছাত্র -ছাত্রীরা একসাথে। সিসিলকে ঐ ভীড়ের কোথাও দেখতে পাচ্ছিলাম না। অনতিক্রম্য কয়েকটা মিনিট.....। সে এলো..। সবার শেষে। নিশ্চয়ই আমাকে দেখতে পেয়েছিল, তাই বাকি সবাই বেরিয়ে যাবার অপেক্ষা করছিল সম্ভবত। আমার দিকে মোটেই তাকালো না। পাশে এসে হাতখানি শুধু বাড়িয়ে দিল আমার দিকে। আমার প্রসারিত হাত দিয়ে তার আঙুলের অগ্রভাগ আলতোভাবে

BanglaBook.org

ছোঁয়ার চেষ্টা করলাম। দেখলে কেউ ভাবতো, রোজই মনে হয় আমরা একে অন্যকে এ ভাবে সম্ভাষণ জানিয়ে থাকি। হাব-ভাব দেখে মনে হচ্ছিল, আগে থেকে সে জানতো আমার আসার কথা।

'যাবার মতো দুটো জায়গা আছে মাত্র।'

ওর কথায় সম্বিৎ ফিরে পেলাম।

'রেড ডাংকি, মানে একটা রেষ্টুরেন্ট, অথবা ক্যাথলিক গীর্জা। এ দুটো জায়গায় যাওয়া যায়, কারণ ও দুটো সবসময় খোলা থাকে।'

সামনে তাকিয়ে থেকে বিড় বিড় করে কথাগুলো আওড়ালো সে। পকেট গড়ের মাঠ। তাই গীর্জাতে যাওয়াই যুৎসই মনে হলো আমার কাছে। হেঁটে যেতে প্রায় আধঘন্টা লাগে সেখানে। আমি আগে আগে আর আমাকে অনুসরণ করে সে পেছন পেছন ঢুকলো গীর্জায়। কারোর আন্দাজ করার উপায় নেই যে, আমরা একে অন্যের সাথে এসেছি। গীর্জাতে যাবার ফন্দি আমি কখনো উদ্ভাবন করতে পারতাম না। সত্যিই খোলা ছিল পুরো গীর্জাটি। হঠাৎ আমার মনে প্রশ্ন জাগলো, আমাদের প্রটেস্টান্ট গীর্জা সবসময় খোলা থাকেনা কেন? পেছনের সারির একটি বেঞ্চে বসলাম দুজনই। পাশাপাশি বসলেও কেউ কাউকে স্পর্শ করিনি, তাকাইনি আমরা কেউ কারোর দিকে, দুজনের দৃষ্টি একদম সোজা সম্মুখে প্রসারিত।

আপনি লিখেছেন, আমরা কি আলাপ করেছি--? বলা মুশকিল। কোনো আলাপই হয়নি আমাদের মাঝে। আসলে, এমন একটা ভিন্ন মেজাজে সময়টা পার হয়ে গেল, যা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য।

সে বললো: 'তুমি আসাতে আমি খুশী হয়েছি।

অপেক্ষাকৃত মৃদু স্বরে আমি বললাম : 'তোমার চিঠির জন্যে ধন্যবাদ।'

ব্যস এ পর্যন্তই। সম্পূর্ণ আলাদা কিছু আমি তাকে বলতে চেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, তাকে দোষারোপ করে নিজের পক্ষে কিছুটা সাফাই গাইবো। তার উপস্থিতি আমার সাজানো সব কথাকে একেবারে ভণ্ডুল করে দিলো।

আমরা একদম নিশ্চুপ ছিলাম। কতক্ষণ.....জানি না। সময় ফুরিয়ে আসছিল ভীষণ দ্রুত। নেহায়েত একগুঁয়েমি অথবা কোনো জেদের বশবর্তী হয়ে আমরা থ হয়ে বসেছিলাম, এমনও নয়। আসল ব্যাপারটি আমার মনে হয় আপনি আন্দাজ করতে পারছেন। আমরা দুজন একই সাথে নীরব ছিলাম। আমি নিশ্চিত হয়ে বলতে পারি, এই নীরবতাই আমাদের মধ্যকার উত্তাপকে গলিয়ে, গলিত লোহার মতো আবার আমাদের দুজনকেই সুদৃঢ়ভাবে সংযুক্ত করলো। জীবনে বহুবার বহু মেয়েকে বলেছি---'আমি তোমাকে ভালোবাসি'। তখন শুধু মজা লুটে উপভোগ করার উদ্দেশ্যই কাজ করেছে এসবের পেছনে। কিন্তু, প্রথমবারের মতো যখন এই 'শুদ্ধতম' শব্দটি অন্তর থেকে বলার শুভক্ষণটির মুখোমুখি

BanglaBook.org

হলাম, হায়, তখন কিছুই বলা হলো না। হৃদয়ের ভাষাকে মুখে উচ্চারণের মুহূর্তে শব্দগুলোকে আশ্চর্যজনক ভাবে ভীষণ ছোট্ট এবং বহুল ব্যবহারে জীর্ণ মনে হচ্ছিল আমার কাছে।

তবে আমরা যদিও কোন কথা বলিনি, তার পরেও বলা যায়, আমরা অনেক কথা বলেছি। মৌনতার মাঝে নিমগ্ন থেকে বুঝতে পারছিলাম, আমরা উভয়েই উভয়ের জন্যে। এ ধরনের একটা মানসিকতা আমাদের চেতনার গভীর থেকে গভীরতম প্রদেশে তার নিবাস গড়ে তুলছিল ধীরে ধীরে। এক ধরনের মিষ্টি-মধুর যন্ত্রণায় বিস্ময়কর এক আনন্দধারায় সিক্ত হচ্ছিলাম আমরা তখন ।

আমার জীবনের সবচে' আনন্দঘন কয়েকটি ঘন্টার স্মৃতি ঐ দিনকার সাক্ষাৎকারটি। এ ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জনের আগে 'ভালোবাসি' শব্দটি কারো মুখে উচ্চারিত হওয়া উচিৎ বলে আমি মনে করি না। মনে হচ্ছিল, বহুকাল থেকে আমরা একে অন্যকে জানি, একে অন্যের নিমিত্ত আমরা চিরদিন ছিলাম। মনে হচ্ছিল, সে আর আমি, এই দুজনে মিলে 'আমরা' নামক এক অভিন্ন মানুষের জন্ম হলো.....আমি তার হৃদয় আর সে আমার মস্তিষ্ক।

হৃৎপিণ্ডের অনুভব থেকে এই প্রথম নিশ্চিত জানলাম, মা-বাবা, সমাজ-সংস্কার, দেশ-গীর্জা এসব কোনো কিছুই আর আমাদেরকে পৃথক করার শক্তি রাখে না।হঠাৎ তখন মনে পড়লো, আমরা একটি ছাদের নিচে বসে আছি। মনে হলো আমরা দু-জনেই স্রষ্টার সম্মুখে দাঁড়িয়ে একে অন্যের সাথে শপথ করছি জীবনের জন্যে। তার হাতখানি টেনে নিলাম একসময়। দীর্ঘক্ষণ দুজনার হাত দুটি একত্রে থাকলো, অনড় অথচ সুদৃঢ় বেষ্টনিতে। এখন আপনাকে প্রশ্ন করছি, আর কতটুকু বাকি রইলো? এ-ই কি সব কিছু নয়? আমরা কি এখনো বিবাহিত নই? বিবাহের মূল অর্থটা কি? বাগদান অথবা এন্‌গেইজ্‌মেন্ট অনুষ্ঠানে আমরা যখন প্রতিজ্ঞার মন্ত্র উচ্চারণ করি, তখন কি বিয়েটা হয়ে যায় না?

"সমগ্র জীবনে আমি তোমারই থাকবো"-- বিধাতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে ইতিমধ্যে আমরা এই প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছি। এখনো কি আমাদের দু-জনকে বিবাহিত বলা যায় না?

আশ্চর্যের ব্যাপার কী জানেন----ওর কাছ থেকে বিদায় নেবার মুহূর্তটি আমি এখন আর মনে করতে পারছি না। এ যেন এক মধুর স্বপ্ন। আমাকে সে আরেকবার সাক্ষাতের অনুরোধ জানিয়েছিলো, আমি বলেছি-- 'আপাতত একটা কাজের সন্ধান করছি.এরপর আগু-পিছু একজন বাদে আরেকজন গীর্জা থেকে বের হয়ে নিজ নিজ গন্তব্যে যাত্রা করেছি।

আপনারই,

ফ্রাঁসোয়িস

BanglaBook.org

সেপ্টেম্বর.....১৬

পত্রক্রম ঃ একত্রিশ

প্রিয় ফ্রাঁসোয়িস,

সারাটা রাত ঘুমোইনি। কেঁদে ভাসিয়েছি। নিজেকে দোষারোপই করেছি। কারণ, তোমার সাথে কথা বলিনি।

হৃদয় আমার কানায় কানায় ভরপুর ছিল সেদিন, অথচ, কোনো কথাই বলা হলোনা। হয়তো ভাবছো, বদলে গেছি আমি, আকর্ষণ হারিয়েছি তোমার প্রতি ইদানিং, আর তাই, তোমাকে পাত্তা দিইনি।

বিশ্বাস করো, আনন্দে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম তোমাকে পাওয়ার পর। মনে রেখো, তুমি ছাড়া আমার আর কেউই নেই।

তোমারই,

সিসিল

BanglaBook.org

সেপ্টেম্বর.....১৮

পত্রক্রম ঃ বত্রিশ

প্রিয় সিসিল,

তোমাকে আমি আন্তরিক ভাবে জেনেছি। তোমাকে উপলব্ধি করেছি গভীর ভাবে। দোহাই তোমার, বন্ধ করো এই অশ্রুপাত। ভয়ের কোনো কারণ নেই। আমি আছি তোমার পাশেই।

দোষ আমি করেছি। অনেক কথা বলতে চেয়েছিলাম তোমাকে। ভেবে দেখো, আমিও তোমায় সেদিন কিছুই বলতে পারিনি। তোমার মধুর অভ্যর্থনা, অপূর্ব একটি সাক্ষাৎকারের অন্তরঙ্গ পরিবেশ রচনা করার অদ্ভুত কৌশল দেখে বিস্ময়ে আমি একেবারে হাঁ হয়ে গিয়েছিলাম।

এর পরে, তুমি এলে, পাশে বসলে। মনে হলো, শুধু আমারি জন্যে তুমি এখানে বসে আছো। সব কথার শেষ কথা হয়ে দাঁড়ালো কি জানো? শুধুমাত্র তোমারই উপস্থিতি।

যাদু করেছো তুমি আমায়--! আশার আলো দেখতে পাচ্ছি এখন। হাঁ করে চিলেকোঠার কড়িকাঠ না গুণে আজ সারাদিন মার সাথে বাগানে কাজ করেছি। বিস্ময়াভিভূত হয়ে মা শুধু বার বার আমার দিকে তাকিয়েছেন।

তোমারই,

ফ্রাঁসোয়িস

BanglaBook.org

সেপ্টেম্বর.....১৯

পত্রক্রম ঃ তেত্রিশ

প্রিয় ফ্রাঁসোয়িস,

ক্যাথলিক গীর্জায় তোমরা গিয়েছিলে তাহলে? তোমাকে আগেই বলেছিলাম, সিসিল নিশ্চয়ই সুন্দর কোনো পরিকল্পনা খুঁজে বের করতে পারবে। দেখলে তো? আফ্রিকাতে কোনো মেয়ের সঙ্গে নির্জনে দেখা করার সুযোগ খুঁজে বের করা অবশ্যই একটি ছেলের পক্ষে সত্যিই কষ্টকর। এ ধরনের সমস্যাতে গীর্জার সাহায্য করতে পারা উচিৎ।

তোমরা দু-জনে যে মধুর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছো, সে জন্যে নিজেকে ধন্য মনে করছি আমি। তোমাদের হৃদয়ের স্পন্দনকে আমি অতি সহজে অনুভব করতে সমর্থ হচ্ছি।

তোমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বড় কঠিন। জটিল প্রশ্ন করার একধরনের সহজাত গুণ রয়েছে তোমার মাঝে। তোমার জটিল প্রশ্নমালার উত্তর দেওয়ার আগে তাই তো আমাকে ভাবনার গভীর সাগরে প্রতিবারই ডুব দিতে হয়। রহস্যকে কখনো বিশ্লেষণ করা যায় কি? বলো-ই না, তাকি পারা যায়?

বিয়ের প্রারম্ভ কোথায়? বাইবেলের সুরেই বলছি-একটি রহস্যের নাম হচ্ছে বিয়ে। গভীর অর্ন্তদৃষ্টি দিয়ে কোনো রহস্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যায়, কিন্তু কখনো শেষ মাথায় পৌঁছানো যায় না। প্রারম্ভটা তাই, এই রহস্যেরই একটা অংশ।

তুমি লিখেছো--'আমি আর সে দু-জনে মিলে এক হয়েছি, যেন একজন ব্যক্তি।' একজন ব্যক্তির জীবনের সূত্রপাত কিন্তু আরো পূর্বে হয়ে যায়। জীবন শুরু হয় কখন!

জীব-বিজ্ঞানের ভাষায়--গর্ভধারণের মুহূর্ত থেকেই। সেই মুহূর্ত থেকেই জীবনের উপস্থিতি। নুতন একজন ব্যক্তির শুরু হয় যাত্রা। অথচ, এই ব্যক্তি-মানুষ থাকে আমাদের দৃষ্টিসীমানার আড়ালে। অর্থাৎ, মাতৃগর্ভে ধারন করার মধ্যবর্তী সময়টুকুতে। কেবল মাত্র তখন এটুকু বলা যায়-----একজন নতুন মানুষের আবির্ভাব ঘটার পথে।

BanglaBook.org

বিয়ের দিনটি হবে তোমাদের অভিন্ন সত্তার জন্মদিন, অর্থাৎ, যেদিন নতুন মানুষটি প্রথম পৃথিবীর আলো বাতাস দেখতে পায়, সেদিন। তখন সবাই তাকে দেখতে পায়, উৎসব হয়, সবাই জানতে পারে তখন।

এই হলো বিয়ে এবং বাগদানের আসল ছবি। তোমাদের অভিন্ন জীবনযাত্রা প্রকৃতভাবে শুরু হয়ে গেছে। গীর্জার অভ্যন্তরে যখন তোমরা বসেছিলে, সেই শুভ মুহূর্তটিতে কি তা শুরু হয়েছিল? এর আগে কি তা অনুপস্থিত ছিল? নাকি চলন্ত বাসের প্রথম দেখাতেই সেই জীবনের সূত্রপাত। অথবা, প্রথম দিকের প্রদীপ্ত পত্রালাপের সেই দিনগুলোতে? এই প্রশ্নমালার উত্তর দেওয়ার সাহস কে রাখবে বলো? নাকি রহস্য হয়েই থাকবে উত্তরগুলো, ঐ প্রশ্নবোধক চিহ্নের মতো? নতুন মানুষ বা ব্যক্তির নতুন অভিন্ন জীবনের আগমনী সুর বাজছে এখন।

কিন্তু, এই পথ পরিক্রমা সময় সাপেক্ষ। এই নতুন সত্তা ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে, ঠিক যে ভাবে একটি শিশু তার মাতৃগর্ভে বৃদ্ধি পায়। বাগদানের বা এন্‌গেইজ্‌মেন্টের সময় থেকে এই একত্রে বেড়ে ওঠার প্রক্রিয়া শুরু হয়। তোমার অর্জিত অভিজ্ঞতা এই বেড়ে উঠার ইঙ্গিতই বহন করছে------যেমন : একে অন্যকে দেখতে পাবার আনন্দ, আবার বিচ্ছেদে বেদনা, কথা না বলা এবং নীরব থাকা, একটা চিঠি লেখার পর তার উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করা, আশা-নিরাশা, শত বাধা-বিপত্তির যন্ত্রণা, এই নতুন ভাবী সত্তাকে পরিণত এবং সুস্থসবল ভাবে তৈরী করবে। ক্রমবৃদ্ধির এই প্রক্রিয়াটি কিন্তু গোপনে সাধিত হয়। বিধাতার পর একমাত্র তোমরা দু'জন ছাড়া আর কেউ তা জানতেই পারবে না। আর কিছু শুভাকাংখী, যাঁদের সাথে তোমরা এ ব্যাপারে আলাপ করেছো, সজ্জন হিসেবে, হয়ত তাঁরা জানতে পারবে। অতএব তোমাদের বিয়ের প্রারম্ভ হয়েছে, অথচ বাস্তবে দেখা যাচ্ছে না-----ঐ শিশুটির মতো, মাতৃগর্ভে এখনো যার অঙ্গবৃদ্ধি হচ্ছে। এখন তুমি মধ্যবর্তী স্থানে বিরাজ করছো। তোমার বিয়ের ফুল ফোটার পথে।

এন্‌গেইজ্‌মেন্ট অনুষ্ঠানে তোমাকে বলতে হয় "চেষ্টা করে দেখতে চাই আমরা, একে অন্যের অঙ্গীভূত হতে পারি কি না?" বিয়ের দিন প্রকাশ্যে সকলের সামনে তুমিই বলবে--"পরীক্ষায় আমরা উত্তীর্ণ হয়েছি এবং ফলাফল হ্যাঁ বাচক হয়েছে।"

শুধুমাত্র বার্থ সার্টিফিকেটের মাধ্যমেই যে ভাবে একটি জন্মের অস্তিত্বকে প্রমাণ করা যায় না, ঠিক তেমনিভাবে, ম্যারেজ সার্টিফিকেটের বদৌলতেই একটি বিয়ের অস্তিত্ব রচিত হয়না। অধিকন্তু, কোনো অবস্থাতেই তুমি এসব সামাজিক আইন-কানুনকে এড়িয়ে যেতে পারবে না। বিবাহ শুধুমাত্র একটি অনুষ্ঠানই নয়, দাপ্তরিক নিবন্ধীকরণ বা রেজিস্ট্রেশনও বিবাহের একটি প্রামাণ দলিল। সমাজের আরো পাঁচজনের গোচরীভূত হওয়ার ফলে এর স্থায়িত্ব আরে

BanglaBook.org

পাকা হয়। এমতাবস্থায় সম্পর্কটি সামাজিক আইন সম্মত হয়। মার্টিন লুথার একবার বলেছিলেন--"গোপন বিবাহকে কোন বিবাহ বলাই চলে না।" যার জন্যে যুগ যুগ থেকে মানুষ আনন্দোৎসব এবং ভোজ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই দিবসটি উদযাপন করে আসছে।

বিশ্বাস করো, তোমার বিয়ের এই জন্মদিনটি পালনের উদ্দেশ্যে আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। এ বিষয়ে পালনীয় যাবতীয় কাজকর্ম আমি সানন্দে করার জন্যে প্রস্তুত আছি; তবুও, যাতে সব কিছু ভালোয় ভালোয় তাড়াতাড়ি হয়ে যায়, এ জন্যে আমি প্যাসটর আমোছ-এর কাছে সম্প্রতি একখানা চিঠি লিখেছি। অবশ্য তাঁর কাছ থেকে এখনো কোনো উত্তর পাইনি।

ইতি,

ট্রবিশ

BanglaBook.org

সেপ্টেম্বর.....২০

পত্রক্রম ঃ চৌত্রিশ

প্রিয় প্যাসটর ট্রবিশ,

আপনার চিঠি পড়ার পর বেশ কয়েকটি কারণে আমি বিস্মিত হয়েছি। আফ্রিকাবাসীকে গীর্জার শৃংখলাবোধ সম্পর্কে পরিচিতি বাড়ানোর উদ্দেশ্যেই আমরা এখানে প্রেরিত হয়েছিলাম। যদিও ইউরোপ আমেরিকার গীর্জাসমূহে এই সমস্ত বিধি-নিষেধ আজকাল আর অনুশীলন করা হচ্ছে না।

সাদা চামড়ার মিশনারিরা যখন এ ধরনের আইনের প্রর্বতন করেন, তখন তাঁদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগের কণ্ঠ শোনা যায় না, কিন্তু যখনই আমরা, আফ্রিকার মিশনারিরা সেই একই আইনের অনুশীলন করি, তখনই শুরু হয় সমালোচনার তুফান। আপনারা আমাদেরকে যা শিখিয়েছেন আসলে আমরা ঠিক তাই-ই পালনের চেষ্টা করছি। কেউ বিশ্বাসঘাতকতা না করলে ফ্রাঁসোয়িস কি আপনার কাছে এসে তার কৃতকর্মের ক্ষমা চাইতো? বিষয়টি যদি সে আর মেয়েটির মধ্যে গোপন থাকতো, তাহলে কি সে এ ধরনের পদক্ষেপ নিতো? অন্তত তখন আমি আপনার যুক্তিকে মেনে নিতে পারতাম।

সে 'অনুতপ্ত' হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু, ধরা পড়ার পর। সে জন্যেই আমরা তার উপর কড়া নজর রাখছি। পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অনুসন্ধান করার চেষ্টা করছি, সে সত্যিকার ভাবে অনুতপ্ত হয়েছিল কি না? খ্রিস্টীয় ভোজ সভাতে ছমাসের জন্যে তার অংশ গ্রহণ নিষিদ্ধ করার পেছনে মূল কারণ হলো, এই অন্তরীণ সময়টুকু তার বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের নিমিত্ত আমরা নির্ধারণ করেছি, অবশ্য তার মানে এই নয় যে, অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা প্রার্থনার পরেও সে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়নি। গীর্জার অন্যান্য উপাসকমণ্ডলীর জন্যে সিদ্ধান্তটি এ হেন কার্য্যক্রমের বিরুদ্ধে সর্তক সংকেত হিসেবে কাজ করবে। এ ধরণের দৃষ্টান্তমূলক সিদ্ধান্ত অসৎকর্মে প্রলুব্ধ হবার প্রাক্কালে প্রতিরোধ শক্তি হিসেবে তাদের পাহারা দেবে। শৃংখলা ভঙ্গের শাস্তি ফ্রাঁসোয়িসের প্রতি আরোপি না হলে, আরো অনেকেই এ ধরনের কর্মকাণ্ডের প্রতি অতি স্বাভাবিক ভাবে আকৃষ্ট হতো। গীর্জার পবিত্রতা রক্ষার মহান দায়িত্ব আমার ঘাড়ে, যার ফলে আপনার অনুরোধ রক্ষার করার সাহস পাচ্ছিনা। যীশুর রুটির উপর লালিত হয়ে ঐ রুটিকেই অপমান করা, যীশুকে এবং তাঁর রক্তকে অপবিত্র করার শামিল। পাপ শুধু মানুষের জীবনকে ধ্বংস করেনা, বরং সাথে সাথে সমগ্র উপাসকমণ্ডলীকেও কলুষিত করে।

BanglaBook.org

এ জন্যে গীর্জার দায়িত্ব হচ্ছে, তার উপাসকমণ্ডলীর সম্মুখে পাপের শাস্তি বিধান করা। বাইবেলে আছে; বিধাতা পাপের শাস্তি বিধান করে থাকেন। উরিয়ার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করার পর ডেভিডকে শাস্তি দেয়া হয়েছিল, তার ছেলে মারা গিয়েছিল পরিণামে। একটি মিথ্যার জন্য আনানিয়াছ এবং সাফারিয়াকে মৃত্যুমুখে পতিত হতে হয়েছিল (পরিচ্ছেদ ৫:১-১১)।

আফ্রিকার যুবসমাজকে আপনার চেয়ে ভালোভাবে জানি আমি। অপরাধ করে স্বীকার করে নিতে তারা পাক্কা ওস্তাদ। শাস্তি থেকে রেহাই পাবার উত্তম কৌশল হিসেবেই তারা এই পন্থাকে অবলম্বন করে থাকে। আপনার পদ্ধতি মারাত্মক বিপদজনক। ক্ষমা পাওয়াটা যদি এতোই সোজা হয়, তাহলে পাপ করার পর শুধুমাত্র আপনার দুয়ারে এসে দাঁড়ালেই হলো একজনার, ব্যস, সব শেষ। এমতাবস্থায় প্রতিরোধের শক্তি অর্জন করার চাইতে আবার পাপ করার প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা বিচিত্র নয়।

অপরপক্ষে, প্রকৃত অনুতাপের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্যে শাস্তির প্রয়োজন রয়েছে। ফ্রাঁসোয়িসকে শাস্তি প্রদান না করলে হয়তো সে প্রায়শ্চিত্ত করার কথা কল্পনাও করতে পারতোনা কোনোদিন। অতএব এই মুহূর্তে স্কুলের চাকরিটি আমি তাকে ফেরৎ দিতে পারিনা। ছাত্র-শিক্ষক কারোর কাছে ব্যাপারটি এখন আর গোপন নেই। তাকে বরখাস্ত না করলে স্কুলের শান্তি-শৃংখলা ব্যাহত হতো নিঃসন্দেহে।

মূলতঃ ব্যভিচারের ঘটনাবলী এমনিতেই আমাদের সমাজে খুব কম ছিল। মৃত্যুদণ্ড থেকে শুরু করে নানা রকম ভয়ংকর শাস্তি দেওয়া হতো এককালে আমাদের সমাজে এই অপরাধে। ধর্মযাজকেরা তাঁদের উপদেশবাণীর মাধ্যমে ব্যাভিচারকে সবচেয়ে বড় অপরাধ বলে অভিহিত করেছেন, যদিও একমাত্র অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করেননি। এই সুবাদে বর্তমানে এটা একটা আকর্ষণীয় অপরাধ হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। অপরপক্ষে, এখন যদি তাঁরা শাস্তি প্রদানের সময় আবার বাধা দেন, তাহলে আমরা যাই কোথায়?

সিসিলের বাড়িতে যাবার অনুরোধ করেছেন আপনি আমাকে। সানন্দে আমি তা গ্রহণ করছি, যদিও জানি, যাবার সাথে সাথে তার বাবা আমার কাছে কি ধরনের যুক্তি-তর্ক পেশ করবেন, আত্মপক্ষ সমর্থনের অজুহাতে। ফ্রাঁসোয়িসকে আমার সাথে নিয়ে যেতে চাই। দয়া করে বলবেন তাকে, আমার সঙ্গে দেখা করতে।

ধন্যবাদান্তে,

প্যাসটর আমোছ

BanglaBook.org

সেপ্টেম্বর.....২২

পত্রক্রম ঃ পঁয়ত্রিশ

প্রিয় ফ্রাঁসোয়িস,

তোমার চিঠি পাওয়ার পর আমার মনের যন্ত্রণা অনেকটা লাঘবই হয়েছে। আমার উপর রাগ করোনি, তাই, খুব খুশী লাগছে। আরো আগে তোমাকে লিখতে চেয়েছিলাম, প্রচণ্ড পড়ার চাপে হয়ে ওঠেনি।

তোমার একটা সুসংবাদ আছে। আমার বান্ধবী, বার্থার চাচা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে চাকরি করেন। সে বলল. তিনি তোমাকে অতি সহজে পাবলিক স্কুলে একটা চাকরি যোগাড় করে দিতে পারবেন। প্রস্তাবটি দয়া করে বিবেচনা করে দেখো। তুমি তাহলে রোজগার করবে এবং আমরা প্রতিদিন একে অন্যকে দেখতে পাবো।

তোমারই,

সিসিল

BanglaBook.org

সেপ্টেম্বর.....২৪

পত্রক্রম ঃ ছত্রিশ

প্রিয় ধর্মযাজক,

আপনার চিঠির জন্যে অশেষ ধন্যবাদ। চিঠিখানা পড়ার পর আমাকে প্রচুর ভাবতে হয়েছে। বাগদান এবং গর্ভধারণের মধ্যবর্তী সময়ের তুলনামূলক উদাহরণটি সত্যি চমৎকার। একটি শিশুর আগমনী সংকেত যখন ধরা পড়ে, তখন কিন্তু মোটামুটি বলে দেওয়াই যায়, কখন এই শিশুটি পৃথিবীর মুখ দেখবে। আমি কোন অবস্থাতেই হিসাব মেলাতে পারছি না, আমাদের বিয়ের ফুল কবে ফুটবে? অনিশ্চিত প্রতীক্ষার এই যন্ত্রণা অসহ্য হয়ে উঠেছে তাই আমার কাছে।

একই দিনে আপনার এবং সিসিলের চিঠি পেয়েছি, সাথে পাঠাচ্ছি ওর চিঠিখানা। একজন খ্রিস্টান হিসেবে পাবলিক স্কুলে মাষ্টারি করা কি আমার পক্ষে সম্ভব হবে? আপনার অভিমত কি?

আপনি কি মনে করেন, একই শহরে আমাদের দুজনের থাকা মঙ্গলজনক? অবশ্য, সিসিলের হাতের লেখা মিষ্টি-মধুর চিঠি থেকে তাহলে বঞ্চিত হবো। আপনার উত্তরের জন্যে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছি।

আপনারই স্নেহধন্য,

ফ্রাঁসোয়িস

BanglaBook.org

সপ্টেম্বর.....২৭

পত্রক্রম ঃ সাঁইত্রিশ

প্রিয় ফ্রাঁসোয়িস,

পাবলিক স্কুলে কেন তুমি চাকরি করতে পারবে না? খ্রিস্টান হওয়া তো দোষের কিছু নয়? অবশ্যই পারবে। গীর্জা যদি তোমাকে চাকরি দিতে পারতো, তাহলে অন্য কথা ছিল। যাজক আমোছ তাঁর চিঠিতে আমাকে জানিয়েছেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁর পক্ষে তোমাকে কোনো অবস্থাতেই চাকরি দেয়া সম্ভব নয়। এই মর্মে তাঁর অসুবিধার দিকটাও আমাদের বিবেচনা করা উচিৎ। গভীর চিন্তা-ভাবনা এবং প্রার্থনার পর তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, এটা তোমাকে সুনিশ্চিত বলে দিতে পারি আমি।

তোমার পথ সম্পূর্ণ খোলা। বিধাতা আমাদেরকে ধাপে ধাপে সাহায্য করেন। তিনি দৈনন্দিন আহারের প্রতিজ্ঞা করেন আমাদের কাছে, সমগ্র জীবনের নয়।

চাকরিটি গ্রহণ করার জন্য আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি। খ্রিস্টীয় সমাজের বাইরে অবস্থান করার ফলে তোমার চারিত্রিক বিশুদ্ধতা প্রমাণের আরো ভালো সুযোগ পাবে তুমি। শুধু চোখ-কান খোলা রেখে সর্বক্ষণ সতর্ক থাকতে হবে তোমাকে। ভবিষ্যত বিয়ের সৌজন্যে তোমাদের দুজনের ঘন ঘন সাক্ষাৎ ঘটা প্রয়োজন। ইতিপূর্বে তোমাকে লিখেছি, বাগদানের সময় হচ্ছে প্রস্তুতি গ্রহণের মূল ক্ষেত্র; তোমাদের একীভূত জীবনের পর্যায় ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। কি? এখনও অনেক পরীক্ষা বাকি? তার মানে কিন্তু এই নয় যে, তোমরা একে অন্যকে পরীক্ষা করতে থাকবে। তোমরা দুজনে মিলে অভিন্ন একটি সত্বার আদৌ জন্ম দিতে পারছো কি না? আসলে এই প্রশ্নের উত্তর তোমাদেরে খুঁজে বের করতেই হবে। এসব ক্ষেত্রে চিঠি-পত্র বেশ কাজে আসে। সামনা-সামনি যে কথা বলা যায় না, সেই কথাটুকুই চিঠির ভাষায় অতি সহজে প্রকাশ করা যায়। আবার শুধু লেখা-লেখির মাধ্যমে একে অন্যকে জানা সম্ভব হয় না। বিভিন্ন মানবিক পরিস্থিতিতে তোমাদের সাক্ষাৎ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। বিশেষ করে মন ভালো থাকার সময়, আবার মন খারাপ থাকার সময়--। আলাপ আলোচনা না হলে একজন আরেকজনকে ঘনিষ্ট ভাবে জানবে কি করে?

BanglaBook.org

নীরব থাকাটাও কথোপকথনের অংশ-বিশেষ। ইতিপূর্বে এই অভিজ্ঞতা তুমি অর্জন করেছো; তবে মনে রাখবে, শুধু অংশ বিশেষ। সুতরাং এবার তোমাকে মুখ খুলতে হবে। দুজনকেই দু-জনের কথা শোনার চেষ্টা করতে হবে। নির্বাক দাম্পত্যজীবন অনেকটা প্রাণরসহীন বৃক্ষের মতনই। একদিন তা শুকিয়ে যাবেই। সবকিছুতেই দু-জনে একমত পোষণ করতেই হবে, এমন কোনো কথা নয়। তবে উভয়ের ভালোবাসা যেন ততটুকু গভীর হয়, যাতে একজনের অভিমতকে অপরজন সম্পূর্ণ মর্যাদায় বিচার-বিশ্লেষণ করার মতো ক্ষমতা রাখতে পারে। ঘন ঘন দেখা হলে একটি মারাত্মক অসুবিধার সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা রয়েছে। উভয়ের মেলামেশার মাঝখানে একটি অদৃশ্য সীমানা তৈরী করতে হবে, এবং দুজনকেই এই সীমানার মধ্যে অবস্থান করতে হবে। অন্যথায় জৈবিক বাসনাকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে না তোমরা।

বছরের শুরুতে আমারি লেখা একখানা চিঠিতে সত্যিকার পুরুষের যে সংজ্ঞা তোমাকে দিয়েছিলাম, আজ আবার তা মনে করিয়ে দিচ্ছি কিন্তু !

আরেকটি ব্যাপার। প্যাস্টর আমোছ লিখেছেন, তিনি সিসিলের বাবার সঙ্গে দেখা করতে যাবেন এবং তিনি তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইছেন। শহরে যাবার পথে প্যাস্টর আমোছ এর সঙ্গে দেখা করে একটা দিন তারিখ এ ব্যাপারে ঠিক করে নিও। ঐ বিশেষ দিনটিতে আমি তোমার জন্যে গভীর চিন্তিত থাকবো।

তোমারই,

ট্রবিশ

BanglaBook.org

সেপ্টেম্বর.....২৮

পত্রক্রম ঃ আটত্রিশ

প্রিয় ধর্মযাজক আমোছ,

আপনার চিঠিখানা পেয়েছি। বস্তুত, নিরুত্তাপ একখানা চিঠি। বুঝতে আর মোটেই বাকি নেই, আমার চিঠিখানা আপনাকে যথেষ্ট কষ্ট দিয়েছে। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি, আপনার পক্ষে কতো কষ্ট হয়েছিল সেই চিঠির উত্তর লিখতে।

সর্বোপরি একখানা সরল-সোজা এবং সৎ উত্তরের জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আপনার ধারণাই সঠিক। আমরা মিশনারিরা ধর্মযাজকরা অনেক ভুল করেছি। আমাদের অনেক কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত হওয়া উচিত। ফ্রাঁসোয়িসকেও আমি একই কথা লিখেছি। তার জীবনের জন্যে আমরাও আংশিকভাবে দায়ী। আমাদের হাজারো ভুলের পরেও স্রষ্টা একটি গীর্জা নির্মাণ করেছেন! এটাই সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার। তাই সকল প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য।

আত্মপক্ষ সমর্থনের খাতিরে আপনাকে আমি কিছুই লিখছি না। ফ্রাঁসোয়িসের জন্য এবং তৎসঙ্গে আরো অনেক যুবক, যারা এ ধরনের পরিস্থিতির শিকার হচ্ছে, তাদের জন্যে আমি লিখছি আপনাকে। অন্তত তাদের জন্যে আমাদের অনুসন্ধান করা উচিৎ, স্রষ্টার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? বিশ্বাস করুন, এই মন এবং মনোবৃত্তি নিয়ে আপনার কাছে বেশ কয়েকটি নির্দিষ্ট প্রশ্ন রেখেছিলাম।

প্রকৃত অনুতাপকারীকে সনাক্ত করার মতো অন্য কোনো মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি আছে কি? নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত কেউ যদি কোনো নির্দিষ্ট অপরাধ-কর্ম থেকে বিরত থাকে, তা হলে কি তা অনুতপ্ত হওয়ার একটি গ্রহণযোগ্য প্রমাণ হিসেবেই চিহ্নিত হয়? কারোর হৃদয়ের অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করার ক্ষমতা একমাত্র স্রষ্টাই রাখেন, নয় কী?

করীন্থিয়ান ১ এর ১১ অধ্যায়ের ২৭ নম্বর অনুচ্ছেদের উদ্ধৃতি দিয়ে আপনি লিখেছেন। এর পরের অনুচ্ছেদে অর্থাৎ অনুচ্ছেদ ২৮ এ বলা হয়েছে ."মানুষ তার নিজেকে পরীক্ষা করুক"। আফ্রিকার গীর্জাসমূহে আমরা কি ঠিক তার

BanglaBook.org

বিপরীত পদ্ধতির অনুশীলন করছি না? যেখানে ধর্মযাজক এবং গীর্জার কর্তাব্যক্তিরা শুধুমাত্র তাঁদের সদস্যবর্গের পরীক্ষা গ্রহণেই নিবেদিত?

আদর্শের মূল মাপমাঠি যদি এই হয়, তা হলে গীর্জার পাদ্রী এবং যাজকদের কেন পরীক্ষা করা হবে না? কে মূলত সম্মান পাওয়ার উপযুক্ত? আমি? আপনি? মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিরাই শুধু প্রার্থনা সভায় যোগদানের উপযুক্ত হিসেবে বিবেচ্য হলে, অন্য কারোর সাহস বাকি থাকে সেখানে যোগদান করার? শুধুমাত্র যাঁরা যোগ্যতা হারানোর ব্যাপারে সচেতন, একমাত্র তাঁরাই যোগদানের উপযুক্ত হবেন তাহলে !

ফ্রাঁসোয়িস সত্যকে উদঘাটন করেছে। সে এই সত্যকে এখন আরো গভীর এবং স্পষ্টভাবে বিশ্বাস করে। বর্তমানে যীশুর সাহচর্য তার একান্ত প্রয়োজন। এবং তার নিজেরও এই প্রত্যাশা। এমতাবস্থায় আমাদের মতো মানুষ কোন্ সাহসে তার এবং যীশুর মাঝখানে দাড়ানোর কল্পনা করছি? যীশু তাকে যে মূল্যবান উপহার প্রদানের অভিলাষ রাখেন, তার সে সুযোগ কেড়ে নেয়ার দুঃসাহস কি আমাদের করা উচিৎ?

হ্যাঁ, আপনার এই যুক্তিটির সত্যতা আমি স্বীকার করছি। বিধাতা শাস্তি প্রদান করেন।

কিন্তু সব দৃষ্টান্ত খুঁজে দেখুন, দেখবেন, বিধাতাই সব সময় শাস্তি প্রদান করে থাকেন, মানুষ অথবা গীর্জা নয়।

প্রিয় ব্রাদার আমোছ, মারাত্মক একটি প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন আপনি গোটা পাদ্রীসমাজকে । বিশ্বাসের অভাব গীর্জার বিরুদ্ধে এসে দাঁড়ায়নি এখানে।

আরো একটি প্রশ্ন আপনাকে না করে পারছি না। আপনার কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত সাধনের পথ কি খুব সহজ এবং সাধারণ বলে মনে করেন আপনি?

যারা কোনোদিন এই অধ্যায়ে প্রবেশ করেনি, মাঝেমধ্যে তারা এ ধরনের মন্তব্য করে থাকে। আমার জীবনের সবচেয়ে কঠিন পদক্ষেপ মনে হয়েছে এটিকে আমার কাছে। ফ্রাঁসোয়িসের নিজের অভিজ্ঞতায় অনুরূপ উপলব্ধির আভাস পাই। প্রচণ্ড যুদ্ধ করতে হয়েছে তাকে নিজেরই সঙ্গে। এই মর্মে আমি নিজে তার পক্ষে সাক্ষ্য দানে প্রস্তুত আছি। একজন উপদেষ্টার পক্ষে বিষয়টি অনুভব করতে পারাটা অতি স্বাভাবিক। তার জন্যে এই ক্ষমা বড় মূল্যবান ছিল --- যে ক্ষমার মূল্য যীশু তার নিজের জীবন দিয়ে পরিশোধ করেছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিটিকে স্ব-বিরোধী মনে হলেও সত্যবিরোধী নয়। এই মহামূল্যবান ক্ষমা আমাদের উপর অবাধে বর্ষিত হয়েছে।

স্কুলের নিয়মানুবর্তিতার ব্যাপারে আমার কোনোকিছু অজানা নয়। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং একটি গীর্জার মধ্যে যথেষ্ট তফাৎ রয়েছে। আগের স্কুলে

BanglaBook.org

ফিরে যাওয়া ফ্রাঁসোয়িসের পক্ষে শোভন হবে বলে আমিও ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি না। সমস্যাটির অন্য কোনো সমাধান হয়তো খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

আপনার সাথে দেখা করার জন্যে ইতিমধ্যে আমি তাকে চিঠি লিখেছি। সিসিলের বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে রাজি হয়েছেন বলে আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। কামনা করি, এই সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানের জন্য স্রষ্টা আপনাকে যথেষ্ট জ্ঞান দান করুন। ঐ দিনটিতে আমি আপনার কথা বিশেষভাবে স্মরণ করবো।

আপনারই ভাই,

ওয়াল্টার ট্রবিশ

BanglaBook.org

অক্টোবর.....১৭

পত্রক্রম ঃ উনচল্লিশ

প্রিয় উপদেষ্টা,

বিগত দু'সপ্তাহ যাবৎ শহরে এসেছি। ভুল লিখলাম, তিন সপ্তাহ কেটে গিয়েছে এই ফাঁকে। সময় কত দ্রুত ফুরিয়ে যায়!

আসার পথে প্যাস্টর আমোছ-এর সঙ্গে দেখা করেছি। হতবাক হয়েছি তাঁর বন্ধুসুলভ আচরণে। আগামীকাল তাঁকে নিয়ে সিসিলের বাবার সঙ্গে দেখা করতে যাবার কথা। পারিবারিক মুখপাত্র হিসেবে সঙ্গে থাকছে আমার সৎভাই য্যাক। অতএব আনুষ্ঠানিক সফরই বলা চলে কালকের এই যাত্রাটিকে।

কিন্তু সেখানে যাবার আগে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা আপনাকে না জানালেই নয়। সিসিল আমার জন্যে অবশেষে একটা চাকরি খুঁজে পেয়েছে। প্রতিদিন সকালে যখন নতুন স্কুলে ঢুকি, কৃতজ্ঞতায় মনটা তখন ভরে উঠে ওর প্রতি। রোজ বিকেলে তার দেখা পাওয়ার পর নিজেকে আরো বেশি ধন্য মনে হয়। সহজাত একটি বিশেষ গুণ রয়েছে ওর মাঝে। প্রতি মুহূর্তে নিত্যনতুন পরিকল্পনা তার মাথায় খেলা করে। ইদানিং দুটো সাইকেল ধার করেছে সে। ছুটির পর রোজ আমরা সাইকেলে চেপে গাছপালায় ঘেরা ঝোপ-ঝাড়ের নির্জনতায় বেরিয়ে পড়ি। সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে এলে ফিরে আসি আবার দু'জনে। সে চলে যায় তার চাচার বাসায়। আপনার ভাষায় বলছি এবার : আমরা এখন আবিষ্কার করছি একে অন্যকে। প্রতিটি দিন একেকটা নতুন আবিষ্কারের আনন্দে ভরপুর। অজানা কোন অঞ্চলের সঙ্গে একটি মেয়েকে তুলনা করতে ইচ্ছে করছে। ভাবতে অবাক লাগে! এই আমি? কোনো একদিন মেয়েদেরকে টুথব্রাশের সঙ্গে তুলনা করতাম, ব্যবহারের পর যে সামগ্রীর আর কোনো মূল্যই থাকেনা! এবং একটি মেয়েকে ব্যবহারের মাধ্যমে গোটা মেয়ে জাতটিকে জানার অভিলাষ পোষণ করতাম একসময় অন্ধের মতো।

আজ এই আমি, শুধুমাত্র একটি মেয়েকেই জানতে চাই। মেয়েটির নাম সিসিল। অন্য কারোর অস্তিত্ব আছে বলে এখন আর মনে হয় না। তার মাধ্যমে আমি বিশ্বের তাবৎ মহিলাকে জানতে চাই--।

BanglaBook.org

সাইকেলে চেপে তাকে আগে চালানোর সুযোগ দিয়ে আমি থাকি পেছনে। জানেন কি জন্যে? পেছন থেকে তাকে দেখার আশায়। মাথার উপরে বেণী বাঁধার ফলে ল-ম্বা স-রু ঘাড়টি তার, নিরাভরণ থাকে। টিলাতে যখন উঠি আমরা, দ্রুত পা চালাতে হয় তাকেও প্যাডলের উপর। তার স-রু ঘাড়খানি, তখন শরীরের সাথে তাল মিলিয়ে অপূর্ব এক ছন্দে দুলতে থাকে। ঘন্টার পর ঘন্টা এই দৃশ্যটি দেখে আমি ক্লান্ত হবো না কোনদিন। রাতে বাড়ি ফিরে স্বপ্ন দিয়ে সাজাই সেই অপূর্ব দৃশ্যটিকে আমার মনের আঙিনায়।

তারপর আমরা সাইকেল থেকে নেমে নরম ঘাসের উপর বসি। এমন কোন বিষয় নেই যা আলোচনা হয়নি ইতিমধ্যে। প্রতিটি বিষয়ে তার নিজস্ব একটা মতামত রয়েছেই। নিজস্ব চিন্তাশক্তি অথবা ব্যক্তিগত অভিমত প্রকাশের ক্ষমতা কোনো মেয়েলোকের আছে বলে আমার ধারণা ছিল না।

তার কথা বলার অপূর্ব ভঙ্গি দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে যাই, কান পেতে শুনি তার কণ্ঠস্বর, অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি তার চোখের দিকে, পর্যবেক্ষণ করি হাত দুটোকে।

ইচ্ছে হয়, ছুঁয়ে দেখি থাকে। আপনি একবার বলেছিলেন : "তোমার আদর সোহাগ ভবিষ্যতের বাগদত্তার জন্যে তুলে রাখো।" সিসিল এখন আমার বাগদত্তা। কতটুকু অগ্রসর হবার আবার সাহস করা উচিৎ আমার? সীমানার ভেতরে থাকার জন্যে আপনি আমাকে উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু সীমানা কতটুকু?

সরাসরি স্বীকার করছি আপনার কাছে। যখন আমরা কথা বলি, তখন আমাদের একে অন্যের হাত পরস্পরকে খুঁজে বেড়ায়। আমার বিশ্বাস, আমি তার হাত না ধরা পর্যন্ত সে অপেক্ষমান থাকে। আমার ঘাড়ে মাথা রাখলে সে খুশী হয়। তার ঠোঁটে তখন মৃদু হাসি খেলে যায়। শান্ত, নীরব হাসি। আরো একটি ব্যাপার স্বীকার না করে আমি পারছি না আপনার কাছে। তাকে সম্পূর্ণ অধিকার করার আকাঙ্খা আমার মনের গভীরে তখন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। মন থেকে কোনো অবস্থায়ই ঝেড়ে ফেলতে পারিনা এই উদগ্র বাসনাকে।

আপনি যদি আমাকে আমার নিজের ভবিষ্যৎ মেয়ের কথা স্মরণ না করিয়ে দিতেন, অথবা সিসিল যদি কোনোদিন আমায় এই কথাটি না লিখতো--'প্রথম দেখার সেই রাতে, তুমি আমার শরীরকে পাবার কোন আগ্রহ প্রকাশ করোনি দেখেই তোমাকে অধিক ভালোবাসি'--না জানি ইত্যবসরে কি ঘটে যেতো।

সেই রাতে আপনার ঘরে যখন আমি যীশুর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলাম, ভেবেছিলাম সম্পূর্ণ পাপমুক্ত হয়েছি, স্বাধীন হয়েছি আমি। আপনি তখন বলেছিলেন--"মহান যীশু অস্তিত্বহীন কিছু নন। তিনি একটি ব্যক্তি। তাঁরই শক্তির মাধ্যমে তুমি সাফল্যে অর্জন করতে সক্ষম হবে।"

প্রথম দিকে আমি তাই ভেবেছি। কিন্তু আমার অন্তরের বিশ্বাস এখন আর আমায় সাহায্য করতে পারছে না। ধিকি ধিকি জ্বলছে কামনার আগুন। ব্যর্থতায়

BanglaBook.org

পর্যবসিত হচ্ছে আমার সকল প্রার্থনা। যীশু কি আমার প্রার্থনা মোটেই শুনতে পাচ্ছেন না? তাঁর অস্তিত্বের চেয়ে কামনার অস্তিত্ব প্রধান হয়ে দেখা দিচ্ছে কেন? একটি দেহকে অধিকার করার যে উদগ্র বাসনা আমার মনে বাসা বেঁধেছে, তা থেকে মুক্তি পাবার কোনো উপায় যীশু আমাকে বলে দিচ্ছেন না কেন?

ভালোবাসার অভিজ্ঞতা এখন আমার ঐশ্বরিক বিশ্বাসের শেকড়ে এসে আঘাত করছে। নাকি ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস স্থাপন করার পর ভালোবাসার পথ সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করতে হয়?

আমি ভীষণ ভীত এবং সন্ত্রস্ত, সেই পশুর ভয়ে, যে পশুটি আমার অন্তরে ঘুমিয়ে আছে। বুঝতে পারছেন আপনি?

কাল যাচ্ছি সেখানে। দুতিন দিন পর ফিরে এসে আপনার একখানা চিঠি যেন অবশ্যই পাই। তা না হলে বিরাট কোন দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়া বিচিত্র নয়।

আপনারই,

ফ্রাঁসোয়িস

BanglaBook.org

অক্টোবর.....১৮

পত্রক্রম ঃ চল্লিশ

প্রিয় ফ্রাঁসোয়িস,

দুপুর রাতে লিখতে বসেছি তোমাকে। অভিযোগ করেছো, যীশু তোমার প্রার্থনায় কর্ণপাত করেননি। কি ছিলো তোমার প্রার্থনা? পৌরুষকে ধ্বংস করার? কি তোমার প্রত্যাশা? পৌরুষহীন জীবন? কামনা-বাসনার অস্তিত্ব তোমার শরীর থেকে বিদায় নিক্, এই কি চাও তুমি?

সম্পূর্ণ অযৌক্তিক তোমার প্রত্যাশা। বেঁচে থাকার জন্য মানুষকে পুরুষ অথবা মহিলা, এই দুয়ের যে কোনো একটি প্রজাতির প্রতিনিধিত্ব অবশ্যই করতে হয়। তোমার কামজ শক্তি, ঘুমন্ত অথবা জাগ্রত যে কোনো অবস্থায় তোমার সঙ্গেই বাস করে। কাজ কিংবা প্রার্থনা, উভয় ক্ষেত্রেই এই শক্তি উপস্থিত থাকে। তোমার নিষ্পাপ অনুভূতি এবং শুদ্ধতম প্রার্থনার সময়েও সে তোমার সঙ্গে বিরাজ করে। যীশুতে বিশ্বাস স্থাপনের পর তোমার দেহ বিশুদ্ধ আত্মার মন্দিরে পরিণত হয়। সেই মন্দিরকে ধ্বংস করার প্রার্থনা জানালে, তিনি তোমার প্রার্থনায় কান দেবেন কিভাবে? তোমার পৌরুষকে সংরক্ষণ করা যীশুর ধর্ম।

ঈশ্বরে বিশ্বাস করলে ভালোবাসার পথ পরিত্যাগ করতে হবে? বহু খ্রিস্টানকে আমি জানি, যারা নিজেকে গুটিয়ে আনেন, যৌনজীবনকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন। তাদের বিপরীত লিঙ্গের মানুষকে তারা এড়িয়েই চলেন। এই পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে, তারা নিজেদের বিশুদ্ধ এবং পরিপক্ক ধার্মিক হিসেবে পরিণত করেন বলেই মনে করে থাকেন।

নির্বোধের মতো নিজেদের সাথে উপহাস করছেন তারা। যার অন্তরে ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে, সে পালিয়ে বেড়ায় না। বিষয়টিকে যীশু পরিহার করেননি। এই পৃথিবীতে আগমনের পর তিনিও একজন যুবকে পরিণত হয়েছিলেন। মেয়েলি হাতের পরশ, চুম্বন এবং মেয়েলি অশ্রুর সান্নিধ্যে তাঁকেও আসতে হয়েছিলো।

একজন রুগ্ন মহিলার শয্যাপার্শে তাঁকে যেতে দেখা গেছে। যুবতী একটি মেয়েকে তিনি তাঁর বাহুতে নিয়েছিলেন। একজন মহিলা তাঁর আলখেল্লা স্পর্শ করেছিলেন। দু'জন মহিলা তাঁকে ভালোবেসে ছিলেন। তাঁদের নাম ছিলো মেরী এবং মার্থা। মহিলাদের সাথে তাঁকে একাধিকবার কথোপকথনরত অবস্থায় দেখা

BanglaBook.org

গেছে,.....একদা কুয়োর পাশে, আরেকবার বালুকারাশির মধ্যে, লেখার সময়। দুশ্চরিত্রা এক মহিলা অপরাধী তাঁর পদচুম্বন করেছিলো বলে উপস্থিত সকলে তখন মর্মাহত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সে মহিলার পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। মানুষের সমাজে যীশু সবসময় মুক্ত এবং স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতেন।

সাধারণ একজন মানুষের ন্যায় জীবন-যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন বলেই তিনি সব কিছুকেই অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। 'অতিক্রম' শব্দের সঠিক ব্যাখ্যা দিতে গেলে বলতে হয়, নিজের প্রভুত্ব অর্জনের লক্ষ্যে ধাবিত হওয়া। তিনি তোমাকে সেই চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌছে দেবেন, পলায়নের পথে নয়।

পৌরুষকে অস্বীকার করে পালিয়ে থাকা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। তোমার শরীরের অবিচ্ছেদ্য অংশ এই শক্তিটি।

একটি গল্প শোনাই তোমাকে। একটি বাঘের গল্প। এক বাঘ ছিলো। একদিন বাঘটি ধরা পড়লো। খাঁচার মধ্যে বন্দী রাখা হলো তাকে। পশুটিকে সময় মতো খাওয়ানোর এবং পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব পড়লো এক চৌকিদারের উপর।

বাঘটির সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্যে, চৌকিদারটির ভীষণ সখ চাপলো। খাঁচার পাশে দাঁড়িয়ে বন্ধুসুলভ গলায় সে তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করতো। বাঘটি কিন্তু সবসময় তার সবুজ উদ্ধত চোখজোড়া দিয়ে চৌকিদারকে নিরীক্ষণ করতো। তার প্রত্যেকটি গতিবিধিকে সদা জাগ্রত চোখে অনুসরণ করতো... যেনো অতর্কিতে ঘাড় মটকাবার অপেক্ষায়। বাঘটিকে ভয় পেতে শুরু করলো চৌকিদার। হিংস্রতা কমিয়ে বাঘটিকে নিবীর্য করার প্রার্থনা জানালো সে বিধাতার কাছে।

একদিন বিকেলে, চৌকিদার তার বিছানায় বিশ্রামরত। ছোট্ট একটি মেয়ে হঠাৎ খাঁচাটির সন্নিকটে চলে এলো। বাঘটি তার প্রকাণ্ড থাবা বাড়িয়ে দিলো মেয়েটির দিকে। একটি আর্ত-চিৎকার, শুধু শোনাই গেলো; তারপর ! খাঁচার পাশে দৌড়ে এসে চৌকিদার তখন রক্ত-মাংসের ছিন্নভিন্ন শরীর ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পেলো না। তখন চৌকিদার ভাবলো, বাঘটির হিংস্রতা কমানোর প্রার্থনা নিশ্চয় বিধাতার কাছে পৌছায়নি। তার অন্তরে আরো ভয় বেড়ে গেলো। অন্ধকার একটি গর্তে সে বাঘটিকে আবার বন্দী করে রাখলো, কেউ যাতে তার আশেপাশে যেতে না পারে। এবারে বাঘটি দিন রাত একটানা গর্জন শুরু করলো। ভয়ংকর এই গর্জনে চৌকিদার চোখের ঘুম পালালো। একটি মারাত্মক অপরাধবোধে আক্রান্ত হলো সে। স্বপ্নের ঘোরে ছোট্ট মেয়েটির ছিন্নভিন্ন শরীর তাকে আতংকগ্রস্ত করে তুললো। কান্নাকাটি ছাড়া বিপদমুক্তির আর কোন পথ খুঁজে না পেয়ে নিরুপায় হয়ে অবশেষে বাঘটির মৃত্যু কামনা করে প্রার্থনা জানালো সেই চৌকিদারটি।

বিধাতার পক্ষ থেকে তার প্রার্থনার উত্তর এলো। কিন্তু সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এই উত্তর, যে উত্তর কোনো দিন স্বপ্নেও কল্পনা করেনি সে। বিধাতা জানালেন..

BanglaBook.org

'বাঘটিকে তোমার ঘরে প্রবেশ করতে দাও' যেখানে তুমি রাতে ঘুমাও, সেই কামরাটিতে। মৃত্যু ভয় তখন লোকটির ভেতরে মোটেই কাজ করছিলো না। অহোরাত্রি এই ভয়ংকর গর্জন শোনার চাইতে বরং মৃত্যুকে তার কাছে শ্রেয় মনে হচ্ছিল। তাই সে খাঁচার দুয়ার খুলে দিয়ে স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা জানালো -- 'তোমার আদেশ শিরোধার্য হোক হে বিধাতা।'

বন্দীশালা থেকে বেরিয়ে বাঘটি প্রথমে চৌকিদারের সামনে এসে দাঁড়ালো। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একে অন্যকে পর্যবেক্ষণ করলো তারা দুজনে অনেকক্ষণ। চৌকিদারটির নির্ভীক চাহনি এবং স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে জরীপ করার পর বাঘটি তার লেজ গুটিয়ে এক সময় চৌকিদারের পায়ে কাছে এসে লুটিয়ে পড়লো।

এভাবেই ঘটনার সূত্রপাত। কিন্তু রাতেই শুরু হলো আবার ভয়ংকর গর্জন। আবারো ভয় পেলো চৌকিদার--। রাতের বেলা বাঘটিকে তখন আবার তার ঘরে নিয়ে এলো। বাঘের উদ্ধত চোখে চোখ রেখে আবার সে বশ মানালো এই ভয়ংকর পশুশক্তিকে। এইভাবে বার বার প্রতিদিন, সকাল-বিকাল। বাঘটিকে কোনো অবস্থাতেই চিরতরে বশ মানাতে পারালো না সে। বার বার নতুন করে তাকে নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হতে হলো। সাহস প্রদর্শনের এই স্বাদ গ্রহণ করতে হলো তাকে প্রতিদিনই।

দীর্ঘ কয়েক বৎসর কেটে যাওয়ার পর দুজনের মধ্যে ঘনিষ্ট বন্ধুত্ব গড়ে উঠলো। পাহারাদার বাঘটিকে ছুঁতে পারতো, এমনকি তার ভয়ংকর চোয়ালের ফাঁকে হাত ঢোকাতে পর্যন্ত দ্বিধাবোধ করতো না সে। কিন্তু তার সজাগ দৃষ্টিকে কখনো বাঘের উপর থেকে সরাতে সাহস পেতো না। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে একে অন্যের মনোভাব বুঝতে অসুবিধা হতো না তাদের। এই একত্র বসবাস দুজনের কাছে আনন্দময় হয়ে উঠলো এক সময়। একে অন্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে আরম্ভ করলো তারা।

বাঘের সঙ্গে একত্রে চোখে চোখ রেখে, সাহসে ভর করে তোমাকেও বসবাস করা শিখতে হবে। এভাবে যীশু তোমাকে সমস্যামুক্ত করতে পারেন। পারস্পরিক মেলামেশার দুঃসাহসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করার পূর্বে তোমাকে যীশুর প্রতি সম্পূর্ণ আস্থাবান হতে হবে। অনেকের ধারণা, যৌন আকাঙ্খাকে অস্বীকার করার মাধ্যমে তারা স্রষ্টার নৈকট্য লাভের যর্থার্থ ও উপযুক্ত হয়ে থাকেন। একদম বাজে কথা। অন্তরে প্রকৃত বিশ্বাসের আবাদ না করে, খাঁটি প্রেমের ফসল কোনোদিন উৎপাদন করা যায় না।

প্রশ্ন করছো--"কতটুকু অগ্রসর হবার সাহস আমার করা উচিৎ?" কতটুকু? যতটুকু পারো, এমনকি যদি পারো চোয়ালের ভেতরে হাত ঢোকাতে, তাতেও আপত্তি নেই।

তাই বলে নিজেকে বিরাট শক্তিধর কেউ মনে করো না অথবা, কোনো একটি ধাপকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করো না। কখন কোন আচরণটি মানানসই,

BanglaBook.org

তা অবশ্যই তোমার জানা দরকার। "অনেকেইতো করছে, অতএব আমার বেলায় আপত্তি কিসের....এহেন মনোভাবের প্রশ্রয় দিতে যেয়ো না কখনো।"

বাঘের চোখের, উপর থেকে কখনো চোখ সরাবে না। সে সদা জাগ্রত এবং ওঁৎ পেতে বসে আছে সর্বক্ষণ তোমার গতিবিধির উপর কড়া নজর রাখছে সে। তোমার প্রতিটি দুর্বলতা তার নখদর্পণে। ফ্রাঁসোয়িস, মারাত্মক ঝুঁকিবহুল এক যাত্রায় আমি তোমাকে পাঠালাম। কিন্তু আমার বিশ্বাস, কোনো কিছুই আমাকে তুমি গোপন করবে না। পালিয়ে যাবার কোনো কৌশল আমি তোমাকে শিখিয়ে দিচ্ছিনা।

আবার লিখছি : যার অন্তরে বিশ্বাস আছে, সে কোনোদিন পালিয়ে বেড়ায় না।

আগামীকাল চিঠিখানা আমি হস্তান্তর করবো। না ভুল লিখলাম। আজই, কারণ ইতিমধ্যে মধ্যরাত অতিক্রম করেছে। আমার এক বন্ধু তোমাদের শহরে যাচ্ছে। তার হাতে দেবো। খুব তাড়াতাড়ি তোমার হাতে পৌছাবে তাহলে।

তোমারই শুভাকাংখী,

ট্রেবিশ

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

(পাদ্রী ট্রবিশের কাছে লিখা পাদ্রী আমোছ-এর চিঠি)

অক্টোবর.....২৩

পত্রক্রম ঃ একচল্লিশ

প্রিয় ওয়াল্টার ট্রবিশ,

ভ্রাতৃসম শুভেচ্ছা নেবেন। সিসিলের বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ঘটনাটি জানানো আপনাকে বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু তার আগে সেপ্টেম্বরের উনিশ তারিখে লেখা আপনার চিঠি খানার জন্যে অশেষ ধন্যবাদ।

"সাদা চামড়ার মানুষেরা ভুল-ভ্রান্তির উর্ধ্বে নয়।"

বাক্যটি আরেকজন সাদা চামড়ার মানুষের মুখ থেকে, বিশেষত একজন সাদা চামড়ার পাদ্রীর মুখ থেকে শোনার পর আমার যথেষ্ট উপকার হয়েছে।

"আমাদের শত ব্যর্থতা থাকা সত্ত্বেও বিধাতা একটি গীর্জার প্রতিষ্ঠা করেছেন।"

আপনার এই অপূর্ব বিশ্লেষণ আমার অন্তরের যন্ত্রণাকে যথেষ্ট লাঘব করেছে।

গীর্জার নিয়মানুবর্তিতার ব্যাপারে আমার একটাই প্রশ্ন : শাস্তি ভোগ না করে ক্ষমাপ্রাপ্তি কি সম্ভব? একদা ধর্মহীন ম্লেচ্ছরা পর্যন্ত বিশ্বাস করতো যে, বিধাতার আদেশ লংঘনকারীকে শাস্তি ভোগ করতে হয়।

তারপর একদিন মিশনারিরা এলেন। তাঁদের মূল্যবান বাণী শোনালেন : "বিধাতা শাস্তি প্রদান করেন না বরং ক্ষমা করেন।" পরিণামে কি ঘটেছে? যেখানেই খ্রিস্টধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়েছে সেখানেই বিশৃংখলার সূত্রপাত ঘটেছে। ধর্ম মানেনা যারা, তারা ভয় করছে স্রষ্টাকে অথচ খ্রিস্টধর্মের অনুসারীরা প্রচার করছে : বিধাতা শাস্তি প্রদান করেন না, ক্ষমা প্রদর্শন করেন? পাপ করার পরেও তাহলে ভয়ের কোনো কারণ নেই আমার?

আমাদের করার সাধ্য কতটুকু তাহলে? আপনার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করার সাহস আমার নেই। হয়তো আমার বিশ্বাসে ঘাটতি রয়েছে। নয়তো বা আপনাদের সাদা চামড়ার মানুষদের বিশ্বাসের ভিত আমাদের চেয়ে অনেক সুদৃঢ়। না-কি, আমাদের উপাসকমণ্ডলীর চেয়ে আপনাদের উপাসকমণ্ডলীরা ধর্মীয় অনুশাসনের প্রতি অধিকতর আনুগত্যশীল জীবন অতিবাহিত করে

BanglaBook.org

থাকেন? অথবা, পাপ কার্য্যকে না দেখার জন্যে আপনারা কি চোখ বন্ধ করে থাকেন?

আমাদের,আফ্রিকাবাসীদের বিশ্বাসের প্রকৃতি কিছুটা অন্য ধাঁচের। আমরা মনে করি পাপ শুধু ব্যক্তিমানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করে না, অধিকন্তু পাপের ভারে সমগ্র মানবসম্প্রদায় কলুষিত হয়। এই মানসিকতা আমাদেরকে বাইবেলের ধ্যান-ধারণার সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনে আরো বেশি সাহায্য করে বলে আমার বিশ্বাস। আফ্রিকাবাসীদের এই বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণ হয়তোবা আপনার নজরে পড়েনি। সিসিলের বিবাহ সম্পর্কিত আলোচনার প্রাক্কালে এহেন দৃষ্টিভঙ্গির বিশ্লেষণ অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

এবার তার বাবার মনোভাব ব্যক্ত করছি আপনাকে। তার মতে : ফ্রাঁসোয়িস এবং সিসিলের প্রণয় তাঁদের বিবাহের সম্ভাব্যতা যাচাই বা জরীপ করার মূল মাপকাঠি নয়। উপরন্তু, ব্যাপারটি সমগ্র পরিবারের সঙ্গে অঙ্গাঅঙ্গীভাবে জড়িত। কনে-পণ ধার্য্য করার ব্যাপারে সিসিলের বাবা এককভাবে দায়ী নন। সিসিলের নানা এবং চাচারা সকলে একত্রে তার বাবার সাথে বসেই এই পণ ধার্য করেছেন।

ব্যক্তিগতভাবে ফ্রাঁসোয়িসের বিরুদ্ধে তাঁর অবশ্য কোন আক্রোশ নেই, বরং তাঁর বিবেচনায়, সে একজন উপযুক্ত এবং সৎ পাত্র। সব মিলিয়ে এই হলো সিসিলের বাবার অবস্থান।

প্রথম পক্ষের স্ত্রী তাকে কোনো সন্তান উপহার দিতে পারেননি। সুতরাং একটি পুত্র-সন্তানের জনক হওয়ার বাসনা তাঁর মনে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। নচেৎ জন্মদাতা পিতার ঋণ অপরিশোধিত থেকে যাবে বলে তাঁর বিশ্বাস : জীবনের ব্যাপ্তিকে ছড়িয়ে দেবার ঋণ, প্রজন্মকে টিকিয়ে রাখার ঋণ। বংশের কূলে বাতি জ্বালানোর কেউ না থাকলে, জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে যায় বলে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন তিনি।

এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই তিনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। সেই স্ত্রীর গর্ভে সিসিলের জন্ম হয় এবং পরবর্তীকালে পর পর তিনটি ছেলে তাঁর বংশের কুলে বাতি জ্বালাতে আসে। তাঁর গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে তিনিই সর্বচেয়ে গরীব নন। তিনি একজন কর্মঠ কৃষক, যার বেশ বড় একটি কোকা ক্ষেত আছে। এতদসত্ত্বে সিসিলের মাকে বিয়ে করা বাবদ নির্ধারিত কনে-পণের মাত্র অর্ধেক টাকা এ যাবৎ তিনি পরিষোধ করতে সমর্থ হয়েছেন। অতএব, বাকী অর্ধেক সিসিলের বিয়েতে পাবার আশা রাখেন তিনি। এ ছাড়া তাঁর আরো তিনটি ছেলে রয়েছে। ওদেরে স্কুলে পাঠানোর সখ রয়েছে তাঁর। পড়াশুনার খরচ ফি-বছর বেড়েই চলেছে। ভবিষ্যতে ছেলে তিনটির বিয়ে দিতে হবে তাঁকে। কিন্তু তাঁর এই তিন ছেলের জন্যে মেয়ে রয়েছে মাত্র একটি।

BanglaBook.org

ব্যক্তিগতভাবে ধনী হতে চাননা তিনি এই দাবী আদায়ের সুবাদে। অথবা তিনি নিজে অলস মন, বরং তাঁর দায়িত্ববোধ সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট সচেতন। সিসিলের মামারা অবশ্য সবসময় তার প্রতি নজর রাখেন।

আমি নির্জনে তাঁর সঙ্গে অনেক কথা বলেছি। স্বামী যদি তাঁর স্ত্রীর জন্যে কিছু মূল্য প্রদান করে, তাহলে সেই স্ত্রী তাঁর স্বামীর প্রতি আরো বাধ্য থাকে বলে মনে করেন তিনি। অন্যথায় সামান্য কলহ বিবাদের অজুহাতে মহিলাটি এই বলে তাঁর স্বামীর ঘর ছেড়ে যাওয়ার হুমকি দেয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে.... "আমি তোমার অধিকারভূক্ত নই, কারণ আমাকে পাবার জন্যে তুমি একটি কানাকড়ি পর্যন্ত খরচ করোনি।" এই হলো তাঁর ধারণা। তিনি মনে করেন এমতাবস্থায় স্বামীর বিশ্বস্ততা আরো বৃদ্ধি পায়। কেননা, এই স্ত্রীকে পেতে গিয়ে তাঁকে যথেষ্ট মূল্য দিতে হয়েছে। আগেকার আমলে গবাদি পশুর মাধ্যমে কনে-পণ পরিশোধ করা হতো। বিবাহ ভঙ্গের কালে আবার তা ফেরৎ দেয়ার প্রথা ছিলো। স্বামী-স্ত্রীর বন্ধনকে সুদৃঢ় রাখার অন্তরালে এই প্রথার একটি বিশেষ ভূমিকা ছিলো।

পক্ষান্তরে, নগদ অর্থের প্রচলন ঘটিয়ে ইউরোপের মানুষেরা এই মূল্যবান প্রথার গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গিকে ধ্বংস করে দিয়েছে।.....এই হলো সিসিলের বাবার চিন্তাধারা। আমাকে পরোক্ষভাবে নিন্দা করার ছলে তিনি এই উক্তিটি করেছেন। কথাটি স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ না করলেও তাঁর মনোভাব বুঝতে আমার কোন অসুবিধে হয়নি। কনে-পণকে আফ্রিকার একটি সম্মানজনক রেওয়াজ বলে মনে করেন তিনি। যে রেওয়াজের মাধ্যমে জামাই তার শ্বশুড়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে এবং সাথে সাথে তার মেয়ের জীবনের রক্ষণাবেক্ষণের যোগ্যতা প্রমাণ করার সুযোগ প্রাপ্ত হয়।

বিরাট অংকের এই টাকা দাবীর পেছনে হয়তো আরো একটি কারণ রয়েছে। আমার ধারণা মোতাবেক, তিনি নিজে তৃতীয় বিবাহের চিন্তাভাবনা করছেন। এ ব্যাপারে নিজের মুখে তিনি কিছুই বলেননি আমাকে। তবে এটা আমার ব্যক্তিগত সন্দেহ। পিঠাপিঠি তিনটি ছেলের জন্ম হওয়াতে সিসিলের মায়ের স্বাস্থ্যহানি ঘটেছে। এই পরিস্থিতিকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে, বহুগামিতা সহায়ক শক্তিরূপে কাজ করবে। বহুগামিতাকে গীর্জা পাপ হিসেবে চিহ্নিত করে, কিন্তু একটি সন্তান জন্ম গ্রহণ করার পর আরেকটি সন্তান জন্মগ্রহণের মাঝখানে অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবধান কতটুকু হবে, সে ব্যাপারে আমাদের গীর্জার পক্ষ থেকে কোন বিধান দেয়া হয়না এখনো।

ব্যক্তিগত জীবনে মীশনারীরা কি ভাবে এই সমস্যার সমাধান করেন, এ নিয়ে মাঝে-মধ্যে আমরা নিজেরাও ভাবি। কিন্তু এ বিষয়ে তারা নিজেরা সবসময় নীরব থাকেন।

এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, এই প্রান্ত থেকে দাঁড়িয়ে সমস্যাটিকে দেখতে চাইলে কি ভাবে দেখা যায় ?

BanglaBook.org

এ ব্যাপারে আমার বক্তব্য কি হওয়া উচিৎ ? এই তো ? কনে-পণ ছাড়া আমার মেয়েকে বিয়ে দিতে হলে, ছেলের পড়াশুনার খরচ কি ভাবে বহন করবো, আমি নিজেই এখন এই সমস্যার সমাধান খুঁজছি। ভালোবাসা সম্পর্কে সিসিলের বাবার কোন জ্ঞান নেই। ভালোবাসার বিশ্লেষণ আমি তাঁকে কি ভাবে দেবো বলুন ?

আপনি সম্ভবত ভীষণ নিরাশ হবেন আমার উপর। হয়তো ভাববেন, একজন আফ্রিকাবাসী হিসেবে আমি যতটুকু করেছি, তার চেয়ে অনেক বেশী করার শক্তি আমার ছিল। হয়তো সঠিক আপনার ধারণাই। আপনার কাছে ভদ্রলোক তাঁর মনের ভাব যতটুকু ব্যক্ত করতেন, তার চেয়ে অনেক বেশী আমার কাছে করেছেন।

কিছু অসুবিধা অবশ্য রয়েছে এখানে। সিসিলের বাবা এবং আমি, আমরা সমগোত্রীয়। অতএব আমরা দূর সম্পর্কের আত্মীয়। এই বিপত্তির কারণে আমি নিজেও সমস্যাটির অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাচ্ছি। এ রকম একটি পরিস্থিতিতে একজন ইউরোপিয়ান হিসেবে আপনি হয়তো আমার চেয়ে বেশী অগ্রসর হতে পারবেন। বাইরের লোক হিসেবে হয়তো আপনার প্রচেষ্টা আরো বেশী ফলপ্রসূ হগে পারতো..।

ফ্রাঁসোয়িসের ব্যবহারে আমি যার পর নেই আনন্দিত হয়েছি। অত্যন্ত শান্ত ছিলো সে এবং কোনো পর্যায়েই বিক্ষোভ প্রকাশ করেনি। কিন্তু অধিক টাকা উপার্জন করার পূর্ব পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতেই হবে। এ ছাড়া আর কোনো সমাধান আপাতত আমি দেখতে পাচ্ছিনা।

আপনারই একান্ত,

প্যাসটর আমোস

BanglaBook.org

অক্টোবর.....২৬

পত্রক্রম ঃ বিয়াল্লিশ

প্রিয় সিসিল,

তোমার বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ঘটনাটি নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে ফ্রাঁসোয়িস তোমাকে খুলে বলেছে। এই মর্মে ধর্মযাজক আমোছ-এর কাছ থেকে বিশদ বিবরণ সম্বলিত একখানা চিঠি পেয়েছি আমি।

মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সময় হয়েছে এখন তোমার। সাহস হারালে মোটেই চলবে না। দয়া করে সাহস হারিয়ো না। ঘোর অন্ধকারে যখন কেউ মোটেই কিছু দেখতে পায় না, প্রকৃত বিশ্বাসের জন্ম হয় তখনই। যখন সবাই পরিত্যাগ করে, মানবিক সব আশা ভরসা ফুরিয়ে যায়, সমাধানের সব ক'টা দুয়ার যখন বন্ধ হয়, তখন করণীয় একটি মাত্র কাজ বাকি থেকে যায়---সর্বশক্তিমান স্রষ্টার কাছে আত্মসমর্পণ করা। এহেন পরিস্থিতিতে স্রষ্টার অবস্থান আমাদের সন্নিকটে থাকে না। "ভয় নয়, শুধুমাত্র বিশ্বাস।" বাইবেলে আছে, একমাত্র তখনই আমরা স্রষ্টার কাছে নিজেকে আত্মসমর্পণ করতে পারি, যখন আমরা তাঁকে একা পাই।

"শুধুমাত্র বিশ্বাস?" অবশ্যই তোমাকে অনুশীলন করতে হবে। ফ্রাঁসোয়িস এবং তোমাকে একত্রে শিখতে হবে। এ ছাড়া তোমাদের ভবিষ্যৎ বিয়ের প্রস্তুতি গ্রহণ মোটেই সম্ভব নয়। সীমাহীন অন্ধকারে নিক্ষেপ করা হয়েছে তোমাদের। বিপদের চরম মুহূর্তে আশ্রয় নেবার সব অবলম্বন সরিয়ে ফেলা হয়েছে, যাতে তোমরা দু-জনে মিলে বিশ্বাসের ভিত্তিমূল তৈরী করার প্রশিক্ষণ একত্রে নিতে পারো, এই জন্যে।

কি ভাবে শিখবে? প্রথমে স্রষ্টাকে বলার সুযোগ দাও। অতঃপর শ্রবণ করো তাঁর কথা। দু-জন একত্রে বাইবেল নিয়ে বসবে। যে কোন একটি অংশ পাঠ করবে। আলোচনা করবে পরস্পর। কি বলছেন তিনি তোমাদেরকে এই অধ্যায়ে। তোমাদের দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে, তোমাদের পথ প্রদর্শন করার জন্যে তাঁকে অনুমোদন করো।

তারপর করজোড়ে তাঁর কাছে তোমাদের সব দুশ্চিন্তাকে উন্মুক্ত করো। সঠিক পথের সন্ধান একমাত্র তিনিই জানেন। তোমাদের হাত ধরে তিনি দিক-

BanglaBook.org

নির্দেশনা দেবেন।-হৃৎপিণ্ডের সমস্ত শক্তি দিয়ে এই বিশ্বাসকে লালন করার চেষ্টা করো।

একসঙ্গে প্রার্থনা করার সময় বিহ্বল হয়ে পড়োনা যেন। বিহ্বলতার এই অনুভূতিকে অবশ্যই কাটিয়ে উঠতে হবে তোমাদের। এইতো তোমাদের শেখার সুযোগ। পরস্পরের মধ্যে সব ধরনের আলাপ আলোচনার চেষ্টা করতে হবে এবং পরস্পরের বিশ্বাস সম্পর্কে গভীর আলোচনার অবকাশ রয়েছে এখানে। সম্মিলিত বিশ্বাস একটি প্রধান ভিত্তিমূল রচনা করে। এই ভিতকে অবলম্বন করে যদি তোমাদের ভালোবাসার ঘর তৈরী করতে সক্ষম হও, তাহলে কোন ঝড় এসে আর তাকে উড়িয়ে নিতে পারবে না।

গতরাত্রে আমার স্ত্রী ইনগ্রীডের সঙ্গে তোমাদের বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে আমার। এই মর্মে তোমার প্রতি আমাদের দুজনের পরামর্শ হলো, প্যাসটর আমোছকে ধন্যবাদ জানিয়ে একখানা চিঠি লিখবে তুমি। তিনি একজন ভালো যাজক। অনেক দূরের পথ অতিক্রম করে এই বৃদ্ধ বয়সে, তোমার জন্যে তিনি তোমাদের বাড়ি পর্যন্ত ছুটে যাওয়ার কষ্ট স্বীকার করেছেন। অন্তরস্পর্শী এই মনোভাবের জন্য তাঁর ধন্যবাদ পাওয়া উচিৎ। এই মহৎ হৃদয় ব্যক্তি নিশ্চয়ই আমাদের সম্মান পাওয়ার উপযুক্ত।

একটি বিষয়ে আমি এবং আমার স্ত্রী তোমার অনুমোদন আশা করবো এবারে। এ জন্যেই মূলত চিঠিখানা লিখছি। অবশ্য চিঠিখানা তোমাদের দুজনকে উদ্দেশ্য করে লেখা। বিগত জুলাই মাসের উনিশ তারিখে ফ্রাঁসোয়িসের লেখা তোমার চিঠিখানা পড়লে সন্দেহাতীত ভাবে বলা চলে--চিঠি লেখার অসাধারণ একটি প্রতিভা স্রষ্টা তোমাকে দান করেছেন। আমরা তোমাকে আহ্বান করছি ঃ তুমি কি তোমার বাবার কাছে একখানা চিঠি লেখার চেষ্টা করতে পারো না? প্রশ্নটি নিয়ে বিবেচনা করবে। আমরা জানি, আফ্রিকার মেয়েরা সচরাচর তাদের বাবাদের কাছে চিঠি লিখতে অভ্যস্ত নয়। তোমার কাছে ব্যাপারটিকে মারাত্মক অসাধারণ মনে হতে পারে। হয়তো এ জন্যেই পদক্ষেপটি আরো বেশি কার্যোপযোগী হয়ে উঠবে।

যাজক আমোছ-এর বর্ণনায় আশাব্যঞ্জক দুটি দিক লক্ষ্যণীয়। তোমার বাবা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন : ফ্রাঁসোয়িসের বিপক্ষে তার কোনো ব্যক্তিগত আক্রোশ নেই। আরো বলেছেন : "ভালোবাসা সম্পর্কে তাঁর কোনো অভিজ্ঞতা নেই।"

ফ্রাঁসোয়িসের জন্যে তোমার লালিত ভালোবাসার স্বরূপ বাবার কাছে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা তুমি-ই করো। এই অনুভূতির কিছুটা স্পর্শে তাঁকে আসতে দাও। অনেক সময় আমরা পিতাদের তীব্র নিন্দা করে থাকি, কেননা, তাঁরা মেয়েদের কোনো কথা কানেই নাকি তুলতে চান না। অভিযোগটি হয়তো সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। হয়তো মেয়েরা তাদের মনের ভাব প্রকাশ করে না খোলাখুলিভাবে তাদের অভিভাবকদের কাছে। বলে না তাদের অনুভবের কথা, বলে না, যন্ত্রণা কোথায়। প্রত্যাশা কতটুকু।

BanglaBook.org

চিঠিখানা তোমাদের মাতৃভাষায় লিখতে পারো। তাঁকে লেখো যে, তুমি তোমার বাবাকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবাসো, তাঁর অন্তরের ব্যথা তুমি অনুভব করতে পারো, এবং কোনো অবস্থাতেই তুমি তাঁকে বিপদগ্রস্ত দেখতে চাওনা। কিছু বাস্তব পরামর্শ দাও তাঁকে। চিন্তা-শক্তি খরচ করে দাঁড় করাও কিছু। এধরনের জ্ঞান মূলক পরামর্শ দেওয়ার আগে ফ্রাঁসোয়িসের মতামত তোমাকে জেনে নিতে হবে। অর্থাৎ, তোমাকে জানতে হবে, সেও তোমার সঙ্গে এ ব্যাপারে একমত কি না। এই পদ্ধতিতে তোমাদের সমস্যা সমাধানের নতুন পথে এগুতে পারবে।

সিদ্ধান্ত নিতে পারো, তোমরা দু-জনে মিলে তোমাদের অর্থনৈতিক মন্দাকে একত্রে দূর করবে কি না। অনুরাগের এই সময়টিতে শুধুমাত্র এ ধরনের বিচার বিবেচনাই যথেষ্ট নয় যে---তোমরা পরস্পরকে বুঝতে পারছো কি না। পরস্পরের প্রতি তোমরা অনুরক্ত কি না। তোমাদের দু-জনের বিশ্বাস এবং প্রার্থনার মধ্যে সু-সামঞ্জস্য আছে কি না। সর্বোপরি অর্থনৈতিক ব্যাপার-স্যাপারে পরস্পরের দৃষ্টিভঙ্গির বিচারও তোমাদের করতে হবে। তাহলে দু-জনে মিলে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে, কি ভাবে তোমরা তা খরচ করবে। একজন স্ত্রীর জানা প্রয়োজন, তার স্বামী কতটুকু রোজগার করে। এবং তোমাদের দুজনকে একমত হতেই হবে কোথায় এবং কি ভাবে তোমাদের অর্জিত সম্পদ তোমরা খরচ করবে?

টাকার পরিমাপের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, সেই টাকার প্রতি তোমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কি?

অবশেষে আমার স্থির বিশ্বাস নিয়ে তোমাকে একটি কথা বলতে চাই, এই বছরের শুরুতে, তোমার সাথে ফ্রাঁসোয়িসের দেখা হওয়ার প্রাক্কালে, আমি তাকে লিখেছিলাম--'মেয়েটির জন্যে স্রষ্টা তোমাকে দায়ী করবেন। 'সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি আজ আবার তোমার কাছে করছি। তুমি একটি মেয়ে। সিদ্ধান্ত নাও, সে কতটুকু এগোবে? কোনো পুরুষ ততটুকু এগোতে পারে, যতটুকু এগোবার অনুমতি তারা মেয়েদের কাছ থেকে পায়। মেকি সমবেদনায় কোন ফল হবে না। সম্রাজ্ঞীর মতো আচরণ করো। একজন যুবককে তুমি ভালোবাসো। তাকেই সত্যিকার একজন পুরুষে পরিণত করো।

তোমারই অকৃত্রিম,

ট্রবিশ

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

নভেম্বর.....১

পত্রক্রম ঃ তেতাল্লিশ

প্রিয় যাজক ট্রবিশ এবং শ্রীযুক্তা ইনগ্রীড,

আপনাদের চিঠির জন্যে অশেষ ধন্যবাদ। ফ্রাঁসোয়িসকেও আমি পড়ে শুনিয়েছি চিঠিখানা। আপনারা দুজনে, নিজেদের আমাদের পরিস্থিতিতে কল্পনা করে, আমাদের যন্ত্রণার উপশমকল্পে যে পরামর্শ দিয়েছেন তা পেয়ে আমরা আনন্দে আপ্লুত। আপনাদের চিন্তাধারার সঙ্গে আমরা দুজন সম্পূর্ণ একমত।

বিশ্বাসের সঙ্গে প্রণয়ের যোগসূত্র আছে বলে আমাদের কোনো ধারণাই ছিলনা, অথবা আমাদের ভালোবাসার প্রতি স্রষ্টা এতো যত্নশীল, তাও আমরা জানতাম না। এই প্রথমই বুঝলাম, বিশ্বাসকে বাদ দিয়ে আমাদের পক্ষে এগিয়ে যাওয়া মোটেই সম্ভব নয়। ভবিষ্যৎ আমাদের জন্যে কি ধারণ করে রেখেছে, অজানা থাকায় আমাদের বর্তমান বন্ধনকে আরো সু-দৃঢ় মনে হচ্ছে এখন।

প্রথমবারের মতো আমরা একত্রে বসে দুজনেই বাইবেল পাঠ করার চেষ্টা করছি। সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক ঠেকেছে প্রথমে। পরের দিকে বেশ ভালো লেগেছে। আমাদের মান-অভিমান থেকে শুরু করে, একত্রে যে কোনো কাজ করার সময় এই পাঠের প্রত্যক্ষ ফলাফল আমরা এখন উপভোগ করছি। তবে দুজনে এখনও একসঙ্গে প্রার্থনায় বসতে পারিনি। ওর সামনে শব্দ করে প্রার্থনা বাক্য উচ্চারণ করতে গিয়ে এক ধরনের লজ্জাবোধ আমাকে এসে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

বাবার কাছে চিঠি লেখার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। কিন্তু কোনক্রমেই তা হয়ে উঠছেনা। আপনাকে বোঝাতেও পারবোনা, কতটুকু কষ্টসাধ্য ব্যাপার, এ ধরনের সম্পর্কের কারো কাছে এ সব বিষয় নিয়ে কিছু লেখা। জানিনা ইউরোপের বাসিন্দা হয়ে আমার মানসিক অবস্থা আপনি কতটুকু অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন। অদৃশ্য এক-একটি দেয়াল যেন আমাকে বাবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে।

আমাদের বাবারা সাধারণত তাঁদের মেয়েদের মনের কথা শুনতেই অভ্যস্ত নন। পারিবারিক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হারানোর ব্যাপারে তাঁরা সব সময়ই সন্ত্রস্ত থাকেন। এতে তাঁরা মনে করেন, আমরা তাঁদের সম্মান করি না। সুতরাং আমাদের এ হেন আচরণে তাঁরা মর্মাহত হন।

BanglaBook.org

আপনার পরামর্শের অন্তর্নিহিত অর্থ আমি পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছি। একখানা চিঠি আমি লিখতে শুরু করেছি এবং আপ্রাণ চেষ্টা করবো তা লিখে শেষ করতে। যুদ্ধ করছি প্রতিটি মুহূর্তে নিজের সঙ্গে। অন্তরের অনুভব ও অনুভূতিকে শব্দের ব্যঞ্জনা দিয়ে সাজানোর মতো শক্ত কাজ বোধহয় আর পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই। কোনোক্রমে লিখে শেষ করে ফেলতে পারলেও বোধ হয় তাঁর কাছে পোস্ট করার সাহস আমার হবেই-না কোনদিন।

আপনারই,

সিসিল

BanglaBook.org

নভেম্বর.....৭

পত্রক্রম ঃ চুয়াল্লিশ

শ্রদ্ধেয় যাজক ট্রবিশ,

সিসিলের বাবার সঙ্গে নিষ্ফল সাক্ষাৎকারটি শেষ করে বাড়িতে ফিরে আসার পর আপনার চিঠি পেয়ে যারপর নেই আনন্দিত হয়েছি।

ভাবছিলাম : চিঠি লিখার মতো যাদের কেউ নেই, এমন কেউ, যে সময়মতো তাদের চিঠির উত্তর দেবে---সেইসব হতভাগ্যদের পরিণতির কথা।

বাঘের গল্পটি মন্দ নয়। গল্পটি পড়ে আমার মনে হয়েছে.....যারা বাঘটিকে খাঁচায় বন্দী করেছে, অথবা মুক্তি দিয়েছে, কেউ-ই সঠিক কাজটি করেনি। কাপুরুষের মতো যারা জীবনকে যাপন করে, তাদের সঙ্গে গোঁড়া ধার্মিকদের কোন তফাৎ আছে বলে আমার মনে হয়না। সংগ্রামের পথ কখনো পরিহার করা উচিৎ নয়। আমাদের হেরে যাওয়াতে বাঘের কোন দোষ নেই। বাঘের বন্ধুত্ব অথবা শত্রুতা অর্জন করা সম্পূর্ণ আমাদের উপর নির্ভর করে। গল্পটি জলের মতোই পরিষ্কার হয়েছে আমার কাছে।

সর্বোপরি একটি প্রশ্নের উত্তর এখানে অবশিষ্ট থেকে যায়। "বাঘের চোয়ালের অভ্যন্তরে তোমার হাতকে প্রবিষ্ট করো।"---বাক্যটির অর্থ কি? অর্থ কি এই দাঁড়ায় যে, আমি যদি আমার প্রভুত্ব অর্জন করতে পারি, তাহলে শেষ সীমানা পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারি? "কোনো ধাপকে লংঘন করোনা।" আপনি পরামর্শ দিয়েছেন। মানে কি এই দাঁড়ায় যে আমরা শারীরিক ভাবে একত্রিত হবার ক্ষমতা রাখি? একই প্রশ্ন আমি অতীতেও করেছিলাম। সেই মেয়েটির ব্যাপারে আমার কোনো উৎকণ্ঠা ছিলনা, এবং যার সম্পর্কে আমার যথকিঞ্চিৎ জ্ঞান ছিল। মনে পড়ে আপনার? আমি তখন বিয়ের জন্য প্রস্তুত হবার অজুহাত দেখিয়েছিলাম। পক্ষান্তরে আপনি আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন-----"এই অভ্যাসের অনুশীলন তোমার ভবিষ্যৎ বিয়ের বিপত্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।" আমি বলেছিলাম, মাঝে-মধ্যে মেয়েদের সঙ্গ উপভোগ করার কারণ হলো, আমি যাতে শারীরিক দিক থেকে অনুপযুক্ত না হয়ে পড়ি। এর উত্তরে আপনি লিখেছিলেন, "বরং তোমার শারিরীক অসুস্থতার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে এতে।"

BanglaBook.org

আমি বলেছিলাম, নিজেকে আমি একজন সমর্থ পুরুষ হিসেবে প্রমাণ করতে চাই। পক্ষান্তরে, তৃতীয়বারের মতো আপনিই বলেছিলেন---"তুমি একটা নপুংসক।

আপনার বক্তব্যের সাথে আমি সেদিন একমত হয়েছিলাম। একটি বিষয়ে আপনি কিন্তু কোনো তর্ক উত্থাপন করেননি সেদিন। ভালোবাসার বাস্তব প্রকৃতি কি?

কেউ যদি ভালোবাসার মাধ্যমে একত্রিত হতে চায়? রাস্তায় দেখা কোনো মেয়ে না হয়ে, সে যদি তার আসল প্রেমিকা হয়, তখন? সেই মেয়েটি, যাকে হৃদয় দিয়ে আপনি ভালোবাসেন, যার সঙ্গ লাভে নিজেকে পরিপূর্ণ মনে হয়, যার কাছে আপনি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনের প্রতীজ্ঞা করেছেন? দু-জনের একাত্মতা প্রকাশের গভীরতম ভাষার উপস্থিতি যেখানে রয়েছে, সেখানে শুধুমাত্র আদর-সোহাগের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকার কি কোনো মানে হয়?

আপনি বলেছিলেন, যে কোনো মেয়ের সাথে এই অভিজ্ঞতার অনুশীলনে কোনো লাভ হবেনা। আপনার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু নিজের প্রণয়িনীর সাথেও কি এই অনুশীলন করা যায়না? এন্‌গেইজ্‌মেন্ট অথবা বাগদানকে যদি বিয়ের প্রস্তুতিপর্ব হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়, তাহলে কেন আপনি এই পরীক্ষা করে দেখবেন না? এন্‌গেইজ্‌মেন্ট হবার পর কোনো যুবক-যুবতী যদি একে অন্যের কাছে নিজেকে উজাড় করে তুলে ধরতে চায়, তখন এই সম্পর্ককেও কি আপনি ব্যভিচার বলে অভিহিত করবেন?

একজন ধর্মযাজককে একবার আমি বলতে শুনেছি : "বিবাহ একটি বাগদানের মতো। যার সীমানার মধ্যে সবকিছু গ্রহণযোগ্য। সীমানার বাইরে আবার সবকিছু একেবারে নিষিদ্ধ।" মেনে নিলাম যুক্তিটি আমি। কিন্তু বিয়ের দিনে আমাকে হঠাৎ উপযুক্ত স্বামীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে? আপনি কি মনে করেন বাস্তবে তাই-ই সম্ভব? দয়া করে আমাকে ভুল বুঝবেন না। রাস্তার কোনো বাজে মেয়ের সাথে রাত কাটানোর অনুমতি প্রার্থনা করছি না আমি। সিসিল সম্পর্কে বলছি, যাকে আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি।

দৈহিক মেলামেশার জন্যে রেজিষ্ট্রার অফিস অথবা গীর্জার কোনো অনুমতিপত্র না নিলেই কি নয়? ইতিমধ্যে আমরা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে ভাবতে শুরু করেছি নিজেদের। যদিও লৌকিকতার পর আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি আমাদের দেওয়া হবে।

নিজেকে আমার কাছে একান্তভাবে তুলে ধরার জন্যে সিসিলের অন্তরেও একটি গোপন বাসনা, মাঝে-মধ্যে কাজ করে বলে আমার বিশ্বাস। আমার এক বন্ধুর কথা লিখছি। কনে-পণের অর্ধেক টাকা ইতিমধ্যে পরিশোধ করে ফেলেছে সে। কিন্তু বিয়ের পূর্বে তার বাগদত্তার সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনে মোটেই

BanglaBook.org

আগ্রহী ছিল না সে। মেয়েটির পরিবার থেকে একদিন টাকাটি তার কাছে ফেরত পাঠানো হলো। কারণ, তাদের ভয় ছিল যে, হয়তো ছেলেটির পৌরুষ নেই। মাঝে-মধ্যে আমারও ভয় হয়। এ হেন আচরণের ফলে সিসিল যদি আমাকে সন্দেহ করে বসে? এমতাবস্থায় তার পক্ষে এমনটি ভাবাও বিচিত্র নয় যে, আমি তাকে সত্যিকার ভালোবাসি না।

কিছুদিন আগের ঘটনা। ঘাসের উপর লম্বা হয়ে শুয়েছিল সিসিল। হাত-পা ছড়িয়ে, নিষ্পাপ দৃষ্টি মেলে আকাশের দিকে তাকিয়ে। বুকের দিকটা টান টান হয়েছিল, এবং তার হাঁটুর দিকটা অনাবৃত ছিল। আমার ধৈর্যের বাঁধ তখন ভেঙে যায়। সর্বশক্তি দিয়ে আমি তাকে আলিঙ্গন করার চেষ্টা করি। কিন্তু সে আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে দ্রুত ছুটে যায় সাইকেলের কাছে। ফেরার পথে এ নিয়ে আমরা কোনো কথাই বলিনি, এমনকি পরের দিনও না।

এ অবস্থা আর কতদিন চলবে? কতদিন পরস্পরকে এ ভাবে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে? চূড়ান্ত ক্ষণটির আভাস যদি দৃষ্টি সীমানায় থাকতো, তাহলে একটা কথা ছিল। আগামী চার-পাঁচ অথবা দশ বছরের মধ্যে কেউ আমাদের হাতে বৈধতার লাইসেন্স তুলে দেবে, সেই ভরসা করার সাহসটি পাচ্ছি না।

আমরা কি পালিয়ে যাবো? কিন্তু কোথায়?

ইতি,

ফ্রাঁসোয়িস

BanglaBook.org

নভেম্বর.....১১

পত্রক্রম ঃ পঁয়তাল্লিশ

প্রিয় ফ্রাঁসোয়িস,

একজন প্রকৃত ধর্মানুরাগী অপেক্ষা করার ক্ষমতা রাখে-----উপদেশ বাক্যটি আমি একজনের কাছ থেকে শুনেছিলাম। আজ আবার তোমাকেও শোনালাম। চূড়ান্ত মিলনের সেই মাহেন্দ্রক্ষণটির জন্যে অপেক্ষা করো। তড়ি-ঘড়িতে পাওয়ার তুলনায় হারানোর সম্ভাবনা প্রচুর। তোমার হারানোর সম্ভাবনাকে আমি তিনটি শব্দের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করছি :- স্বাধীনতা, আনন্দ এবং সৌন্দর্য।

স্বাধীনতা হারাবে তুমি। আমার পরিচিত আরেকটি দম্পতির কথা বলছি তোমাকে। ওদের দু-জনেরও পরস্পরের ভালোবাসার প্রতি অগাধ বিশ্বাস ছিল এবং তারা অন্তর থেকে নিজেদেরকে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে ভাবতে শুরু করেছিল ইত্যবসরে। কিন্তু ছমাস অতিক্রম করার পর হঠাৎ তারা আবিস্কার করলো, তাদের বিরাট ভুল হয়েছে। খোলাখুলি তাদের মধ্যে এ নিয়ে আলোচনা হলো। অবশেষে একমত হলো তারা এন্‌গেইজ্‌মেন্ট ভেঙে দেওয়ার ব্যাপারে। অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ ভাবে সমস্যাটির সমাধান হলো। গভীর কোনো ক্ষত অবশিষ্ট থাকলোনা তাদের মধ্যে। যদি তাদের মধ্যে দৈহিক কোনো সম্পর্ক স্থাপি হয়ে যেতো ইতিমধ্যে, তাহলে এতো সুন্দরভাবে সমস্যাটির সমাধান হতো না। তোমার প্রতি সিসিলের ভালোবাসার কথা আমার অজানা নয়। বছরের শুরুতে যে মেয়েটির সঙ্গে তোমার প্রথম সম্পর্ক হয়েছিল, তার সাথে সিসিলের কোনো তুলনাই করা চলে না। এবং যার ফলেই আমি তোমাকে অপেক্ষা করার পরামর্শই দিচ্ছি। পরস্পরকে পাওয়ার অনুভূতি যতো গভীর হবে, দৈবাৎ বিচ্ছেদের কোন কারণ ঘটলে, বিরহের ক্ষত তত বেশি স্থায়ী হবে।

বিয়ের বহুকাল পরে অনেক স্বামীকে বলতে শুনেছি, 'বিয়ের প্রাক্কালেই বুঝতে পেরেছিলাম, বিরাট ভুল করছি। কিন্তু, এতো বেশী অগ্রসর হয়েছিলাম যে, ফেরত আসার কোনো উপায়ই ছিলনা। তাইতো এখন আমার ভুলের মাশুল গুণছি।'

তোমার চিঠি পড়ে আমি আনন্দিত হয়েছি। প্রচণ্ড শক্তিশালী ভালোবাসার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছো তুমি। এত্তোসবের পরও তোমার অনুভূতি তোমার

BanglaBook.org

সঙ্গে প্রবঞ্চনা করতে পারে। দীর্ঘস্থায়ী বোধশক্তির অনুমান করার জন্যে তোমার যথেষ্ট সময় অতিবাহিত করা উচিৎ। সম্প্রতি আমেরিকার এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, অধিক সংখ্যক সুখী দম্পতিরা বিয়ের পূর্বে বহুদিন বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। এবং বিয়ের মাত্র কয়েক মাস আগে তাদের এন্‌গেইজ্‌মেন্ট হয়েছিল। নেতিবাচক ফলাফল পাওয়া গেলেই সচরাচর এ ধরনের পরীক্ষাকে আমাদের কাছে আসল মনে হয়। এন্‌গেইজ্‌মেন্টের সময়কে পরীক্ষার একটি অধ্যায় হিসেবে ধরে নেওয়া যায়, যদিও সেখানে বিবাহ ভঙ্গের কোনো সম্ভাবনা থাকে শুধু তখনই। এন্‌গেইজ্‌মেন্ট অথবা বাগদানকে ভঙ্গ করা একটি অশুভ কাজ। গভীর বেদনাদায়ক। কেউ কোনোদিন তা কামনা করে না। কিন্তু পরবর্তীকালে তালাকের সঙ্গে তুলনা করলে, অপেক্ষাকৃত কম অশুভ কাজ বলা চলে।

এন্‌গেইজ্‌মেন্ট অথবা বাগ্‌দানের অর্থকে অধিকতর স্বচ্ছভাবে প্রকাশ করার লক্ষ্যে আমি একটি 'জন্মের' ছবিকে আবার ব্যবহার করবো। বিবাহকে একটি শিশুর জন্মের সঙ্গে যদি আমি তুলনা করি, তাহলে এন্‌গেইজ্‌মেন্টকে জন্মের পূর্ববর্তী সময়টুকুর সঙ্গে তুলনা করা চলে। ভেঙে যাওয়া একটি এন্‌গেইজ্‌মেন্টের সঙ্গে মানব 'জন্মের' এই ছবিটির সামঞ্জস্য খুঁজতে গেলে আমাদের চোখের সামনে যে সত্যটি ধরা পড়বে, তা অনেকটা এ র--ক--ম,--- একটি গর্ভপাতের মতো, অর্থাৎ একটি শিশু যখন বেঁচে থাকার সামর্থ্য অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। যাই হোক, ইত্যবসরে তোমরা দু-জনে এমন একটি অধ্যায়ে পৌঁছতে পারো, যেখানে গর্ভপাতের মতো কোন সম্ভাবনা থাকবে না। প্রত্যাবর্তনের কোন প্রশ্নই উঠবে না আর। এবং এ রকম একটি মুহূর্তে বিচ্ছেদের মানে হবে, অনেকটা শিশু হত্যার সমতূল্য।

অতএব তোমার স্বাধীনতা হারানোর সম্ভাবনা রয়েছে। এমনকি আরো অনেক কিছু ঘটতে পারে : অপেক্ষার হাত ধরে সৃষ্টিশীল ক্রমবাড়ন্ত যে অপার আনন্দের বিকাশ ঘটে, সেই মহা আনন্দকে তুমি ধ্বংস করে বসতে পারো।

প্রাক-বৈবাহিক যৌন-মিলন আমাকে এবার সেই বালকের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে, যে ধৈর্য্য ধারণের সকল ক্ষমতা হারিয়ে, তার বড় দিনের উপহার ডিসেম্বরের বাইশ তারিখে খুলে ফেলেছিল। একজন বিবাহিত মহিলা তার প্রাক-বৈবাহিক অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছিলেন : প্রথমত সব কিছু ঠিক-ঠাক চলছিল, কিন্তু অকস্মাৎ এলো, গর্ভধারণের অপ্রত্যাশিত সমস্যা, সকল পরিকল্পনা বাতিল করে, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অজুহাত সৃষ্টি করতে বাধ্য হলাম। খুব তাড়াতাড়ি বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে হলো। আমাদের বিবাহিত জীবন শুরু হলো, আবেগহীন, নিরুত্তাপ এবং অসম্মানজনক একটি পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে। কোনো লাভ হয়নি তার পরেও। অপরিণত জন্ম একটি শিশুর জীবনের জন্য হুমকি স্বরূপ। অবশ্য, অপরিণত বয়সে জন্ম গ্রহণ করা সত্ত্বেও অনেক শিশু বেঁচে থাকে। কিন্তু সমস্যাহীন ভাবে কখনো নয়।

BanglaBook.org

অকস্মাৎ তোমার বেষ্ঠনীমুক্ত হয়ে পালিয়ে যাওয়ার পেছনে সিসিলের অন্তরে অন্য কোনো ধরনের চিন্তার কোনো প্রতিফলন ছিলনা। তার নিষ্পাপ, সুস্থ মানসিকতা ঐ যাত্রা তাকে রক্ষা করেছিল। সে অনুভব করতে পেরেছিল যে, সময় এখনো আসেনি এবং এই পদক্ষেপ তোমার ভবিষ্যৎ সুখ স্বপ্নকে নস্যাৎ করে দিতে পারে। ঐ ঘটনাটির প্রেক্ষিতে তোমাদের মধুর সম্পর্কে ফাটল ধরেছিল সেই মুহূর্তে। এবং যার ফলে পরস্পরের মধ্যে ব্যাপারটি নিয়ে আর কোনো আলোচনা হয়নি সেদিন।

তোমার সংযত আচরণের জন্যে সিসিলের মতো মেয়ে তোমাকে সন্দেহের চোখে দেখবে, কথাটি আমি মোটেই বিশ্বাস করিনি। তার ভালোবাসা বরং এতে বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তোমাদের একত্রিত হতে পারার অধ্যায়টি এখনো আড়ালে অবস্থিত। এটাও সত্য যে, এই পর্যায়ে অনাঘ্রাত অনেক আনন্দের আবরণ উন্মোচিত করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব হবেনা। বিয়ের শুভ দিনটিতে সুখের একটি অনাবিষ্কৃত মহাদেশ তোমাদের পদচিহ্ন পড়ার লোভে অপেক্ষামান রয়েছে।

দৈহিক মিলনের দিকটি, বিবাহের জন্যে নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। তুমি যে নপুংসক নও ইতিমধ্যে তা জেনে ফেলেছো, এবং সিসিলেরও তা জানা আছে। ব্যাপারটিতে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকলে, একমাত্র ডাক্তারের পক্ষেই তার সুরাহা সম্ভব ছিল। সিসিলের অনুভূতিকে আহত করার এটা কোনো কারণ নয়, অথবা এ নিয়ে ভেবে, তোমার ভবিষ্যৎ সুখকে নস্যাৎ করার কোনো মানে নেই।

পরীক্ষার মাধ্যমে যৌনশক্তির সমন্বয় সাধন করা সম্ভব নয়। এমনকি এন্‌গেইজ্‌মেন্ট হয়ে যাবার পর কোন যুগল, বিয়ের পূর্বে বিশ্বস্তভাবে এই পরীক্ষা করতে সক্ষম হয় না। এ জন্যে দুটি প্রাক শর্ত রয়েছে। এবং সেই সুযোগ শুধুমাত্র বিয়ের পরই পাওয়া যায়-------অফুরন্ত সময় এবং ভয়মুক্ত পরিবেশ।

নিজের পক্ষ থেকে যদি সিসিলকে কখনো এ সিদ্ধান্ত নিতে হয় যেঃ "আজ বিকেল পাঁচটা থেকে ছটার মধ্যে ফ্রাঁসোয়িসের সঙ্গে আমার দেখা করতে হবে, তখন আমার দৈহিক মিলনের এই পরীক্ষাটি করবো, অতএব আমাকে প্রস্তুত হতে হবে কৃতকার্য হবার জন্যে, নচেৎ ফ্রাঁসোয়িস আমাকে পরিত্যাগ করবে।" আমার স্থির বিশ্বাস থেকে দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করতে পারি----এ হেন চিন্তাধারা তার মানসিকতার অপমৃত্যু ঘটাবে এবং অবশেষে দুজনকেই নিরাশ হতে হবে।

পক্ষান্তরে, বিয়ের রাতেই কেউ তোমাদেরে একেবারে পরিপক্ক দম্পতি হিসেবে আশা করছে না। সম্পূর্ণ পরিপক্ক দম্পতি বলতে কোনো শব্দ নেই। পূর্ণাঙ্গ দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে, পারস্পরিক বিন্যাসের অপূর্ব সুযোগ রয়েছে এখানে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সুষম বিন্যাস ঘটাতে মাঝে-মধ্যে কয়েক বৎসর কেটে যায়। দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য যে অফুরন্ত সময়ের প্রয়োজন, একমাত্র বিয়ের মাধ্যমেই তা পাওয়া সম্ভব। বিয়ের পূর্বে শুধু নিজেকে নিরাপদ রাখতে হবে

BanglaBook.org

অনুরূপ শিক্ষা অথবা অভিজ্ঞতা অর্জন থেকে, যা তোমার ভবিষ্যৎ দক্ষতা অর্জনের শক্তির প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করবে।

তোমার সৃষ্টি শুধুমাত্র তোমাতেই সীমাবদ্ধ রাখবে? এনগেইজমেন্ট-এর সময়টুকুর চমৎকারিত্ব এবং বৈশিষ্ট হলো, এই অধ্যায়ের পরেও আরেকটি গোপন অধ্যায় থেকে যায়: একটি বন্ধ ঘরের কপাট, যা শুধুমাত্র চূড়ান্ত মুহূর্তে একমাত্র তোমারই জন্যে খোলা হবে। মনে করো, তোমার বাবা, বড় দিনে একখানা সুন্দর সাইকেল উপহার দিয়ে তোমাকে চমকে দিতে চান। তিনি সযত্নে সাইকেলখানা লুকিয়ে রাখলেন। কিন্তু তুমি সেই গোপন জায়গা থেকে উপহারটি বের করে লুকিয়ে চালানোর চেষ্টা করলে। বড়দিনে তোমাকে তাহলে অভিনয়ই করতে হবে, প্রতারণা করতে হবে নিজের সাথে, বাবাকে মনে করাতে হবে যে, সত্যি সত্যি তুমি চমকে গেছো এবং মেকি আনন্দ প্রকাশ করতে হবে তোমাকে। বড়দিনের সকল আনন্দ মাটি হয়ে তখন কি তা শূন্যতায় ভরে উঠবে না?

তোমার বিয়ের দিন এবং প্রথম রাতটি অনেক মধুর হতো, যদি তুমি অপেক্ষা করতে পারতে। সেই বিশেষ রাতটি তোমার জীবনে আসার পূর্ব পর্যন্ত তুমি আমার কথার মর্ম পরিষ্কারভাবে উপলব্ধিই করতে পারবে না। বিয়েটা শুধুমাত্র একটা নিয়ম পালনের অনুষ্ঠান নয়। তুমি যদি জনসমক্ষে এবং স্রষ্টার কাছে সাক্ষ্য দাও : 'আমরা পরস্পরের হলাম।' তখন সেই অভিজ্ঞতা হবে আরো গভীর, এবং পরস্পরের কাছে সম্পূর্ণ উজাড় করে নিবেদন করবে, তখন এই প্রাপ্তি আরো অর্থবহ হয়ে উঠবে তোমাদের কাছে।

ইউরোপে আমরা বাচ্চাদের প্রায়ই একটি গল্প শুনিয়ে থাকি। এক রাজকুমারীকে যাদুমন্ত্র দিয়ে এক ডাইনি ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল। শতবর্ষ পরে তার এই ঘুম ভাঙবে, যদি কোনো রাজকুমার এসে তার কপালে স্নেহচুম্বন এঁকে দেয় তবে? রাজকুমারীর দেহকে সংরক্ষণ করার জন্য রাজা সেই দুর্গের চারদিকে কাঁটা ঝোপ রোপণ করলেন। এক শতাব্দী পর্যন্ত যত রাজকুমার দুর্গে প্রবেশ করার চেষ্টা করলো, সকলেই কাঁটা ঝোপের আঘাতে মৃত্যুবরণ করলো। কিন্তু যে রাজকুমার চরম ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করেছিল, কাঁটার দেয়াল তীব্র আর্তনাদ করে তাকে আহ্বান জানালো এবং রাজকুমারের জন্য পথ মুক্ত হলো।

আমি কেবলমাত্র তোমাকে স্বর্গীয় পিতার হাতে সমর্পণ করতে পারি। তিনি তোমাকে সুন্দর কোনো উপহার দেবেন। কথাটির পুনরাবৃত্তি করছি : সেই হলো প্রকৃত ধর্মানুরাগী যে অপেক্ষা করতে জানে। আগামী কয়েক সপ্তাহ আমি তোমার কোন চিঠি পাবো না। কর্তব্যের ডাকে আমাকে উত্তরে যেতে হচ্ছে। তবে বড়দিনের আগে ফিরে আসবো আশা করি।

তোমারই,

ট্রবিশ

BanglaBook.org

নভেম্বর.....১২

পত্রক্রম ঃ ছেচল্লিশ

শ্রীযুক্তা ইনগ্রীড,

প্রার্থনা সভার শেষে গতকাল ফ্রাঁসোয়িস যখন আপনার সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলো, আমি তখন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম, তাই কোনো কথা বলতে পারিনি। খুব তাড়াতাড়ি আপনাকে বিদায় নিতে হলো বলে ভীষণ খারাপ লেগেছে। আপনার স্বামী কাল উপস্থিত ছিলেন না। তাঁর সাথে সরাসরি পরিচিত হবার সুযোগ পেলে নিজেকে সৌভাগ্যবতীই মনে করতাম।

কদিন ধরে ভাবছিলাম, আপনার কাছে চিঠি লিখবো। সরাসরি দেখা হওয়াতে ইচ্ছাটা আরো বাড়লো। অদ্ভুত একটি ব্যাপার। বাবার কাছে চিঠি লেখা কোন অবস্থাতেই সম্ভব হচ্ছেনা। বক্তব্যের খসড়া ইতিমধ্যে তৈরী করে ফেলেছি। যথারীতি চিঠিখানা আরম্ভ করেছি; কিন্তু থেমে যেতে বাধ্য হচ্ছি বার বার। এমতাবস্থায় একখানা পূর্ণাঙ্গ চিঠির আশা করা প্রায় অসম্ভব। তথাপি, আমার বিশ্বাস, সমস্যাটির স্বরূপ উদঘাটন করতে আপনার কোনো অসুবিধা হবেনা। আপনি হয়তো আমাকে ভীষণ সুখী ভাবেন। আসলেও তাই। হৃদয় আমার সর্বদা কানায় কানায় ভরপুর। কিন্তু ভয় এবং সন্দেহের দোলায় আমি কাঁপছি।

সন্দেহ জাগে, ফ্রাঁসোয়িস সত্যিই আমাকে ভালোবাসে কি না? কখনো সে আমাকে বলে না তা। অথচ আমাকে প্রায় জিজ্ঞেস করে, আমি তাকে ভালোবাসি কি না? আমার উত্তরটি পর্যন্ত মন দিয়ে শোনে না। কিন্তু সে যে আমাকে ভালোবাসে, এ কথা মুখ দিয়ে কখনো প্রকাশ করে না। আমার মনে তখন সন্দেহের দোলা জাগে। যখন তার ভালোবাসার প্রতি উত্তর দিতে পারবো, একমাত্র তখনই সত্যিকার ভালোবাসা পাওয়া সম্ভব। এমন একটা অনিশ্চিত পরিবেশের সৃষ্টি করেছে সে। ভালোবাসার পরীক্ষা আপনি কি ভাবে করবেন?

ফ্রাঁসোয়িসকে লেখা চিঠিতে আপনার স্বামী এক রাজকুমারীর গল্প শুনিয়েছেন। জানতে ভীষণ ইচ্ছে হয়, রাজকুমারীর ঘুম ভাঙাবার পর সেই রাজকুমারের প্রথম প্রতিক্রিয়া কি ছিল? সে কি ভীষণ স্নেহপরায়ণ, ভীষণ সাবধানী ছিল না? যাতে কোনো অবস্থাতেই রাজকুমারী তাকে ভয় না পায়। সে কি বলেনি রাজকুমারীকে, তাকে সে কতটুকু ভালোবাসে? এবং কেন বাসে?

BanglaBook.org

এই কদিন হলো-। নিতান্ত মামুলি এবং হাস্যকর একটি ব্যাপার নিয়ে আমরা দুজনে ঝগড়া করেছি। অন্যান্য দিনের মতো সাইকেলে চেপে দুজনে বেরিয়েছিলাম বেড়াতে। হঠাৎ সাইকেলের চাকা পাংচার হয়ে যায়। সঙ্গে রিপিয়ারিং কিট্ ছিল আমার। ফ্রাঁসোয়িস চাকাটি মেরামত করে। যার ফলে তার মেজাজ ভীষণ বিগড়ে যায়, আমার বেশ খারাপ লাগে তাতে। কারণ, অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায় তখন আমাদের। সে যখন চাকাটি মেরামত করা শেষ করলো, হঠাৎ আমি আবিষ্কার করলাম পাম্পার বাড়িতে ফেলে এসেছি। চুরি যাওয়ার ভয়ে সব সময় পাম্পারটি আমি খুলে রাখতাম। সে আমাকে তখন বকাবকি করা শুরু করলো, এবং বললো, মেয়েদের ঘটে আদৌ বুদ্ধি নেই; পাম্পারটি ভুলে এসে তা-ই নাকি প্রমাণ করলাম আমি। তার রুক্ষ ব্যবহারে ভীষণ আঘাত পেয়েছিলাম সেদিন, এবং জেদের বশবর্তী হয়ে বাড়ি ফেরার পথে তার সাথে কোনো কথা বলিনি। নীরবে সাইকেল দুটো ঠেলতে ঠেলতে আমরা বাড়ি ফিরলাম। বিরাট কোনো ঘটনা ছিলনা সেটা। পরের দিন যথারীতি আবার গেলাম বেড়াতে। প্রশ্ন করলাম নিজেকে : এখনই আমরা সামান্য ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ শুরু করেছি, দুদিন পরে কি হবে তাহলে?

সেদিন থেকে আমি ভীষণ ভীত। আমি নিশ্চিত হতে চাই, সন্তান-ধারণের ক্ষমতা না থাকেল ফ্রাঁসোয়িস কি আমাকে পরিত্যাগ করবে? নাকি আমার বাবার মতো দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করবে সে? সন্তানহীন দাম্পত্য জীবনের কি কোনো মানে হয়?

এ ছাড়া ইদানিং আরেকটি সমস্যা দেখা দিয়েছে। মঁশিয়ে হেনরী নামক একজন ব্যক্তির কাছ থেকে সেদিন একখানা চিঠি পেয়েছি আমি। আমার বান্ধবী বার্থার চাচার ভাই তিনি। বার্থার সাহায্যে ফ্রাঁসোয়িস এই শহরের স্কুলে তার নতুন চাকরিটি পেয়েছে। এই ভদ্রলোক অর্থমন্ত্রণালয়ের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। এমনকি তিনি আমাকে তার গাড়িতে চড়ার আমন্ত্রণও জানিয়েছিলেন।

তার এই আমন্ত্রণ আমি অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করেছি। তিনি যদি আমাকে আবার আমন্ত্রণ জানান, তখন আমি কি করবো? আমি তার সঙ্গে রুক্ষ ব্যবহার করতে চাই না।

আমার চিঠির উত্তর দেয়ার জন্যে আপনাকে বিশেষ অনুরোধ জানাচ্ছি।

আপনারই স্নেহধন্যা,

সিসিল

BanglaBook.org

(সিসিলের কাছে লিখা মঁশিয়ে হেনরীর চিঠি)

নভেম্বর.....৯

পত্রক্রম ঃ সাতচল্লিশ

প্রিয় মাদ্‌মোয়াযেল (ম্যাডাম) সিসিল,

বার্থার কাছ থেকে আপনার সম্পর্কে অনেক কিছু শুনেছি। আপনার সাথে পরিচিত হবার দুর্লভ সুযোগ পেতে আমি ভীষণ আগ্রহী। আগামীকাল বিকেল পাঁচটায়, আমার গাড়ি আপনার স্কুলের গেটে থাকবে। আপনার জন্যে অপেক্ষায় থেকে আমি নিজেকে সম্মানিত মনে করবো।

মঁশিয়ে হেনরী

BanglaBook.org

নভেম্বর.....১৮

পত্রক্রম ঃ আটচল্লিশ

বোন সিসিল,

তোমার অন্তরের কথা আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পেরেছি। আমার নিজের বাগদানের সময়কার চিঠিগুলো দেখলেই তুমি বুঝতে পারবে। ঠিক তোমারই মতো অনুরূপ সন্দেহ এবং দুশ্চিন্তা আমার মধ্যে তখন প্রকাশ পেয়েছিল।

তবে, এটাও ঠিক যে, পুরুষদের জন্যে আমরাও পরিস্থিতি কিছুটা জটিল করে ফেলি। সাধারণত একজন পুরুষকে আমরা শক্তিশালী, বিচক্ষণ এবং আবেগ প্রবণতার উর্ধ্বে আশা করে থাকি, অপরপক্ষে আমরা তাদেরকে, আমাদের প্রতি অনুভূতি প্রবণ এবং স্নেহপরায়ণ হিসেবেও প্রত্যাশা করি। একজন ব্যক্তির পক্ষে, পরস্পর বিরোধী দ্বৈত ব্যক্তিত্বের এই চাহিদা মেটানো কোনোদিন কি সম্ভব?

ফ্রাঁসোয়িসের কাছে সরাসরি একখানা চিঠি লেখার চেষ্টা করবো আমি। নিজে থেকে না দেখালে, ঐ চিঠিখানা সম্পর্কে তুমি তাকে কিছু জিজ্ঞেস করো না। তোমার সামনে একটি পথ খোলা আছে। যে কোন অস্বাভাবিকতার ব্যাপারে সরল এবং সৎভাবে তুলে ধরতে হবে নিজেকে তার কাছে। এই পন্থা অবলম্বন করলে তোমাদের বিয়ের কোনো প্রকার ক্ষতির সম্ভাবনাই থাকবে না।

আরেকটি ব্যাপার তোমার জানা উচিৎ : বিয়ের আগে ভালোবাসার প্রমাণ অথবা পরিমাপ নিরূপণ করা কোনোদিনই সম্ভব নয়। দাম্পত্য জীবনের ভিত্তি শুধুমাত্র ভালোবাসার জোরেই প্রস্তুত হয়না। পাল্টা যুক্তিটিও ফেলার মতো নয়, ভালোবাসা দাম্পত্য জীবনের মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠে, অত্যন্ত ধীর গতিতে এই বর্ধন প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়। পুরাতন টেস্টামেন্টে ইসাবা এবং রেবেকার গল্পে বর্ণনা করা হয়েছে : "ইসাবা রেবেকাকে তাঁবুর ভেতরে নিয়ে এলেন, তাঁকে গ্রহণ করলেন, তিনি তার স্ত্রী হলেন এবং তিনি রেবেকাকে ভালোবাসতেন (জেনেসিস : ২৪)।" বিয়ের আগে তাদের দুজনের সাক্ষাৎ ঘটেনি। পরবর্তীতে পরস্পরের মধ্যে প্রেমের জন্ম হয়।

চোখে পড়া অসংখ্য বিয়ের ক্ষেত্রে দেখবে, ভালোবাসার কোনো গভীর অভিজ্ঞতা ছাড়াই দাম্পত্য জীবনের শুরু হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে মেয়েদের কোনো অনুমতি নেয়া হয়নি। তোমার নিশ্চয়ই জানা আছে, ওরা সকলে অসুখী

BanglaBook.org

নয়। অধিকাংশ সময়ে, বিয়ের পর ভালোবাসার উৎপত্তি হয় মধুর দাম্পত্য জীবনের উপহার স্বরূপ।

একজন ভারতবাসী, ইউরোপের একজন মানুষকে বলেছিল :

'যে মেয়েকে ভালোবাসো, তাকেইতো তোমরা বিয়ে করো। আমরা যাকে বিয়ে করি, তাকেই ভালোবাসি।'

আরেকজন ভারতীয় অধিকতর তীব্র ভাষায়ও পরিণত মেজাজে বিষয়টি উপস্থাপনা করেছিল : 'ঠাণ্ডা স্যুপ চুলার উপর দিয়ে, ধীরে ধীরে আমরা তা গরম করি'। ঠাণ্ডা প্লেইটে তোমরা সেই গরম স্যুপ ঢালো,

এবং তোমরা, অর্থাৎ, আফ্রিকাবাসীরা কোন পক্ষে থাকবে? এভাবে লেখার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, যাতে তুমি প্রেমের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে, মাত্রাতিরিক্ত হিসেব কষে আবার নির্লিপ্ত হয়ে বসে না থাকো। ভালোবাসার গুরুত্ব অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু ভালোবাসা শুধুমাত্র বিয়ের পরিবেশে পূর্ণতা অর্জন করে। তোমাদের মধ্যে কিছুটা মতের গড়মিল রয়েছে। এটা অত্যন্ত ভালো। শুধুমাত্র ভালো নয়, বরং একান্ত প্রয়োজনীয় বলাই বাঞ্ছনীয় হবে। প্রেমিক যুগলের মধ্যে কোন ঝগড়া হয়নি, অনুরূপ বিয়ের অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে আমার স্বামী রীতিমত দ্বিধাবোধ করেন। ধর্তব্যের বিষয় এটি নয় যে, তুমি কখনো ঝগড়া করবে না, বরং ঝগড়ার পর আবার মানিয়ে নেয়ার ক্ষমতাটাই হলো মূল বিচার্য। এই বিশেষ ক্ষমতাকে একটি শিল্পের সঙ্গে তুলনা করা চলে। বিয়ের পূর্বে অনুশীলনের মাধ্যমে, এই শিল্পকে তোমার আয়ত্ব করা উচিৎ। পরস্পরের ভুল-ভ্রান্তিকে এখন থেকে ক্ষমা করা শিখলে, বিয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে কোন দুশ্চিন্তার প্রয়োজন হবে না।

ঝগড়া-বিবাদের পর ক্ষমা চাওয়া যার ধাতে সয়না, তার পক্ষে বিয়ে করাই উচিৎ নয়; এবং যার মধ্যে হাস্যরসের লেশমাত্র নেই, তার পক্ষেও বিয়ে করাটাও মঙ্গলজনক হবেনা। বাকবিতণ্ডার পর নিজে থেকে হাস্য-পরিহাসে ফিরে আসতে পারাটা, একটি চমৎকার উন্নতিসাধক ক্ষমতা। ফ্রাঁসোয়িসের বেষ্টনীমুক্ত হয়ে তুমি যখন পালিয়ে গিয়েছিলে, তোমার অভ্যন্তরের কাঁটাঝোপটি তখন তোমাকে রক্ষা করেছিল-------। যে কাঁটাঝোপ ঘুমন্ত রাজকুমারীকে পাহারা দেয়। অধিকাংশ মেয়েলোক, যারা খুব দ্রুত নিজেদের সমর্পন করে, তারা কোনোদিন পরিণত হতে পারেনা। এ জন্যে পুরাতন টেস্টামেন্টে তিনবার বর্ণনা করা হয়েছে : "সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি তোমাকে.....উত্তেজিত করোনা অথবা জাগ্রত করোনা আমাকে, দয়া করে শুধু ভালোবেসে যাও সেই মাহেন্দ্রক্ষণটি পর্যন্ত.....।" সনির্বন্ধ অনুরোধখানি শুনলে মনে হয়, যেন বিয়ের চৌকাঠের উপর জ্বলন্ত অগ্নিশিখা দিয়ে লেখা রয়েছে এহেন উৎকৃষ্ট এই আপ্তবাক্যটি।

রোজ রোজ দুজনার দেখা না হলে হয়তো অপেক্ষার প্রহর গোনা আরো সহজ হবে। প্রতিটি নতুন সাক্ষাৎকারকে তখন আরো বেশি অর্থপূর্ণ মনে হবে।

BanglaBook.org

বাঁধাধরা কোনো নিয়ম-কানুন নেই এ ব্যাপারে। উভয়ের স্বার্থে, সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য কোন্ পদক্ষেপটি নেয়া উচিৎ, তা তোমাদের নিজেদেরকেই খুঁজে বের করতে হবে।

তোমার বাসনা কি? বুঝতে আমার আর বাকী নেই---। তোমার হৃদয়খানি, মাতৃত্বের সুখানুভূতিকে স্পর্শ করার আকাঙ্খায় অস্থির হয়ে আছে। বন্ধ্যাত্বের সর্বপ্রধান কারণ কিন্তু যৌনব্যাধি; কুমারীদের মা হবার সুযোগ সবচেয়েই বেশি। কিন্তু বিয়ের পূর্বে স্রষ্টার মর্জিকে কোনো অবস্থাতেই তোমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। তখন তুমি স্রষ্টার পক্ষ মূল্যবান উপহার হিসেবে মা হবার জ্ঞান অর্জন করবে। এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

কিন্তু, বিয়ের আগে গর্ভবতী হলে, কোনো অবস্থাতেই সেই আস্বাদকে মাতৃত্বের গভীর সুখের সঙ্গে একই পাল্লায় রেখে ওজন করতে পারবে না। এটা সত্যি, একটি সমস্যার সমাধান হলো এতে : তুমি জানতে পারলে, সন্তান ধারণের ক্ষমতা তোমার আছে। কিন্তু একটি নতুন সমস্যা উঁকি দিচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। নির্ধারিত কোন্ বাসস্থানে এই নবজাতকটি ভূমিষ্ট হবে? নেই কোনো বাবা, যে তাকে কোলে নিয়ে আদর করবে? যদি কোনোপ্রকার কনে-পণ পরিশোধিত না হয়ে থাকে, তাহলে বিরাট আরেকটি সমস্যা দেখা দেবে। এই শিশুটির মালিক আসলে কে হবে? স্কুলের পাঠ তোমাকে গুটাতে হবে, উপরন্তু সহপাঠী এবং শিক্ষকদের উপহাস-গঞ্জনা তোলা থাকবে তোমার জন্যে। মাঝখান থেকে তোমার ভাগ্যে আরো নতুন কিছু প্রাপ্তিযোগ ঘটবে : চরম লজ্জা এবং অপরাধবোধ তোমাকে এসে পর্যুদস্ত করবে, আত্মপীড়নের শিকার হবে তুমি এবং সর্বোপরি আত্মসম্মান হারাবেই। নিজের কাছে নিজেকে ভীষণ ছোট মনে হবে। লাভের চেয়ে অতএব ক্ষতির পরিমাণই বেশি হবে। মূল্যটা অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে না?

নাকি তোমার বাবার মতামতের উপর জোর খাটানোর উদ্দেশ্যেই, গর্ভধারণকে কৌশল হিসেবে ব্যবহার করার গোপন কোনো বাসনা তোমার অন্তরে লালন করছো? অনুরোধ করছি তোমাকে---- দয়া করে এ কর্মটি করো না। নিজের স্বার্থ সিদ্ধির মতলবে, নিষ্পাপ একটি শিশুকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে, তার জন্মকে ছোট ও অপমান করোনা। অপেক্ষা করো। নিশ্চয়ই বিধাতা এর কোনো সমাধান তোমায় দেবেন।

মাতৃত্ববিষয়ক তোমার যাবতীয় চিন্তাভাবনাকে স্রষ্টার হাতে ছেড়ে দাও। এমনকি তোমার ভাগ্যে যদি কোনো সন্তান না থাকে, তাতেও ভাবনার কোনো কারণ নেই। তালাকের কোনো প্রাকশর্ত নয় এই সমস্যা। তোমাদের বিয়ে যদি "মনোগেমাস" অর্থাৎ, এক স্ত্রী গ্রহণ করার শর্ত সাপেক্ষ-বিয়ে হিসেবে নিবন্ধিত হয়, তাহলে তোমার স্বামীর দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করার কোনো অধিকার থাকবেইনা।

BanglaBook.org

প্রতিটি খ্রিস্টান বিবাহের সুস্পষ্ট লক্ষ্য এবং অর্থ রয়েছে, এমনকি যদি সেই দম্পতি স্রষ্টার কৃপায় কোনো সন্তানের মুখ না দেখেন, তার পরেও। বাইবেলে বিয়ে সম্পর্কে খুব কম বর্ণনাই আছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এই যে, একই বাণীর উধৃতি চার-চারবার করা হয়েছে :

"অতএব একজন পুরুষ, তার মা বাবাকে পরিত্যাগ করে, একজন স্ত্রীর সঙ্গে এসে যুক্ত হয়, এবং তারা একাঙ্গ হয়ে যায়, অর্থাৎ, দুজনের মিলনে তাদের অস্তিত্ব একটি রক্তমাংসের শরীর হিসেবে ঘোষিত হয়।" (জেনেসিস ২:২৪, মাথিউ ১৯:১৫, মার্ক ১০:৭, ইফেসিয়ান্স ৫:৩১) লক্ষ্য করেছো, এই মূল্যবান বাণীটির পুনরাবৃত্তি বার বার কি ভাবে এসেছে? সন্তান সম্পর্কে একটি শব্দেরও উল্লেখ নেই এখানে। বাইবেলের মতে, সন্তান-সন্ততি স্রষ্টার পবিত্র বাড়তি আশীর্বাদ ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু বিয়ের কারণ শুধু সন্তান-সন্ততি নয়। দুজন অংশীদারের পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা, স্রষ্টাকে হাজির নাজির রেখে দুজনে মিলে একটি অভিন্ন সত্তায় রূপান্তরিত হওয়া, বিবাহের মূল অর্থকে আপনা-আপনি প্রতিষ্ঠিত করে।

মঁশিয়ে হেনরীর ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বটে। তার চিঠির সুর আমার মোটেই পছন্দ হয়নি। এ নিয়ে ফ্রাঁসোয়িসের সাথে আলোচনা করতে ভুল করো না, অন্যথায় ভুল বোঝাবুঝি হতে বাধ্য। কোনো কারণে এবং যে কোনো পরিস্থিতিতে হেনরীর পক্ষ থেকে কোনো আমন্ত্রণ গ্রহণ করো না।

তোমারই,

ইনগ্রীড ট্রবিশ

BanglaBook.org

নভেম্বর.....১৯

পত্রক্রম ঃ ঊনপঞ্চাশ

প্রিয় ফ্রাঁসোয়িস,

কর্তব্যের আহ্বানে আমার স্বামীকে বাইরে যেতে হয়েছে। বিষয়টি তোমার জানা আছে নিশ্চয়ই। আর সে জন্যেই এ মুহূর্তে তিনি তোমার চিঠির কোনো উত্তর দিতে পারছেন না। সুতরাং আজকের চিঠির উত্তর আমিই লিখছি। বোন হিসেবে আমি তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই।

বিধাতা তোমার হাতে মহামূল্যবান এক সম্পদ অর্পণ করেছেন : সিসিলের ভালোবাসা। এই মহামূল্যবান সম্পদকে সঠিকভাবে পাহারা দেবার জন্যে আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই।

ভালোবাসা কেনার উপযুক্ত কোনো বস্তু নয়, আবার এমন কোনো সাধারণ বস্তুও নয়, যা তোমার পকেটে রাখতে পারো। ঐকান্তিক প্রচেষ্টার বলে জয় করতে হবে ভালোবাসাকে-----প্রতিদিন, বারংবার। আমাদের এন্‌গেইজ্‌মেন্টের সময় আমার স্বামী ওয়াল্টার নিম্নলিখিত এই লাইনগুলি আমাকে লিখে ছিলেন, "ভালোবাসার পর আর কেউ একা থাকেনা। ভালোবাসার সেই মানুষটি সবসময় তার সাথেই অবস্থান করে। একজন প্রেমিক একাই তার জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকতে চায় না। সেই বিশেষ মানুষটিকে আমন্ত্রণ জানায় সে তার নিজস্ব ভুবনে, যার অনুপস্থিতিতে নিজেকে রিক্ত, শূন্য একটি বাড়িয়ে দেওয়া হাতের মতো মনে হয়, যে হাত কিছু পাবার আকাঙ্খায় প্রসারিত, যার কিছু প্রয়োজন রয়েছে। একক অস্তিত্বের এই পটভূমিতে দয়িতের আবির্ভাব এক বিশাল প্রাপ্তি এবং মহাসুখের অনুভব জাগায় তখন তার হৃদয়ে।"

সিসিলের সর্বোপরি এই নিশ্চয়তা অনিবার্য, সে তোমার কাছে প্রয়োজনীয়। কিভাবে তুমি তাকে এই নিশ্চয়তা প্রদান করবে? শুধুমাত্র এই পদ্ধতিতে বারবার তাকে বলো------"আমি তোমাকে ভালোবাসি। তোমাকে আমার প্রয়োজন?" অনেক সময় সে তা শুনতে পাবে না। এই সাহসটুকু তোমার থাকতেই হবে, কেননা, ভীষণ প্রয়োজন রয়েছে এটুকুর।

একটি মেয়ে এ ধরনের পুরুষকে ভীষণ ভয় পায় যে তার ভালোবাসাকে নিশ্চিত জেনে গ্রহণ করে, কিন্তু বিনিময়ে একবারও নিজের ভালোবাসার কথা

BanglaBook.org

মেয়েটিকে জানানোর ব্যাপারে মোটেই পরোয়া করেনা। কোনো মহিলার ভালোবাসার সাথে, মা অথবা বোনের ভালোবাসার কোনো মিল নেই। শুধুমাত্র তোমার ভালোবাসার প্রতি উত্তরের মধ্য দিয়ে সিসিলের ভালোবাসা পূর্ণ বিকশিত হতে পারে।

এফেসিয়ান্সে এপোস্টল পল গীর্জার উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন,"স্বামীগণ তোমাদের স্ত্রীদের ভালোবাসো, যে ভাবে যীশু গীর্জাকে ভালোবেসেছিলেন।"

আমরা যীশুকে ভালোবাসি, কারণ, তিনি আমাদেরকে প্রথম ভালোবেসেছিলেন। আমাদের ভালোবাসা, যীশুর অফুরন্ত ভালোবাসার প্রতিধ্বনি মাত্র। আশ্চর্যের ব্যাপার কি জানো? পল কিন্তু স্ত্রীদেরকে, তাদের স্বামীদের ভালোবাসার জন্যে বিশেষ কোনো উপদেশই দেননি----।

দৈহিক ভালোবাসার বিষয়টি নিয়ে আমি কিন্তু মোটেই ভাবছিনা এখন। তোমার হাতের আদর, সোহাগ, চুম্বন আলিঙ্গন এ সব দিয়ে সিসিলকে কখনো তুমি ভালোবাসা সম্পর্কে নিশ্চয়তা দিতে পারবেনা। তোমার হৃদয়, তার হৃদয়কে স্পর্শ করার প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে আছে কি না, সে অনুভব করে দেখতে চায়। উপলব্ধি করতে চায় এই সত্যকে : তুমি তার অন্তরের মানুষটিকে পেতে চাও; তার নধরকান্তি দেহবল্লরীকে নয়।

একজন যুবক বলতে তার শরীরকে বোঝায়। তুমি মানে তোমার শরীর। একটি মেয়ে নিজেকে তার শরীরের অভ্যন্তরে অনুভব করে। সিসিলের ধারণা--তার অভ্যন্তরের মানুষটি শুধুমাত্র বহিরাঙ্গের সৌন্দর্যের নিমিত্ত নয়।

যার ফলে তোমার সামগ্রিক প্রতিক্রিয়ার তুলনায় আদর সোহাগ তার কাছে কখনো বিরাট গুরুত্ব বহন করেনা। তুমি যদি তার প্রতি নম্র হও, তাকে সাইকেলে চড়তে সাহায্য করো, কোনো প্রবেশ পথের দ্বার খুলে দিয়ে তাকে এগিয়ে যেতে দাও---একটি চুম্বনের চেয়ে, তোমার এই ব্যবহার তার কাছে অনেক বেশী গ্রহণযোগ্য মনে হবে। বহুদিনের বিবাহিতা একজন মহিলা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমাকে বলেছিলেন--"শুধুমাত্র আমার স্বামী যদি একবার বল্‌তো, 'ধন্যবাদ', যখন আমি তার জন্যে যত্নসহকারে কোন খাবার তৈরী করতাম"----তাহলে বর্তে যেতাম আমি।

পক্ষান্তরে, তুমি যদি তার চেয়ে অন্যদের প্রতি অধিক নম্র ব্যবহার করো, তখন একটি মেয়ে মারাত্মক আঘাত পায়। তখন সে মনে করে, তাকে তুমি তোমার মালিকানাধীন কোন সম্পদের অংশ হিসেবেই ব্যবহার করছো। কিছুদিন আগে প্রার্থনা শেষে গীর্জাতে যখন আমাদের সাক্ষাৎ হলো, আমার সঙ্গে তুমি খুব মধুর ব্যবহার করলে। যদিও সিসিলের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলে, কিন্তু আমাদের দীর্ঘ আলোচনার মধ্যে একবারও তাকে কথা বলার কোনো সুযোগ দিলে না। আমি তার জন্যে বই-পুস্তকের একটি প্যাকেট সাথে নিয়ে এসেছিলাম। বিয়ের আগে বইগুলো পড়লে তার কাজে আসবে, এই

BanglaBook.org

ভরসায়। যাবার সময় প্যাকেটটি সে নিজে বয়ে নিয়ে গেলো---। অথচ তুমি তার সঙ্গে ছিলে।

হাসতে চেষ্টা করো। হাসো? মারাত্মক ছোট্ট একটি ব্যাপার এই হাসি। কিন্তু ভীষণ মূল্যবান। একটি মেয়ের হৃদয়ের জন্যে বিরাট একটি ব্যাপার। সিসিলের জন্যে ভীষণ উল্লেখযোগ্য একটি জিনিস হচ্ছে এই হাসি।

ভদ্র ব্যবহার করতে কার্পণ্য করোনা কখনো। তাকে সাহস দাও, যাতে সে সাহস করে বলতে পারে তার অসুবিধার কথা, জানাতে পারে তোমার মাঝে সে কিসের অভাব অনুভব করছে? শুধু ধৈর্য সহকারে নয়, স্নেহভরে শ্রবন করো তার কথাবার্তা। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই নয় যে তোমরা সুখী, বরং তাকে সুখীই করে তোলো। এই নয় যে তুমি বুঝতে পেরেছো সবকিছু, বরং তুমি বুঝতে পারো--এই বোধের জন্ম দাও তার অন্তরে।

তোমাদেরই হিতৈষী,

ইনগ্রীড ট্রবিশ

BanglaBook.org

নভেম্বর.....৩০

পত্রক্রম ঃ পঞ্চাশ

কল্যাণময়ী শ্রীযুক্তা ইনগ্রীড,

আপনার চিঠিতে লেখা আপনার নিজস্ব চিন্তা, ভাবনা, সন্দেহ এবং সুবিধা-অসুবিধার কথা জেনে আমার অন্তরের দুঃখ-যন্ত্রণার অনেকটা লাঘব ও উপশম ঘটেছে। সাদা চামড়ার মানুষের কাছ থেকে সাধারণত আমরা যে রকম ধারণা পেয়ে থাকি, শুনলে মনে হবে, তাঁদের বিবাহিত জীবনে আদৌ কোনো সমস্যা নেই। মনে হয়, শুধুমাত্র আদর্শ জীবন-যাপনেই তারা অভ্যস্ত।

আপনার চিঠির গুরুত্ব তাই আমার কাছে অনেক বেশি। নিঃশংক চিত্তে আপনাকে সব কিছু খুলে বলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি আমি। প্রসঙ্গক্রমে আপনাকে জানিয়ে রাখা উচিৎ, বাবার কাছে চিঠি লেখার কাজ প্রায় শেষ করে ফেলেছি। বেশ কয়েকখানা কাগজের টুকরোতে, বিচ্ছিন্ন ভাবে লিখে রেখেছি আমার সমগ্র ভাবনা চিন্তার কথা, যা আমি তাঁকে জানাতে চাই। অবশ্য আদৌ যদি চিঠিখানা পোস্ট করতে পারি শেষ পর্যন্ত। কিন্তু আমি পারছি না.....। নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে কোনো অবস্থাতেই চিঠিখানা তাঁর কাছে পাঠাতে সাহসই পাচ্ছি না।

এ দিকে মঁশিয়ে হেনরীর যন্ত্রণায় আমি অস্থির। তার লেখা একখানা চিঠি আপনার কাছে পাঠাচ্ছি আমি। অর্থহীন বাগবৈশিষ্ট্যপূর্ণ অনুরূপ চিঠি প্রায় প্রতিদিন একটি করে আমি তার কাছ থেকে পেতে শুরু করেছি। আমার মনে হয়, সস্তা কোন রোমান্টিক উপন্যাসের পাতা থেকে চিঠিগুলো নকল করে লিখেছেন উনি। পড়লেই আপনি বুঝতে পারবেন।

স্পষ্ট উপদেশের জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। আমার বান্ধবী বার্থার সাহায্যে আমি হেনরীর আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছি। আমার হাতের লেখা কোনো চিঠির অস্তিত্ব, তার কাছে থাকুক, এ আমি মোটেই চাই না।

আপনারই একান্ত,

সিসিল

BanglaBook.org

নভেম্বর.....১৯

পত্রক্রম ঃ একান্ন

প্রিয় মাদ্‌মোয়াযেল (ম্যাডাম) সিসিল,

আমার জন্যে আপনার সময়ের সংকীর্ণতা দেখে সত্যিই আমি ভীষণ দুঃখিত। কিন্তু, আপনার প্রতি আমার ভালবাসা দিনকে-দিন বাড়ছেই। আপনি আমার হৃদয়ের মুকুট। চাঁদের আলোর মতোই আপনার সৌন্দর্য।

ইত্যবসরে আমার ভাইকে, আপনার বাবার কাছে পাঠিয়েছি। এ বিষয়ে, আপনার বাবারও সদিচ্ছা রয়েছে। অতি সত্বর আপনার বাবাকে আমি পঞ্চাশ হাজার ফ্রাংক পাঠাবো। তখন আর আমাদের সুখের মাঝখানে কোনো বাধা অবশিষ্ট থাকবেনা। উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তাদের বিরাট একটি ব্যাংকুয়েট, অর্থাৎ সান্ধ্যভোজ উৎসব আগামী সপ্তাহে আমাদের এখানে হবে। এই অনুষ্ঠানে আপনাকে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আপনার চাচাও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন।

আমাদের বিয়ে হলে আপনার সুখের অন্ত থাকবে না। দাসী-চাকর পরিবেষ্টিত হয়ে আপনি রাজরাণীর মতো থাকতে পারবেন এবং চাইলে নিজেও প্রচুর টাকা উপার্জন করতে পারবেন। সাদা চামড়ার মানুষের মতো জীবন উপভোগ করতে পারবেন আপনি। আমাদের জীবন যাত্রা শুধুমাত্র শিক্ষিত মহলেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

পরস্পরের ভালোবাসার প্রতিটি রাত মধুর হয়ে উঠবে...।

আপনারই,

মঁশিয়ে হেনরী

BanglaBook.org

ডিসেম্বর.....১৫

পত্রক্রম ঃ বায়ান্ন

প্রিয় মাদাম ইনগ্রীড,

দু-সপ্তাহের অসহ্য যন্ত্রণাকে পশ্চাতে ফেলে এসে, আজ আপনাকে লিখতে বসেছি। আপনার চিঠির অপেক্ষায় প্রত্যেকটা দিন আমার কেটেছে। ছেলে মেয়েদের নিয়ে আপনি একা, আমি জানি। তা ছাড়া বড়দিনের আগে আপনার হাতে এখন অফুরন্ত সময়ও নেই।

মঁশিয়ে হেনরী তার গাড়ী নিয়ে ইদানিং আমার স্কুলের সামনে চলে আসেন। আমরা দুজন সাইকেল নিয়ে বেরুলে, তিনি আমাদের অনুসরণ করেন। গোপনে অনুসন্ধান করেন, -------কোথায় যাই আমরা, এবং কি করি।

সেদিন স্কুল থেকে ফেরার পর আমার চাচার বাসায় তার সঙ্গে দেখা হয়েছে। বার্থার চাচাও সেখানে ছিলেন, যার আনুকূল্যে ফ্রাঁসোয়িসের চাকরি হয়েছিল। অবশেষে জানতে পারলাম, সবকিছু পরিকল্পনা মাফিকই করা হয়েছে। তারপর একটি কক্‌টেইল্ পার্টিতে যেতে হলো আমাদেরকে। কক্‌টেইল্ পার্টি অথবা মদ্যপান উৎসবের মাধ্যমে গোটা পৃথিবীর দূতাবাসগুলো, আমাদের সমাজকে, তথাকথিত সভ্যতার সাক্ষর প্রদান করে থাকে। যে চাচার বাসায় আমি থাকি, তিনিও সঙ্গে ছিলেন। আমাদের অভিভাবকদের কোনো আদেশ, আমরা, আফ্রিকার মেয়েরা, সরাসরি প্রত্যাখ্যান করার দুঃসাহস রাখি না।

নাচের আসরে আমি অংশগ্রহণ করিনি। কিন্তু মঁশিয়ে হেনরীর সাথে, একা তার গাড়িতে চড়ে বাড়ি ফেরার পরিকল্পনাকে কোন অবস্থাতেই এড়িয়ে যেতে পারিনি। তিনি বললেন, আমাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত তিনি নিয়ে ফেলেছেন। নিতান্ত সহজভাবে কথাটি তিনি আমাকে জানালেন। তার ভাব দেখে মনে হলো, এতে আমারই উপকার হবে। কিন্তু আমার মতামত জানার কোনো প্রয়োজন তার আছে বলে মনে হলো না।

ভদ্রলোক সরাসরি আমাকে চুমু খাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, কোনো মানুষ যে-ভাবে একটি কলাতে কামড় দেয়, অনেকটা সে ভাবে। তার নিঃশ্বাসে বিয়ার এবং এ্যালকোহলের তীব্র গন্ধ ছিল। বীভৎস লেগেছে আমার কাছে।

BanglaBook.org

বয়সে তিনি আমার বিশ বছরের বড় হবেন কমপক্ষে। একজন স্ত্রী ও দুটি সন্তানের জনক তিনি। তার ভাষ্য অনুযায়ী, ঐ ভদ্রমহিলা অশিক্ষিত, ফরাসী ভাষা মোটেই জানেন না, এবং শহরে এসে বসবাস করতে মোটেই রাজি নন তিনি। যেহেতু তিনি একজন সরকারি আমলা, অতএব সোসাইটিতে যাকে নিয়ে সহজে মেশা যায়, যে তার অতিথিবর্গকে অভ্যর্থনা এবং আদর-আপ্যায়ন করতে সক্ষম, শহরে তার অনুরূপ একজন স্ত্রীর প্রয়োজন। আমাকে তার এ জন্যেই পছন্দ।

আমাকে পাবার জন্য যে কনে-পণ দরকার, তা পরিশোধ করা কোনো ব্যাপারই নয় তার কাছে। ফ্রাঁসোয়িসের উপার্জনের তুলনায় হেনরীর মাসিক বেতন কমপক্ষে বিশ গুণ বেশি। তিনি আমার বাবার সাথে যখন দেখা করতে যাবেন, তখন প্রচুর হুয়িস্কি এবং কয়েক বাক্স বিয়ার নিয়ে যাবেন বলেছেন। বাবার জন্যে একটি রেডিও এবং আমার জন্যে একটি সেলাই মেশিনও ইতিমধ্যে তিনি কিনে ফেলেছেন। বাবা কি ধরনের উপহার পেলে খুশী হবেন, আমার কাছে তাও জানতে চেয়েছেন তিনি। উত্তরে, আমি তাকে কিছু বলিনি। উৎপীড়িত না হয়ে, তার গাড়ি থেকে বেরুতে পেরে ভীষণ খুশী হয়েছিলাম সেদিন। কিন্তু সমস্ত রাত কেঁদে ভাসিয়েছি।

মেয়েদের পেছনে বিনিয়োগের একটি মোক্ষম পুঁজির নাম টাকা, ধনীসম্প্রদায়ের হাতের মুঠোয় সবসময় যে হাতিয়ারটি থাকে। গরীবেরা বড়জোর কয়েক রাতের জন্য এই পুঁজির বিনিময়ে একটি মেয়েলোক ভাড়া করে আনতে পারে-তাও আবার যে ধরনের মেয়ে সকলের পছন্দ নয়।

নাঃ। বিরাট ভুল ছিল আমার চিন্তাধারাতে। কাঞ্চন কোনোদিনই মেয়েদের কৌলিন্য বাড়াতে পারে না। বরং আমাদেরকে অতল অন্ধকারে নিক্ষেপ করে। পণ্যসামগ্রীতে পরিণত হই আমরা এই টাকার মাধ্যমে। এই টাকার জন্যে হয় আমরা পতিতায়, নয়তোবা কোন বড়লোকের দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী হয়ে, অনেকটা রক্ষিতার মতো তাদের হারেমের শোভা বর্ধন করি। অভিভাবকদের কাছে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যম হতেই পারে না এই টাকা। এই প্রথাকে আফ্রিকার সমাজব্যবস্থার একটি সম্মানজনক প্রথা হিসেবে কস্মিনকালেও মেনে নেয়া যায় না। সাফ কথায়, ক্রীতদাস ব্যবসার নামান্তরই হচ্ছে এই প্রথাটি।

আমার বাবা মঁসিয়ে হেনরীর টাকা গ্রহণ করলে, আমি ধ্বংস হয়ে যাবো। বিয়ে আমার তার সঙ্গে হতেই হবে তখন। হেনরীর দোকানের ট্রেডমার্কে রূপান্তরিত হবো আমি, তার ব্যবসার উজ্জল একখানা সাইনবোর্ডে পরিণতি লাভ করে। এই বিয়ের উদ্দেশ্য : স্বামীর বিক্রয় প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করাই হবে স্ত্রীর একান্ত ধর্ম। ফ্রাঁসোয়িসকে আমি সবকিছু খুলে বলেছি। আপনার স্বামী বাইরে না থাকলে, ইত্যবসরে সে নিশ্চয়ই তাকে লিখতো। সে আবারো ভীষণ

BanglaBook.org

নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েছে। বর্তমানে সে নিজেকে একেবারে গুটিয়ে ফেলেছে নিজের মধ্যে। আমিতো তাকে আগের মতোই ভালোবাসি।

কিন্তু এই সমস্যার সমাধান কি ?

ফ্রাঁসোয়িস মনে করে, আমার বাবা যদি হেনরীর টাকা এবং তার দেওয়া উপহার সামগ্রী গ্রহণ করেন, তখন আমাদের জন্যে একটি মাত্র পথ খোলা থাকবে।

পালিয়ে যাওয়া !

এই সমাধান সম্পর্কে আপনার কি অভিমত ?

উত্তরটির আমার ভীষণ প্রয়োজন মাদাম ট্রবিশ।

"যাদের অন্তরে বিশ্বাস আছে, তারা কোনোদিন পলায়ন করে না।" এই বাণীটির সত্যতা আমি আবিষ্কার করছি না। কিন্তু কেউ যদি প্রেমের জন্যে যুদ্ধ না করে নিজের ভালোবাসাকে পরিত্যাগ করে অন্য কাউকে বাধ্য হয়ে বিয়ে করে-?

এটাও কি এক ধরনের পলায়নপর মনোবৃত্তির প্রকাশ নয় ?

ইতি,

দুর্ভাগা-

সিসিল

BanglaBook.org

ডিসেম্বর.....১৯

পত্রক্রম ঃ তিপ্পান্ন

প্রিয় যাজক ট্রবিশ ও মাদাম ইনগ্রীড,

আমরা পালিয়েছি। আপনাদের দুজনকে উদ্দেশ্য করে, আমরা দু-জন মিলে এই প্রথম চিঠি লিখছি।

আমরা পালিয়েছি। ডিসেম্বরের পনেরো তারিখে লেখা সিসিলের চিঠিখানার কোনো উত্তর আমাদের যাত্রার পূর্ব পর্যন্ত হাতে আসেনি। আপনারা হয়তো উপদেশ দিতেন, না পালাতে। তবুও আশা করি, পরিস্থিতির আলোকে আমাদের ভুল বুঝবেন না। আর কোনো উপায়ই আমাদের হাতে ছিলনা যে।

খবর পেলাম, সিসিলের বাবা মঁশিয়ে হেনরীর দেয়া পঞ্চাশ হাজার ফ্রাংকের যৌতুক গ্রহণ করেছেন। এর অর্থ কি আপনারাই ভালো জানেন। এই মুহূর্ত থেকে সিসিলের উপর এক ধরনের আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলো তার। সুতরাং পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আমাদের ঝুলিতে আর কোন অস্ত্র ছিল না।

পরস্পরের সম্মিলিত সিদ্ধান্তে কাজটি করেছি আমরা, এবং এর পরিণতির মোকাবেলা সম্মিলিতভাবেই করার জন্যে আমরা দুজনে প্রস্তুত রয়েছি। চরম কিছু ঘটলেও এখন আর পরোয়া নেই। সবেমাত্র স্কুলের ছুটি শুরু হয়েছে। যার ফলে, কারো মনে সন্দেহের কোনো আশংকা না জাগিয়ে পালাতে আমাদের কোনো অসুবিধা হয়নি।

আপনারা শিখিয়েছিলেন, বিয়ের জন্মদিন থেকে দাম্পত্য জীবনের শুরু হয়। আরো লিখেছিলেন : অকাল-পক্ক জন্ম অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ের পূর্বে কোনো শিশু জন্ম গ্রহণ করলে সেই জন্ম ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে থাকে। কিন্তু অনেক জন্ম নির্ধারিত সময় অতিক্রম করার পরেও হয়ে থাকে। কিছু জন্ম কি কালের অতীত হয় না? সেগুলো কি অত্যধিক ঝুঁকিবহুল নয়? তখন কিন্তু ডাক্তারের আশ্রয় নিতে হয়। ডাক্তার তখন বাধ্য হয়ে সিজারিয়ান অপারেশনের মাধ্যমে প্রসূতির গর্ভ কেটে শিশুটিকে বিচ্ছিন্ন করেন উভয়ের জীবনের তাগিদেই।

আমাদের পালিয়ে যাওয়া অনেকটা সেই সিজারিয়ান অপারেশনের মতোই। আগামীতে কি ঘটতে যাচ্ছে আমরা জানি না, কোথায় আমরা জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করবো, জীবন ধারণের অবলম্বন কি হবে, কিছুই জানি না।

তবে এই মুহূর্তে একটি মাত্র জিনিস সঠিক ভাবে জানি : আমারা উভয়ে এখন স্বামী ও স্ত্রী। আমরা আমাদের পিতা-মাতাকে পরিত্যাগ করে এসেছি।

BanglaBook.org

আমরা দুজনে মিলে একটি সত্তার জন্ম দিয়েছি। জেনেসিসের ২:২৪ অধ্যায়ের বাণীটির শর্ত যথারীতি পূরণ হয়েছে। এ জন্যে আমাদের টাকার দরকার পড়েনি, লোক দেখানো অনুষ্ঠান করারও প্রয়োজন হয়নি, কোন পাদ্রীরও উপস্থিত থাকতে হয়নি সেখানে। কোন সামাজিক প্রথার প্রয়োজন আমাদের নেই, রীতি-নীতির তোয়াক্কাও এখন আর আমরা করি না। কোন দেশ এবং গীর্জারও মুখাপেক্ষী নই আমরা। বিয়ের গান, বৈধতার কাগজ, আনুষ্ঠানিক পানোৎসব, এ সবের আর প্রয়োজন নেই আমাদের।

শুধু স্রষ্টাকে প্রয়োজন এখন। সকলেই যখন বিমুখ করেছে, তখন এই মুহূর্তে তিনি আমাদেরকে পরিত্যাগ করবেন না নিশ্চয়ই, প্রিয় ওয়াল্টার ট্রবিশ ও শ্রদ্ধেয়া ইনগ্রীড।

কনে-পণের প্রথা বিয়ের কোনো নিরাপত্তা বিধান করতে পারে না। পক্ষান্তরে, বিয়ের শুভ উদ্দেশ্যকে তা' পদদলিত করে। শুধুমাত্র একটি চেকের বিনিময়ে এক অসহায় মেয়েকে লুট করে নিয়ে যেতে সাহায্য করে এই যৌতুক প্রথা। আমাদের সরকার পর্যন্ত অবিবাহিত মা এবং পিতৃহীন শিশুদের আজকাল সাহায্য করছে। বিয়ে করার আকাঙ্খা যাদের আছে, একেবারে খালি হাতেই অগ্রসর হওয়া উচিৎ তাদের।

গীর্জা আমাদেরকে অপেক্ষা করার উপদেশ দেয়, কিন্তু আমরা যখন গীর্জার উপদেশ মোতাবেক অপেক্ষা করি, তখন এ ব্যাপারে তা আমাদের কোনো সাহায্যই করেনা। প্রিয় যাজক এবং মহোদয়া ইনগ্রীড, কোনো পাদ্রী অথবা ধর্মযাজক আজ আমাদেরকে তাঁর ঘরে আশ্রয় দেবার সাহস করবেননা নিশ্চয়ই।

এমনকি, আপনারা, আমাদের শেষ চিঠির উত্তরটি পর্যন্ত দেননি। আপনাদের নিন্দা করছি না, শুধু অনুরোধ করছি, দয়া করে আমাদের উপর অসন্তুষ্ট হবেন না। অন্তত আপনারা আমাদের অপরাধ নেবেননা। ভবিষ্যতে আমরা আপনাদের সন্তানের মতো বেঁচে থাকতে চাই প্রিয় প্রাজ্ঞজন।

সিসিল এখন অসুস্থ হয়ে বিছানায় শুয়ে। পালিয়ে আসার রাতে ভীষণ ঠাণ্ডা লেগেছে তার। দীর্ঘ পথ আমাদেরকে পায়ে হেঁটে অতিক্রম করতে হয়েছে। আপনাদের সন্তান-সন্ততিকে সিসিলের পক্ষ থেকে স্নেহাশিষ দেবেন । আমাদের ঠিকানা কাউকেই দিচ্ছিনা, এমনকি আপনাদেরেও না। সুতরাং, আমাদের কাছে কোনো চিঠি লেখাও সম্ভব নয় আপনাদের পক্ষে। শুধুমাত্র একটি কাজ করা সম্ভব আমাদের জন্যে---- প্রার্থনা করুন।

আমাদের অন্তরের এবং সমস্ত সত্তার বিশ্বাস, আপনারাই করবেন এইটুকু।

আপনাদেরই অনুগত,

ফ্রাঁসোয়িস ও সিসিল

BanglaBook.org

পত্রক্রম ঃ চুয়ান্ন

প্রিয় পাঠক,

জীবনের গতিপথে, বারে বারে স্রষ্টা আমাদেরকে এমন একটি প্রান্ত সীমানায় ঠেলে দেন, যেখানে দাঁড়িয়ে নিজেদের, একেবারেই ক্ষমতাশূন্য, এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যেতে হয়। ফ্রাঁসোয়িস ও সিসিলের জীবনে কনে-পণই হচ্ছে এই প্রান্তরেখাটি। আপনার অথবা আমার বেলায় হয়তো এই বিশেষ রেখাটির অন্য কোনো নাম থাকতে পারে। হতে পারে তা সামাজিক মর্যাদা, জাতিগত কুসংস্কার অথবা ধর্মীয় মতভেদ। মানুষ অথবা পারিপার্শ্বিকতার কারণে তা ঘটতে পারে। সীমান্তরেখাটির নামে কিছু যায়-আসেনা। মূল বিচার্য হলো, আমরা যখন এই প্রান্ত সীমানায় উপনীত হই তখন আমাদের প্রতিক্রিয়া কি হয়।

ফ্রাঁসোয়িস আর সিসিল যখন তাদের জীবনের প্রান্ত সীমানায় এসে দাঁড়ালো, তারা কি পারলো পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে?

এইমাত্র আপনারা যে চিঠিখানা পড়লেন, আমি তা পেলাম ফিরে এসে। আপনাদের কাছে স্বীকার করছি, চিঠিখানা পড়ে আমি মারাত্মক আঘাত পেয়েছিলাম। আমি কামনা করছিলাম, তারা যদি আরো খানিকটা ধৈর্য ধরতে পারতো? এক কথায় তাদের পালিয়ে যাওয়াকে একটি সাহসী পদক্ষেপ বলা যায়। মঁশিয়ে হেনরীর কবল থেকে মুক্তি পাবার আর কি কোনো উপায় ছিল সিসিলের সামনে? মঁশিয়ে হেনরীর সাথে সিসিলের বিয়ে নিশ্চয়ই বিধাতার পরিকল্পনায় ছিল না।

সুবিজ্ঞ পাঠক, আপনি হয়তো জিজ্ঞেস করবেন, কেন তারা অজানার উদ্দেশ্যে পা বাড়ালো? তাদের অভ্যর্থনা অথবা রক্ষা করার জন্যে কেউ ছিল না কেন তাহলে? আমি সঠিক জানিনা; হয়তো ফ্রাঁসোয়িস কোন ভুল করেনি। আফ্রিকার মতো অনুরূপ কোন স্থানে গীর্জার বিপক্ষে দাঁড়ানো মারাত্মক কঠিন কাজ। শুধু দু-জন মানুষের জন্যে, গোটা জাতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার ঝুঁকি কেউ নিতে সাহস করবেন না। স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয়, এই সংগ্রামে তারা আমাকেও জড়াতে চায়নি। বর্তমান আফ্রিকায় এ ভাবে পালিয়ে যাওয়া খুব একটা নতুন নয়। বহু যুগলকে বাধ্য হয়ে এই পথ অবলম্বন করতে হয়। তবে এ জাতীয় ঘটনার অন্তরালে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অসৎ উদ্দেশ্যই কাজ করে।

BanglaBook.org

মনোযোগ সহকারে তাদের চিঠিখানা পড়লে, আপনাদের চেতনায়ও একটা দুর্বল কাঁপুনি ধরা পড়বে। মনে হবে, তাদের অন্তর্লোকের অস্পষ্ট কণ্ঠস্বরে, উপহাসব্যঞ্জক একটি সুর তারা ব্যবহার করেছে, সে সুরের সাথে তারা নিজেরাও পরিচিত নয়। হয়তো ইতিমধ্যে তারা নিজেদের ভুল অনুভব করতে আরম্ভ করেছে। দৈহিক মিলনের মাধ্যমে একটি অভিন্ন সত্তায় পরিণত হওয়াটুকু নিয়ে, অভিন্ন সত্ত্বা গঠনের অন্তর্গত মূল ভাবটি হয়তো তারা ধরতে পেরেছে ইতিমধ্যে। জন্মগ্রহণের জন্যে একটি শিশুকে যেমন পৃথিবীর আলো-বাতাসে উপস্থিত হতে হয়, তেমনি একটি বিয়েকে সম্পূর্ণ আইনসিদ্ধ করার সাপেক্ষে জনতার সম্মুখে উপস্থিত হতে হয়। এই চিঠিখানা লেখার সময় ফ্রাঁসোয়িস এবং সিসিলের অন্তরের হয়তো নতুন একটি অনুভবের জন্ম হয়েছিল, হয়তো তারা নিজেদের অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করেছিল নিজেদের কাঠগড়াতেই শেষপর্যন্ত।

যাই হোক, তাদের অপরাধের মাধ্যমে, বিধাতা যেন আমাকে দৃষ্টিদান করলেন। আমি আমার নিজের ভুলকে খুঁজে পেলাম। হঠাৎ অনুভব করলাম, কি পরিমাণ ব্যর্থ হয়েছি আমি। এই সংগ্রামে আমি নিজে যথেষ্ট শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারিনি এবং সর্বশক্তিমানের কাছে এই মর্মে কোনো সাহায্য প্রার্থনাও করিনি। আমার এবারকার যাত্রাটি কেন অন্য সময় নির্ধারণ করলাম না? কেন তার বাবার সাথে দেখা করতে যাবার কষ্টটুকু স্বীকার করে নিজে তার সাথে বসে সমস্যাটি নিয়ে বোঝাপড়া করলাম না?

সাথে সাথে সিসিলের চিঠির উত্তর না দেয়ার জন্যে আমার স্ত্রী আজ অবধি পরিতাপ করছেন। সিসিল এবং ফ্রাঁসোয়িস দুজনের সাথে মুখোমুখি বসে আলোচনা না করে আমি এবং আমার স্ত্রী যেন দূর আকাশের কোনো উড়োজাহাজ থেকে তাদের শুধু রেডিও মেসেজ পাঠিয়ে এসেছি এতোদিন।

যখন আমরা জীবনের প্রান্তসীমানায় এসে দাঁড়াই, তখন নিজেদের অপরাধকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হই। জলের মতো একটি সত্য তখন আমাদের চোখে ধরা পড়ে। মহান যীশুর ক্রুশ ব্যতীত আমাদের অস্তিত্বের আর দ্বিতীয় কোনো রক্ষাকবচ নেই। অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে অথবা নানা অজুহাতে আমরা হয়তো এর আশেপাশে চক্রাকারে ঘোরাফেরা করি। পক্ষান্তরে যীশুর ক্রুশকে সামনে রেখে আমরা যদি ওদের মতো অগ্রসর হতে পারতাম, যীশুর ক্ষমা যাদের কাছে জীবনের একমাত্র অবলম্বন হিসেবে স্বীকৃত, তখন প্রান্তসীমানায় দাঁড়ানোর এই অভিজ্ঞতা আমাদেরকে আচমকাই স্রষ্টার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিতো। শুধুমাত্র এভাবেই আমরা প্রমাণ করতে পারি, তাঁর কাছে বিনম্রচিত্তে আমাদের পরাজয় গ্রহণ করার মানসিকতাকে, যারা স্রষ্টার মুখোমুখি হয়, পরিগণিত হয় তাদের একজন হিসেবে, যারা ইতিমধ্যে তাঁর মুখোমুখি হয়েছে। তাদের এই যাত্রা প্রলম্বিত হয় ভিন্নতর ভাবে, আমাদের চিন্তাশক্তির আওতার সম্পূর্ণ ঊর্ধ্বে।

BanglaBook.org

ফ্রাঁসোয়িস এবং সিসিলের ঘটনাটিও অনুরূপ। গভীর উপ্যুকা অতিক্রম করে এগিয়ে আসতে হয়েছে তাদের। পালিয়ে যাওয়ার সময় মারাত্মক নিউমোনিয়ার শিকার হয়েছে সিসিল। প্রচণ্ড অন্তর্দ্বন্দ্ব হয়তোবা তার বাহ্যিক প্রতিরোধ শক্তিকে অকেজো করে দিয়েছে। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় তারই একান্ত অনুরোধে গ্রামের বাড়িতে নিয়ে এসেছে তাকে ফ্রাঁসোয়িস।

ফ্রাঁসোয়িস এসে আমাকে তখন সেখানে নিয়ে যায়। সিসিলের রোগশয্যার পাশে, অবিস্মরণীয় একটি সপ্তাহ আমি কাটিয়েছি। প্রথম কয়েকদিন সন্দেহ ছিল যথেষ্ট, আদৌ সে বাঁচবে কি না? এই অসুস্থতাকে ওরা দু-জনে শাস্তির নিদর্শন স্বরূপ গ্রহণ করেছে। প্রায় অবিশ্বাস্যভাবে সিসিলের রোগ যন্ত্রণার যখন উপশম হলো, নতুন এক শিক্ষা লাভ করলাম : আমরা আসলে ঈশ্বরের করুণার উপর বেঁচে আছি।

ঘটনাটি সিসিলের বাবাকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করলো। সিসিলের অকস্মাৎ মৃত্যুর আশংকা, তার বাবার দীর্ঘদিনের লালিত সামাজিক আদর্শের ভিত্তিমূলে প্রচণ্ড আঘাত হানলো। সর্বোপরি সিসিলের লেখা চিঠিখানা গভীরভাবে আন্দোলিত করলো তাকে। পরিশেষে চিঠিখানার অংশীদার আপনারাও হচ্ছেন। চিঠিখানিতে ভবিষ্যতের একটি দিক-নির্দেশনা রয়েছে, শুধুমাত্র ফ্রাঁসোয়িস এবং সিসিলের জন্যে নয়, বরং অসংখ্য যুবক যুবতীর জন্যে, যারা এ-হেন পরিস্থিতির শিকার হবেন বা হতে-ও পারেন।সু-পরিচিত চিঠি, যেটির উল্লেখ আমরা ইতিপূর্বে করেছি, সিসিল তার বাবাকে লিখেছিল।

মারাত্মক অসুস্থ হবার পর ফ্রাঁসোয়িস প্রথম এই চিঠিখানা আবিষ্কার করে। টুকরো-টুকরো কাগজে লেখা একখানা চিঠির মুসাবিদা মাত্র। তার চিন্তাধারার অমার্জিত প্রকাশ, অনেক অসম্পূর্ণ বাক্য রয়েছে মাঝে-মধ্যে। বহু শব্দ সে লিখেছে, শুদ্ধ করেছে.....কেটেছে, আবার নতুন করে লিখেছে। হৃদয়ের পুঞ্জীভূত বেদনার মূল্য দিয়ে লেখা, সিসিলের মর্মস্পর্শী প্রামাণিক এই বিবৃতি, একটি মেয়ের হৃদয়ের সংগ্রামকে প্রকাশ করার মাধ্যমে .....তার পিুর ভালোবাসা এবং পরস্পরের বোঝা-পড়াকে জয়লাভ করতে সমর্থই হলো শেষ পর্যন্ত।

বিক্ষিপ্ত মোজাইক পাথরকে কেউ যেভাবে সাজায়, আমি সেভাবেই এই চিঠির প্রতিটি বিচ্ছিন্ন অংশকে পুনরায় একত্রিত করে লিপিবদ্ধ করে তার বাবার কাছে পাঠাই। অনেক ইঙ্গিত ছিল এই মূল্যবান চিঠিখানাতে, উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে আদৌ লেখা হয়নি যা।

এবারে আপনারা চিঠিখানা পড়ে দেখুন।

আপনাদেরই প্রীতিধন্য,

ওয়াল্টার ট্রবিশ

BanglaBook.org

পত্রক্রম ঃ শেষ চিঠি

প্রিয় বাবা,

এর আগে কোনোদিন তোমাকে চিঠি লিখিনি। মারাত্মক কষ্ট হয়েছে তাই লিখতে বসে। কিন্তু, এর চেয়ে অনেক বেশী কষ্ট হতো, তোমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একই কথার পুনরাবৃত্তি করতে। অনুরোধ করছি, লাইনগুলো পড়ার সময় ভাববে, আমি যেন ঠিক তোমার-ই সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছি বাবা।

কেন ফ্রাঁসোয়িসকে ভালোবাসি? প্রথমে এই প্রশ্নটি ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করবো তোমার কাছে বাবা।

প্রিয় বাবা, তার চরিত্রের যে দিকটি আমি সবচেয়ে বেশি পছন্দ করি, তা হলো, সে আমার প্রতি তার হাতকে প্রসারিত করেছে। তার এই বাড়িয়ে দেওয়া হাতকে আমি নিশ্চিন্তে বিশ্বাস করতে পারি। ওর ছবিখানার দিকে তাকালেই অপূর্ব এক দৃশ্য আমার কল্পনার আকাশে ভেসে ওঠে। আমি দেখতে পাই....সে হেঁটে চলেছে আমার সামনে, হঠাৎ আবার দাঁড়িয়ে পড়লো স্থির হয়ে, ঘুরে দাঁড়িয়ে হাত বাড়ালো আমার দিকে, গভীর চড়াই উঠতে আমাকে সাহায্য করার জন্যে। আমি তখন ভীষণ কাছে চলে আসি তার এবং সে আমাকে সব যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেয়।

সে আমাকে গভীর আনন্দ প্রদান করে, কারণ সে যখন কোনো কথা বলে, আমি তার উত্তর দিতে পারি। যখন সে আমার দিকে হাত বাড়ায়, সে হাতকে আঁকড়ে ধরতে আমি ভয় পাইনা। নিজেকে কখনো ছোট মনে হয় না তার পাশে দাঁড়িয়ে; কারণ সে কখনো শক্তি প্রদর্শন করে না আমার সাথে। তৎসঙ্গে এও জানি, আমাকে সাহায্য করার নিমিত্তে, নিশ্চয়ই সে আমার চেয়ে বেশী শক্তিশালী ভূমিকা পালনে কোনদিনই ব্যর্থ হবেনা। তার সান্নিধ্যে নিজেকে দুর্বল ভেবেও তৃপ্তি পাই, কারণ সে আমাকে নিয়ে কখনো উপহাস করে না। আমাকেও তার প্রয়োজন, একথা সে আমাকে জানাতে মোটেই দ্বিধা বোধ করে না। যদিও সে একজন শক্ত সমর্থ পুরুষ, তদুপরি একেক সময় শিশুর মতো অসহায় মনে হয় তাকে। তার প্রচণ্ড শক্তিশালী হাতকে তখন প্রসারিত শূন্য একটি হাতের মতো মনে হয় আমার কাছে। এই শূন্যস্থান পূরণ করাকে তখনই আমার কাছে স্বর্গ বলে মনে হয়।

BanglaBook.org

বাবা, ফ্রাঁসোয়িসকে আমি কেন ভালোবাসি? তার আসল কারণগুলো বিশ্লেষণ করার পর আশা করি সঠিক কারণ অনুসন্ধানে তোমাকে আর কোনো বেগ পেতে হবে না।

এসব কথা শোনার পর, তুমি আমাকে আধা-সাদা চামড়ার মানুষের মতো ভাবাটা খুব বিচিত্র নয়। আফ্রিকার প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাকে অবজ্ঞার চোখে দেখছি বলে তুমি আমাকে দোষারোপ করবে নিশ্চয়ই, কারণ, যে আমার উপযুক্ত কনে-পণ পরিশোধ করার ক্ষমতা রাখে, তাকে বাদ দিয়ে আমি আমার ভালোবাসার মানুষকে বিয়ে করতে চাই; নয় কি?

কিন্তু যৌতুক বা কনে-পণের এই প্রথা শুধুমাত্র আফ্রিকাতেই সীমাবদ্ধ নয়, ইউরোপেও রয়েছে, এমনকি ইসরাইলেও প্রচলিত এই প্রথা। কিন্তু যেখানেই মানুষ খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে, নির্বাসিত হয়েছে সেখান থেকে এই প্রথা। পাশ্চাত্য ঘেঁষা একজন আফ্রিকান হিসেবে এই চিঠিখানা আমি তোমাকে লিখছিনা, বরং খ্রিস্টধর্মে বিশ্বাসী একজন খাঁটি আফ্রিকাবাসী হিসেবে লিখছি বাবা, দয়া করে আমাকে ভুল বোঝোনা।

আমি বিশ্বাস করি বিধাতা আমাকে সৃষ্টি করেছেন, সুতরাং আমার জীবনের জন্যে একমাত্র তাঁর কাছেই ঋণী আমি। পৃথিবীর কোনো বাবা কোনোদিন তার মেয়ের জন্যে কখনো স্রষ্টাকে কোনো মূল্য প্রদান করেননি। সুতরাং সেই মেয়ের মাধ্যমে অর্থ রোজগার করার অধিকার কোনো পার্থিব পিুর আছে বলে আমি মনে করিনা। আমি বিশ্বাস করি, ঈশ্বরের তৃতীয়রূপ আমার চলার পথকে নির্দেশ করে। কিন্তু মুক্ত চিন্তার অধিকারি না হতে পারলে, কোনো ক্রমেই তাঁর দিক নির্দেশনা গ্রহণ করতে সক্ষম হবো না।

যেহেতু ফ্রাঁসোয়িসকে আমার ইচ্ছা মোতাবেক পছন্দ করেছি, অতএব, স্বাভাবিকভাবে আমি তার প্রতি বিশ্বস্ত থাকবো। তুমি কি সত্যিই মনে করো, তথাকথিত এই কনে-পণ, একজন স্ত্রীকে তার স্বামীর ঘর ছেড়ে আসার বিপক্ষে বাধা দিতে সক্ষম হবে?

আমার এক বান্ধবীর ঘটনা উল্লেখ করছি। তার বাবা এক হাজার পাঁচশত কনে-পণ গ্রহণ করলেন, তাকে বিয়ে দেবার সময়। সেই বান্ধবীটি তখন নিজেকে উদ্দেশ্য করে বললো---। "আমার শরীরের মূল্য যদি এই অংকের সমতূল্য হয়, তাহলে আমার নিজেরই কিছু মুনাফা অর্জন করা উচিৎ, এই শরীরের বিনিময়ে।" অর্থের বিনিময়ে অন্য পুরুষের কাছে দেহদান করতে শুরু করলো সে তখন। এবার বুঝতে পারছেন? কণে-পণ যদি গ্রহণযোগ্য হয়, এবং মেয়ের মাধ্যমে এই রোজগার অসঙ্গত না হয়, তা হলে পতিতাবৃত্তি-ইবা মন্দ কিসের?

নাকি মনে করেন, মূল্য পরিশোধ করলে ফ্রাঁসোয়িস আমাকে অত্যধিক ভালোবাসবে? অধিক ভালো ব্যবহার করবে আমার সঙ্গে? এজন্যে যদি সে আমার প্রতি অধিক যত্নশীল হয়, তা হলে দরকার নেই তার মতো ছেলেকে

BanglaBook.org

আমার বিয়ে করার। আমার পরিচয় তখন তার কাছে হবে নেহাৎ নিত্য ব্যবহার্য্য সামগ্রীর মতোই। অথচ আমি একজন রক্ত-মাংসের মানুষ।

আমার প্রিয় বাবা, একজন স্ত্রীর আনুগত্য এবং একজন স্বামীর অগাধ বিশ্বাস কোনোদিনই অর্থের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। ভালোবাসার অস্তিত্ব যেখানে নেই, অর্থের ভূমিকা সেখানে একটি শেকলের মতো। ভালোবাসার পরিবর্তে এই শেকল দুজন মানুষকে বেঁধে রাখে। কিন্তু, যে-কোন মুহূর্তে একটি শেকলকে ভাঙা যায়। গৃহীত অর্থ অথবা দ্রব্যসামগ্রী ফেরত দিলেই সকল ঝামেলা চুকে যায়। পক্ষান্তরে, ভালোবাসা অর্থনৈতিক লালসা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। অলিখিত এই প্রতিশ্রুতি এতো সহজে ভাঙা যায় না বাবা।

বাবা, অকৃতজ্ঞ মনে করোনা দয়া করে আমাদের। আমরা অকৃত্রিম ভাবেই শ্রদ্ধা করি তোমাকে। আমার জন্যে, বিশেষত আমার পড়ার খরচ বহন করার জন্যে কতটুকু কষ্ট তুমি স্বীকার করেছো, আমি জানি এবং তা অন্তর থেকে উপলব্ধি করি। তোমার অর্থনৈতিক অসুবিধার কথা আমাদের দুজনের অজানা নয়। তোমাকে আমরা বিপদের মুখে ঠেলে দিতে চাই না বাবা।

তোমার কাছে একটি মাত্র দাবী : ঋণমুক্ত একটি জীবনের সূত্রপাত ঘটানোর সুযোগ আমাদেরকে দাও দয়া করে। আমরা দুজন একটি সুখের নীড়ের সন্ধানে বেরিয়েছি। তোমার সহৃদয় ও সপ্রাণ অনুমতি আমাদের এ যাত্রাকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলুক। একমাত্র তখনই আমরা তোমার সাহায্যে আসতে পারি, জানাতে পারি.....মূলত আমরা কতটুকু কৃতজ্ঞ তোমার কাছে বাবা।

ফ্রাঁসোয়িসের পরামর্শ অনুযায়ী, আমার ছোটভাই তিনটিকে পড়াশোনার জন্যে শহরে নিয়ে আসতে চাইছি আমরা। বাবা, নগদ অর্থের বদলে ফ্রাঁসোয়িসের ভালোবাসার এই বহিঃপ্রকাশ কি আরো উজ্জল নয়?

তোমারই,

সিসিল।

– সমাপ্ত –

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org